হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপত্র-

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

"হক্বের দা'ওয়াত" অর্থ : আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থ : হক্ব (সত্য) এসেছে, বাত্বিল (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাত্বিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।
(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১ নং আয়াত শরীফ)

১ম বর্ষ- ২য় সংখ্যা

মার্চ- ২০২৬ ঈসায়ী

রমাদ্বন- শাওয়াল ১৪৪৭ হিজরী

ফাল্গুন-চৈত্র ১৪৩২ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

সম্পাদক :

মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ্ আমান সিদ্দীকী

নির্বাহী সম্পাদক :

মুহাম্মাদ রাশেদুন্নবী রাশেদ সিদ্দীকী

সহকারী নির্বাহী সম্পাদক :

মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী

অনলাইন সম্পাদক :

মুহাম্মাদ অলিউল হাসনাত সিফাত সিদ্দীকী

ওয়েব ও কম্পোজ :

মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক :

মুহাম্মাদ মাহফুজার রহমান

সার্কুলেশন ও প্রচার :

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

সার্বিক যোগাযোগ:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ০১৭৬৪-৭৬১০৯৪ / ০১৩১৪-৯৯১৭১১ (নতুন নাম্বার)

সম্পাদক : ০১৭৬২-৯১৬৪৪৩

অফিস : ০১৩২৮-৩১০৩০০

ওয়েব সাইট : www.hoquerdawat.com

ইমেইল : hoquerdawat@gmail.com

প্রধান কার্যালয় :

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর।

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র।

প্রকাশনায় : MMD.AP (MMD. আশরাফ প্রকাশনী) **প্রিন্ট : ফাতেমা প্রিন্ট হাউজ, জেলা পরিষদ মার্কেট, বগুড়া।**

সূচিপত্র :

❖ .প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া..........৪
❖ সম্পাদকের বাণী..৫
❖ নিজ প্রিয় সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার প্রতি মুরিদ বা সালিকগণের আদব-কায়দা সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা (প্রত্যেক মুরিদের জানা আবশ্যক)...........৬
❖ বাত্বিল ফিরকারা কেন আমাদের মুর্শিদ ক্বিবলার বিরোধীতা করে..৮
❖ নূরে মুহাম্মাদী ﷺ প্রথম সৃষ্টি............................৯
❖ নবীজি পাক ﷺ নূরের সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার সংক্ষিপ্ত দলীলসমূহ..১০
❖ দু'আ ও যিকিরের ফজিলত...............................১১
❖ দু'আ কবুলের শর্তাবলী...................................১৩
❖ দু'আ কবুলের কতিপয় (আদব) নীতিমালা..............১৫
❖ ই'তিকাফ এর ফজিলত, ই'তিকাফ এর হুকুম, ই'তিকাফের বর্ণনা, ই'তিকাফের প্রকার, ই'তিকাফের শর্তসমূহ, ই'তিকাফকারীর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ, ই'তিকাফের নিয়ত.................................১৫-১৭
❖ পবিত্র লাইলাতুল ক্বদর এর ফায়ায়িল-ফজিলত ও
❖ তার আমলসমূহ...১৭
❖ হাজার হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত..................১৮
❖ শবে ক্বদরের নামাজের বিবরণ..........................১৯
❖ শবে ক্বদরের নামাজের নিয়ম ও নিয়ত..................১৯
❖ সূরা ক্বদর..২০
❖ শবে ক্বদরের রাতের আমলসমূহ.........................২০
❖ ঈদুল ফিতরের নামাজের বিবরণ.........................২০
❖ ঈদের দিনের তাকবীর.....................................২০
❖ ঈদুল ফিতরের দিনে যা যা সুন্নাত.......................২০
❖ ফিতরা আদায়ের হুকুম-আহকাম.........................২১
❖ ফিতরার পরিমাণ...২১
❖ ঈদুল ফিতর-এর রাত্রির আমল..........................২১
❖ ঈদুল ফিতর-এর হুকুম-আহকাম.........................২১
❖ ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ১২ তাকবীর নয়- ৬ তাকবীরই সুন্নাত.....................................২২
❖ ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়ম ও নিয়ত................২৫
❖ যাকাতের বিবরণ...২৫
❖ যাকাত দেওয়ার পরিমাণ..................................২৫
❖ যাকাতের আহকাম ও মাসায়িল..........................২৬
❖ যাকাত না দেওয়ার পরিণতি..............................২৬
❖ যাকাত এর সংজ্ঞা, যাকাত এর নিছাব, যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী..................................২৬
❖ যেসব খাতে যাকাত দেওয়া ফরয........................২৭
❖ যেসব খাতে যাকাত প্রদান করা যাবেনা.................২৭
❖ উশরের বিবরণ..২৮
❖ উশর আদায়ের ফজিলত.................................২৮
❖ যাকাত নিয়ে ইহুদী-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র.................২৯
❖ নামাজ, রোযা ও ঈমান নষ্ট করার ষড়যন্ত্র................২৯
❖ শাওয়াল মাসের বিশেষ দিবস সমূহ......................৩০
❖ শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখা.......................৩০

ফতওয়া বিভাগ

❖ হাইয়্যা আলাছ ছলাহ্ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ এর
❖ সময় জামাতে দাঁড়ানোর দলীলসমূহ......................৩২

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব

❖ তারাবীহ্ নামাজ না পড়লে রোজা হবে কি'না......৩৪
❖ সাহরী খেতে খেতে আযান দিলে করণীয় কি......৩৪
❖ বমি হলে কি রোজা ভেঙে যাবে.....................৩৪
❖ শবে ক্বদরের রাত কবে..............................৩৪
❖ ঈদের নামাজ মহিলারা পড়তে পারবে কি'না......৩৫
❖ কাবা শরীফ ও মদিনা শরীফের ছবিওয়ালা জায়নামাজে নামাজ পড়া যাবে কি'না.............৩৬

ঘটনা পর্ব

❖ তিনজন লোভীকে ধ্বংস করলো (২য় পর্ব) ৩৬
❖ আওলাদে রসূল ﷺ ও হক্বানী অলীদের প্রতি সম্মান..৩৭
❖ পবিত্র দরূদ শরীফ লিখার ফযীলত....................৩৮

কাসিদা ও কবিতা..................................৩৮
প্রবন্ধ ও মতামত বিভাগ ৪১
অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার....৪৫
মাসআলা-মাসায়েল ও নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দোয়া সমূহ...৪৬

❖ ফজিলতপূর্ণ দরূদ শরীফ (দরূদে হাজারী).........৪৭
❖ **সম্পাদকীয় :** ৯ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে নবীজি ﷺ ও অলী আউলিয়াদের অধ্যায় বাদ, সমকামীতা প্রতীক অর্ন্তভূক্ত : সরকারের প্রতি আহ্বান........৫২
❖ শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ............৫৩
❖ মার্চ-২০২৬ এর সাহ্‌রী-ইফতারের সময়সূচী.......৫৬ পৃষ্টার পর

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় :

অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক-অলীয়ে কামিল-মুকাম্মিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির, হক্ব-সিলসিলা ফুরফুরা শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফতপ্রাপ্ত,

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাইআত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

নবী ﷺ সাহাবী رضي الله عنهم ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি ইসলামের ছদ্মবেশে দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং ফুরফুরা শরীফসহ সকল হক্বানী অলীদের দরবার ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর এবং হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নীয়া নিজামিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ, তারাকুল, জয়পুরহাট সহ সারা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দরবার ও মাদ্রাসা।

মোবাইল : ০১৭৬৪-৭৬১০৯৪/ ০১৩১৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/ নগদ/ রকেট)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত কিতাব সংগ্রহের জন্য দরবারে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০

কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রতি জুমআ'র বয়ান ও মাহফিল লাইভ শুনতে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন-

Youtube : Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique,
D. Ashraf Siddique Waz Collection,
Sunni Waz Bogura or d.ashraf siddique online radio

সহজেই চ্যানেলগুলো পেতে QR Code স্ক্যান করুন:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া :

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমানের নেয়ামতে ধন্য করেছেন এবং হক্বের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার উপর। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কুল কায়িনাতের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

বর্তমান যুগ ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা আজ অনেকের কাছেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব নবীজি পাক ﷺ ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم উনাদের রেখে যাওয়া ইসলাম ভুলে দলীয় স্বার্থে, অর্থের স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই সংকটময় সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের সামনে হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া সময়ের একান্ত প্রয়োজন।

এই উপলব্ধি থেকেই আমরা মাসিক ইসলামি পত্রিকা **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ পত্রিকার লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রচার নয়; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো-

হক্বকে হক্ব হিসেবে তুলে ধরা, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পাঠককে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হায়াতুন্নবী, আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ উনার পথে আহ্বান জানানো।

এই পত্রিকায় আমরা আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, সমাজ সংস্কার, সমসাময়িক দ্বীনি প্রশ্ন ও যুবসমাজের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক লেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

আল্লাহ্ পাক ও রসূল পাক (ﷺ) দয়া করে **"মাসিক হক্বের দা'ওয়াত"** সংকলনের কাজে কবুল করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে হক্বের দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও দৃঢ়তা দান করেন। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা দোয়া ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ ।

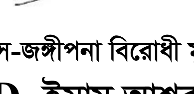

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

সম্পাদকের বাণী :

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি মানবজাতিকে হিদায়েতের আলো দান করেছেন এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, খতামুন নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি; উনার পবিত্র আহলে বাইত, সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল হক্বপন্থী অলী-আওলিয়া ও মু'মিন-মু'মিনাত পৃথিবীতে এসেছেন তাদের প্রতি।

"মাসিক হক্বের দাওয়াত" একটি দা'ওয়াতী, চিন্তামূলক ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদ ও জ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা। এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা মহান আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত সেই প্রকৃত ইসলাম, "যা নবীজি পাক ﷺ উনার সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) এবং যুগে যুগে আগত হক্বানী অলী আউলিয়াগণ পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস সম্মতভাবে অনুসরণ করে এসেছেন" সেই প্রকৃত ইসলাম মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে পরিপূর্ণ। সত্যের নামে অসত্য, দ্বীনের নামে বিদআত, নবীজি পাক ﷺ উনার দুশমনি, আহলে বাইত ও সাহাবী (رضي الله عنهم) গণ উনাদের দুশমনি, হক্বানী অলী-আউলিয়াদের দুশমনী, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও মনগড়া ব্যাখ্যা সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন বাস্তবতায় হক্বকে স্পষ্ট করা এবং বাত্বিল থেকে মানুষকে সতর্ক করার সময়ের এক অনিবার্য দাবি। এর জন্য তিনি নিয়মিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত কিতাব লেখে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতা ও প্রয়োজনীয়তা থেকেই আধুনিক প্রযুক্তি ও এআই নির্ভর বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে একটি উন্নত, দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদমাধ্যম হিসেবে **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** আত্মপ্রকাশ করছে। এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রচারপত্র নয়; বরং পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

এই পত্রিকায়- আত্মশুদ্ধি ও তাওবার আহ্বান,আক্বীদা ও আমলের শুদ্ধতা, নবীজি পাক ﷺ এবং আহলে বাইত ও সাহাবাগণ (رضي الله عنهم) উনাদের নিয়ে দুশমনির বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, হক্বানী অলী আউলিয়াদের নিয়ে দুশমনি ও মিথ্যা আপবাদের বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, বিদআত ও বিভ্রান্তির বাস্তব চিত্র, সমসাময়িক ফিতনা ও দ্বীনি প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, মুরীদ ও পাঠকদের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ও প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, যুবসমাজ ও পরিবারের নৈতিক দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ্ ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, হক্ব কখনো সংখ্যার মুখাপেক্ষী নয়; বরং ইখলাস ও আল্লাহ্ পাক উনার সাহায্যই তার শক্তি। মহান আল্লাহ্ পাক উনার দয়া এবং নবীজি পাক ﷺ উনার অসীলায় ও যামানার মুজাদ্দিদ- যুগশ্রেষ্ঠ অলী মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী হুজুর ক্বিবলা উনার বরকতময় দোয়ার অসীলায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, একে হক্বের দা'ওয়াতের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন- আমীন।

পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন আপনাদের দোয়া, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই দা'ওয়াতী অভিযানে শরীক হবেন। পত্রিকাটি সংকলন ও মুদ্রণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল বা অসঙ্গতি (টাইপিং মিসটেক) থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায়, কোনো বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়লে দয়া করে আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা তা অবশ্যই সংশোধন করে নিবো, ইনশা-আল্লাহ্।

বিনীত
মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ আমান সিদ্দীকী
সম্পাদক

নিজ প্রিয় সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার প্রতি মুরীদ বা সালেকগণের আদব-কায়দা সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাঃ

মুরীদ বা সালেকের জন্য আদব-কায়দার প্রতি খেয়াল রাখা অবশ্য কর্তব্য। আদব অর্থ স্বাভাবিকতা। অর্থাৎ যাই স্বাভাবিক, তাই আদব। দ্বীন ইসলামকে বলা হয় "ফিতরাত" বা স্বাভাবিকতার ধর্ম। অর্থাৎ অন্য ভাষায় ইসলাম আদবেরই ধর্ম। অন্যদিকে তরীক্বত সম্পর্কে প্রসিদ্ধ কিতাবে বলা হয়েছে যে,

اَلطَّرِيْقَةُ كُلُّه اَدَبٌ

অর্থ : "তরীক্বতের সবটুকুই আদব।"

তাই তরীক্বতের মধ্যে বেয়াদবের কোনো ঠাঁই বা স্থান নেই। এ কথাটিকে ফার্সীতে বলা হয়েছে এভাবে- " বেয়াদব মাহরুমে গাস্ত আজ লুৎফে রব"।

অর্থ : "বেয়াদব আল্লাহ্ তা'আলার রহমত (করুণা) থেকে বঞ্চিত।"

আদবের গুরুত্বের প্রতি খেয়াল রেখেই আমরা এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। প্রকৃতপক্ষে আদব শেখার কোনো শেষ নেই। যা কিছু স্বাভাবিক তাই শিখতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। এখানে মুরীদ বা সালেকের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু আদব তাসাউফের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ কিতাব হতে বর্ণনা করা হলো। বাকী আরো অনেক কিছু নিজ প্রিয় সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলার সোহবতে এসে শিখে নিতে হবে।

১. সালেক বা মুরীদ সর্বদাই নিজ মুর্শিদকে আল্লাহ্ পাক ও হুজুর পাক ﷺ উনাদের পরেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করবে।

২. মনকে সকল দিক থেকে সরিয়ে মুর্শিদের দিকে নিয়োজিত রাখবে। যথাসম্ভব মাল সম্পদ, জান ও জ্ঞান দিয়ে তাঁর খিদমত করবে।

৩. মুর্শিদের হুকুম ছাড়া তাঁর সামনে ফরজ ও সুন্নাত ব্যতীত কোনো নফল আমল করবেনা।

৪. মুরীদ এমন স্থানে দাঁড়াবেনা, যাতে করে মুর্শিদের উপর বা তাঁর ছায়ার উপর মুরীদের ছায়া বা পা পড়ে।

৫. মুর্শিদের খাছ কোনো কিছুই ব্যবহার করবেনা। তাঁর জায়নামায বা সেন্ডেলের উপর পা রাখবেনা। ওযু-গোসলের স্থানে ওযু-গোসল করবেনা। পায়খানা-পেশাব খানার ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

৬. মুর্শিদের সামনে বসে তাঁর বিনা হুকুমে খাওয়া-দাওয়া করবেনা, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য অমনোযোগী হবেনা।

৭. মুর্শিদ যেদিকে আছেন, সেদিকে কখনোই পা বিস্তার করবেনা বা থু থু ফেলবেনা।

৮. মুর্শিদের সকল কাজকেই ভাল মনে করবে, যদিও প্রকাশ্যে তা ভাল মনে না হয়। কামিল মুর্শিদ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে ইল্হাম প্রাপ্ত হয়েই কাজ করে থাকেন। যদিও অনেকেরই তা বুঝার জ্ঞান নাই।

৯. মুর্শিদকে সবচেয়ে বেশী মুহব্বত করবে। সব ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করবে। তাঁর কাজ থেকেই ফিক্বহার হুকুমাদি শিক্ষা করবে।

১০. মুর্শিদের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার কখনো বাদ-প্রতিবাদ, এমনকি অন্তরে কোনো সন্দেহ পর্যন্ত পোষণ করবেনা।

১১. মুর্শিদের নিকট কখনোই কারামত দেখতে চাইবেনা।

১২. মুরীদের মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হলে মুর্শিদের নিকট আরজ করবে। তিনি বুঝিয়ে দিলে যদি মন না বুঝে, তবে নিজেরই ত্রুটি মনে করবে। মুর্শিদের প্রতি কোনো সন্দেহ পোষণ করবেনা।

১৩. কোনো ঘটনা বা স্বপ্ন প্রকাশ পেলে, তা মুর্শিদের নিকট আরজ করবে, তিনি যা ব্যাখ্যা করেন, তাই মেনে নিবে। নিজের কাশফ্ বা ইল্হামের উপর কোনোরূপ ভরসা করবেনা।

১৪. মুর্শিদের সোহ্বতে থেকে বিনা কারণে ও বিনা অনুমতিতে প্রস্থান করবেনা। তাঁর সামনে উঁচুস্বরে কথা বলবেনা বা তার সামনে হাঁটবে না।

১৫. মুরীদ বা সালেক যা কিছুই হাছিল করুন না কেন, তা স্বীয় মুর্শিদের উছিলায় মহান আল্লাহর রহমতে হয়েছে ধারণা রাখবে।

১৬. মুর্শিদের নিকট অপরের সালাম নিয়ে আসা আদবের খেলাফ। তাঁর নিকট এসে কিছুদিন থাকার ইচ্ছা হলে পূর্বেই চিঠি-পত্রাদি বা অন্য কোনো মারফত অনুমতি নিয়ে আসা দরকার। চিঠি-পত্রাদি সরাসরি মুর্শিদের নিকট না লিখে দরবারের অন্য কারোর নিকট লিখাই অধিক শিষ্ঠতা বা আদব।

১৭. মুর্শিদের সহিত কখনোই তর্ক-বিতর্ক করবেনা। তাঁর উপর কোনো ইচ্ছা চাপানোর চেষ্টা করবেনা বরং তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করবে, তাঁর নিকট এমনভাবে থাকবে, যেমন গোসলদানকারীর হাতে মৃত ব্যক্তি।

১৮. নিজের সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ যথাসম্ভব তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী করবে।

১৯. মুরীদ বা সালেক নিজেকে মুর্শিদের অন্যান্য মুরিদের সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করবে। এবং সকল মুরিদের সাথে নিজ ভাইয়ের মত ব্যবহার করবে। কারণ নিজ ভাই-মা-বাবা ইত্যাদি কেয়ামতের দিন সবাই সবাইকে ভুলে যাবে। কিন্তু আল্লাহর মহব্বতে যাদের সাথে মহব্বত হবে এক সাথে তাদের হাশর ও জান্নাত হবে। কেউ কাউকে ভুলতে পারবে না। *(পবিত্র সূরা আবাসার শেষের আয়াতসমূহ, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।)*

২০. মুর্শিদ কাশ্‌ফ দ্বারা মুরীদের অবস্থা জ্ঞাত হচ্ছেন, এটা না ভেবে তাঁর নিকট নিজ হাল বা অবস্থা জানাবে।

২১. মুর্শিদের সাথে সময় ও সুযোগ বুঝে বিনয়ের সাথে কথা বলবে। তাঁর জবাব খুব মনোযোগ ও ভক্তিভরে শুনবে।

২২. মুর্শিদের আওলাদ-ফরজন্দকে তাঁরই জাত হিসেবে তাঁর তুল্য সম্মান করবে। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকেও পরম ভক্তি করবে। অন্যদিকে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে তাঁর নিকট মর্যাদা তলব করবেনা।

২৩. অবশ্য মুরীদ যদি প্রাণপন চেষ্টা করেও মুর্শিদের প্রতি আদবসমূহ রক্ষা করতে না পারে, তবে অবশ্যই অবশ্যই তাঁর নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করে মাফ নিতে হবে।

২৪. প্রত্যেক তরীক্বার মুরীদ বা সালেকগণের জন্য স্বীয় তরীক্বার পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের শাজরানামা পাঠ করা, সে বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা একান্ত আবশ্যক।

২৫. প্রত্যেক সালিক বা মুরীদের মন শায়েখের প্রতি নিবদ্ধ থাকা উচিত। সবক আদায় করতঃ সালিকের কি হাছিল হলো অথবা না হলো সেদিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত না কেননা তা গায়রুল্লাহ। এবং সবকের হাল উপলব্ধি বা সবকের বিষয়ে অধিক জ্ঞান হাছিলের জন্য অন্য কারো দ্বারস্থ হওয়া উচিত না।

এখানে একটি বিষয় বুঝে নিতে হবে যে, মুরীদ বা সালেক নিজ মুর্শিদের উছীলায় ফানা-বাকা মর্তবা পর্যন্ত উপনীত, যার ইল্‌হাম এমন প্রশস্ত ও উন্মুক্ত যে, তার মুর্শিদ ক্বিবলাও এটা অনুমোদন করেন ও তাঁর পূর্ণতার সাক্ষ্যদান করেন, শুধুমাত্র সে-ই নিজ ইল্‌হাম অনুযায়ী আমল করতে পারবে, অথবা তার মুর্শিদের ইল্‌হাম অনুযায়ী আমল করতে পারবে, যদিও তা তার মুর্শিদ ক্বিবলার ইল্‌হামের বিপরীত হয়।

মনে রাখতে হবে, আদব তরীকৃতের জন্য একান্তই আবশ্যক। আদব ব্যতীত সোহ্‌বতের কোনো ফল পাওয়া যাবেনা। এমনকি তরীকৃতের শিক্ষাই পূর্ণ হবেনা। বর্ণিত আছে-হাদীয়ে বাংলা ও আসাম হযরত কারামত আলী জৈনপুরী রহমতুল্লাহি আলাইহি, তাঁর মুর্শিদ মুজাদ্দিদে যামান, হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলবী রহমতুল্লাহি আলাইহি -উনার দরবার শরীফে ৮ দিনে তরীকৃতের সায়ের-সুলুক শেষ করেন। কিন্তু তারপরও ১০ দিন সেখানে অবস্থান করে আদব শিক্ষা করেন। সুবহানাল্লাহ্।

উপরোক্ত ঘটনায় আদবের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যাপকতা বুঝা যায়। তাই সালেকের জন্য আদব খুবই জরুরী। *(অজিফা ও শাজরা শরীফ-১৪তম খন্ড)*

বাত্বিল ফিরকারা কেন আমাদের মুর্শিদ ক্বিবলার বিরোধীতা করে ??

প্রিয় মুসলিম ভাইসব- আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লহি ওয়া বারোকাতুহু। সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার যিনি পবিত্র কুরআন ও উনার প্রিয় হাবীব হুজুর পাক ﷺ উনার মাধ্যমে অশান্ত ও বাত্বিল মত পথে বিভ্রান্ত মানব গোষ্ঠীকে হেফাজত করে শান্তিপূর্ণ হক্ব পথে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

অসংখ্য অগণিত দরূদ ও সালাম শান্তির দূত হুজুর পাক ﷺ উনার উপরে যিনি তাঁর পাক জবান মুবারকে ঘোষণা করেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

আমার উম্মতেরা ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে ৭২টি দল (ধর্ম ব্যবসা ও হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি দুশমনি আক্বীদা পোষণের কারণে) জাহান্নামে যাবে (যদিও তারা লোক দেখানো নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত সবই আদায় করবে) যে দলের আমল, আক্বীদা, তাফসীর বয়ান তিনি এবং তাঁর সাহাবী رضي الله عنه গণের সাথে মিল থাকবে এমন একটি দল জান্নাতী তথা মুক্তি প্রাপ্ত হবে। *(তিরমিযি ২৬৪১ নং হাদীস ও আবু দাউদ ৪৫৯৭ নং হাদীস, মিশকাত শরীফ ৩০ পৃ. ১৭১ নং হাদীস সহ প্রায় ১০৫টি হাদীসের কিতাব)।*

হুজুর পাক ﷺ উনার চাইতে ভালো চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে আর একজনও ছিলেন না ভবিষ্যতেও আসবেন না। তারপরেও উনাকে ও উনার আসহাব গণকে উনার দুশমনেরা বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিয়েছে এবং প্রত্যেক কাজে বাঁধার সৃষ্টি করেছে। উনার বিরুদ্ধে বয়ান ও শ্লোগান, মিছিল, মিটিং, অবরোধ, ধর্মঘট, লংমাচ, ঘেরাও করেই ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ক্ষ্যান্ত হয়নি- উনাকে পাগল, যাদুকর, ভন্ড, মিথ্যাবাদী বলেও প্রচার করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। তারপরেও লক্ষ দুশমনের মোকাবেলায় মহান আল্লাহ্ পাক উনার খাছ দয়া ও মদদে মাত্র ৩১৩ জন উনার মুহব্বতের (উম্মত) সাহাবীকে নিয়ে শুরু করে তিনি ইসলামের হক্ব-পথকে বলিষ্ঠ ভূমিকায় সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে হক্বানী আলিম ও অলীদের দ্বারা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

প্রমাণিত হলো হক্বের সর্ব বলিষ্ঠ দলীল হচ্ছে- বাত্বিল ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী হক্বের বিরুদ্ধে শ্লোগান, ধর্মঘট, অবরোধ, হরতাল, লংমার্চ সহ বিভিন্ন বাত্বিল অমুসলিমদের তর্জ তরীক্বায় বাঁধার সৃষ্টি করবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক উনার কুদরতি মদদে বাত্বিল গোষ্ঠী বাত্বিলই থাকবে এবং হক্বের সূর্য উদিত হবে মানুষকে হেদায়েতের সঠিক আলোর পথে নিয়ে আসবেই- ইনশা-আল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ পাক তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন- "পাপী বা দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা প্রত্যেক নবী-রসূল عليهم السلام উনাদের শত্রু।"*(পবিত্র সূরা ফুরকান : আয়াত শরীফ ৩১)*

মহান আল্লাহ্ পাক তিনি অন্যত্র আরও ইরশাদ মুবারক করেন- "জ্বীন ও মানুষের মধ্যে যারা শয়তান প্রকৃতির তারাই প্রত্যেক নবী-রসূল عليهم السلام উনাদের শত্রু।" *(পবিত্র সূরা আনআম : আয়াত শরীফ ১১২)*

উপরোক্ত আয়াত শরীফদ্বয় থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো- (১) মানুষ ও জ্বীন জাতির মধ্যে যারা শয়তান প্রকৃতির তারা হযরত নবী-রসূল عليهم السلام উনাদের শত্রুতা বা বিরোধিতাকারী হবে। (২) যেহেতু হযরত নবী-রসূল عليهم السلام উনাদের শত্রু ছিল; সেহেতু হযরত নবী-রসূল عليهم السلام উনাদের ওয়ারিছ হিসেবে আউলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লহি আলাইহিম

উনাদেরও শত্রু থাকবে। (৩) হযরত নবী-রসূল ﷺ ও আউলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনাদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা অবশ্যই দুষ্ট, পাপী এবং শয়তান প্রকৃতির।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে,

مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- নবীজি পাক ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ্ পাক বলেন- যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সঙ্গে দুশমনি করবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবো। *(বুখারী শরীফ: ৬৫০২ নং হাদীস)*

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের চরম শত্রু ইহুদী-খ্রীস্টান-মুশরিক-নাছারা তথা সকল বিধর্মীরা মুসলমানদের ঈমান-আমল-আক্বীদা ধ্বংসের জন্য এই দুষ্ট, পাপী ও শয়তান প্রকৃতির লোকদেরকে ব্যবহার করে থাকে। এদের দ্বারাই আউলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লহি আলাইহিম উনাদের বিরোধিতা করে। যার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে- বগুড়ার 'ঈমান-আক্বীদা সংরক্ষণ কমিটি'র নামে দাজ্জালে কাজ্জাব তথা উলামায়ে ছূ গং। তাই সহীহ্ হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, "ইহুদী-নাছারারা মুসলমানদের ঈমান-আমল ধ্বংস করার জন্য তিন প্রকার লোককে ব্যবহার করে। যথা- ১. বিভ্রান্ত রাজা-বাদশাহ, ২. মুনাফিক মুসলমান, ৩. পথভ্রষ্ট মাওলানা অর্থাৎ উলামায়ে ছূ।" *(কিতাব আল আছার)* এদের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হচ্ছে- গুমরাহ তথা পথভ্রষ্ট মাওলানা, মুফতী, মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিছ, খতীব, ইমাম, আমীর, আল্লামা, ওয়ায়িয অর্থাৎ উলামায়ে ছূ বা ধর্মব্যবসায়ীরা। বর্তমানে উলামায়ে ছূ বা ধর্মব্যবসায়ীদের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে ওহাবী, খারেজী তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পায়, এজিদকে রহমাতুল্লহি আলাইহি বলে, নবীজি পাক ﷺ উনাকে তাদের মত, মাটির মানুষ বলা, মিলাদ-ক্বিয়ামের দুশমনি, হক্বানী অলীদের দুশমনি, হারাম ছবি-ভিডিওকে যায়েজ বলা মুন্সি মৌ-লোভী সহ অনেকেই। এরা শিয়া, রাফিযী, খারিজী, মুতাযিলা, মুরজিয়া, কাদিয়ানী, বাহাইদের মতোই বাত্বিল ফিরক্বার অন্তর্ভূক্ত। কারণ এরা অসংখ্য কুফরী আক্বীদায় বিশ্বাসী এবং শরীয়ত বিরোধী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও হক্বানী অলীদের বিরোধী আমলে মশগুল।

প্রতিনিয়ত এদের মুখোশ উন্মোচন করা হয় বলে এরা **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD.ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** এবং হক্ব অলীদের সম্পর্কে মিথ্যা অপপ্রচার করে থাকে। আর করাটাই স্বাভাবিক। কারণ বাত্বিল পন্থীরা শুরু থেকেই হক্বের বিরোধীতা ও অপপ্রচার করে আসছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত করতেই থাকবে। তাতে হক্বপন্থীদের কোনো সমস্যা নেই। যেহেতু তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

নূরে মুহাম্মাদী ﷺ প্রথম সৃষ্টি

আল্লাহ্ তাআ'লা আসমান-জমিন, লাওহ-কলম, আরশ-কুরসি, জ্বীন-ইনসান, ফেরেশ্‌তা সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে নূরে মুহাম্মাদী (ﷺ) উনাকে সৃষ্টি করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ أَخْبِرْنِيْ عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ فَجَعَلَ ذَالِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِيْ ذَالِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلَا قَلَمٌ وَّلَا عَرْشٌ وَّلَا جَبَلٌ وَّلَا جَنَّةٌ وَّلَا

نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنْسِيٌّ فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَّخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَالِكَ النُّوْرِ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِي اللَّوْحَ وَمِنْ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الأوّل حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمٰوَاتِ وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضِينَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّار، ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ أَجْزَاءٍ، فَخَلَقَ من الأول نور أبصار المؤمنين، ومن الثانى نور قلوبهم ـ و هى المعرفة بالله ـ ومن الثالث نور أنسهم، وهو التوحيد لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ﷺ

অর্থ : আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমাকে বলুন আল্লাহ্ তা'আলা সকল সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন? রাসূল (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন– হে জাবির (رضي الله عنه)! আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির পূর্বে সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী যেখানে ইচ্ছে ভ্রমণ করতে থাকেন। তখন লাওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশ্তা, আসমান, যমিন অর্থাৎ মাটি, পানি, আরশ, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র, সূর্য, জ্বীন, ইনসান কিছুই ছিলনা। অর্থাৎ সৃষ্টি হয় নাই। আল্লাহ তাআ'লা যখন মাখলুক সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন তখন ঐ নূরকে চার ভাগে ভাগ করেন। প্রথমভাগ থেকে কলম দ্বিতীয় ভাগ থেকে লাওহ এবং তৃতীয় ভাগ থেকে আরশ সৃষ্টি করেন। তারপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চারভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আরশ বহনকারী ফেরেশ্তা, দ্বিতীয়ভাগ থেকে কুরসি এবং তৃতীয় ভাগ থেকে অন্যান্য ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেন। আবার ঐ চতুর্থ ভাগকে চারভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আসমান, দ্বিতীয় ভাগ থেকে যমিন তথা মাটি ও পানি এবং তৃতীয় ভাগ থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। চতুর্থ ভাগকে আবার চারভাগ করলেন। প্রথমভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন মুমিনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয়ভাগ দ্বারা তাদের অন্তরের নূর, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর মা'রেফত লাভ করে, চতুর্থ ভাগ দ্বারা সৃষ্টি করলেন তাদের সম্প্রীতি ও ভালোবাসার তা হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ ﷺ।

(সনদ সহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার : ১৩৮ পৃষ্ঠা)

নবীজী পাক ﷺ নূরের সৃষ্টি শ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়ার সংক্ষিপ্ত দলীলসমূহ্ :

সূরা মায়িদার ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন, “নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকটে একটি স্পষ্ট কিতাব (কুরআন) নিয়ে একজন পুরুষ এসেছেন যিনি নূর (এর সৃষ্টি)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবী শ্রেষ্ঠ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنه নবীজির চাচাতো ভাই যার সম্পর্কে হুজুর পাক ﷺ বলেন, ইবনে আব্বাস কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মুফাসসীরীনদের শ্রেষ্ঠ। *(মুসলিম, মিশকাত, মিরকাত ইত্যাদি)* সেই ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতে কারিমার নূর হচ্ছেন রসুলুল্লাহ ﷺ।

-তাফসীর ইবনে আব্বাস, মায়ানিউত তানাযিল ১/৪৪৭, মাদারিকুত তানযিল ১/৪৫৭, আবি সাউদ ৩/১৮ মুয়ালিমুত তানজিল ২/২৮, কবির ১১/১৮৯, মাযহারী ৩/৬৮, জালালাইন ১/৯৭ সহ প্রায় ৩০০টি তাফসীরের কিতাব।

সকল কওমী তাবলিগী ও চরমোনাই পীরের অনুসারীদের বর্তমান মুরুব্বি শাইখুল হাদিস মাও. আযিযুল হক তার অনুদিত বুখারী ৫ম খন্ডের ৩পৃঃ

জাবের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ উল্লেখ করে বলেন, হুজুর পাক ﷺ বলেছেন "সমস্ত সৃষ্টি জগতের পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক আমার নুর মুবারক সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহর কুদরতের আওতায় ঘুরতো সেই সময়ে আসমান, যমিন, মাটি, পানি, আরশ, কুরসী, মানব, দানব কিছুই সৃষ্টি হয় নাই"। *(যুরকানী ১/৪৬, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক, দালায়েলুন নবুয়ত, মাওয়াহেব, মাদারেজুন নবুয়ত সহ ৫০টিরও বেশী হাদীস শরীফের কিতাব)* তাদেরই মুরুব্বী পীর মাও. থানবীর নশরুততীব কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কওমী মৌলভী ইউসুফ লুদইয়ানবী আপকে মাসায়েল কিতাবের ৮৩ পৃ: লিখেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদী ﷺ। আরবীতে যাকে বলা হয় 'আওয়াল' ইংরেজীতে 'At First' বাংলাতে বলা হয় 'সর্ব প্রথম' নূরে মুহাম্মাদী হুজুর পাক ﷺ সৃষ্টি হয়েছেন যার হাজার হাজার বছর পরে মাটি তৈরী হয়েছে। এমন কোনো আয়াত বা হাদীস নেই যেখানে বলা হয়েছে সর্বপ্রথম মাটি তৈরী হয়েছে আর তা দিয়ে হুজুর পাক ﷺ উনাকে তৈরী করা হয়েছে।

হুজুর পাক ﷺ উনাকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতের মাটির তৈরী বলে কওমী মৌ-লোভীরা উনাকে নূরের সৃষ্টি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ অসংখ্য হাদীস শরীফের ভাষায় জান্নাতের মাটি সহ সেখানকার সব কিছুই নূর বিধায় জান্নাতীরা খাবার খেলে প্রসাব-পায়খানা হবেনা এবং স্ত্রী সহবাসে গোসল ফরজ হবে না। তারপরেও হাদীস শরীফে দলীল দিতে হবে যে, সর্বপ্রথম জান্নাত অথবা মাটি তৈরি হয়েছে। তাহলে তিনি দ্বিতীয় সৃষ্টি হবেন। ওহাবি মৌ-লোভী আব্দুল তার পুস্তিকার ১২ পৃষ্ঠায় সেই সত্য কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছে যে "আমরা খেলে প্রসাব-পায়খানা হয় আর হুজুর পাক ﷺ উনার প্রসাব-পায়খানা নূর হয়ে যায়"। জ্ঞানী পাঠক সমাজ! চিন্তা করুন "যার প্রসাব-পায়খানাই নূর তিনি নিজে কি করে মাটি হোন মজার বিষয় তারা হুজুর পাক ﷺ উনাকে নূর অস্বীকার করে মাটি বানাতে চাইলেও নিজেদের মুরুব্বী ও পীরদের নূর বলতে খুশি প্রকাশ করে তারা তাদের কিতাবে তাদের নিজ মুরুব্বী সম্পর্কে তারা লিখেছে "মাও. খলীল আহম্মদ তো নূর ব্যতীত আর কিছুই নন।" *(তাযকিরাতুল খলীল ৩৫৯ পৃ: "তার কি প্রশংসা করবো মানুষের আকৃতিতে তাকে ফেরেশ্তাই তো দেখতে পেলাম"। নাউযুবিল্লাহ। (প্রাগুক্ত ৬০ তাযকিরাতুর রশিদ নামক তাদের লিখিত কিতাব)।*

দু'আ ও যিকিরের ফজিলত

মহান আল্লাহর যিকির এবং উনার নিকট দু'আ করার বিষয়টি পবিত্র কুরআন শরীফ ও সহীহ্ হাদীস শরীফে খুব বেশী উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপ যিকির ও দু'আয় মনোযোগী ব্যক্তিদের মহা পুরষ্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় আয়াত ও হাদীস উল্লিখিত হলো। মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا (الاحزاب: ٣٥)

অর্থ : আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী- আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। *(সূরা আল-আহযাব: ৩৫ নং আয়াত শরীফ)* উক্ত আয়াতের অর্থ ও তাফসীর নিম্নের হাদীস শরীফ দ্বারা স্পষ্ট হয়। গুনাহ্ মুক্ত যিকির ও মিলাদ মাহফিলের লোকদের জন্য রহমতের ফেরেশতারা দু'আ করেন। যেমন-

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ، تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلٰى حَاجَتِكُمْ، فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلٰى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَقُوْلُ : فَأُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ : يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ : فِيهِمْ

فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ : هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর অনেক ফেরেশতা রয়েছে, যারা রাস্তায় ঘোরা-ফিরা করে তাঁকে স্মরণকারীদের সন্ধান করতে থাকে। যখন তারা মহান আল্লাহর যিকিরকারী (স্মরণকারী) সম্প্রদায়কে পেয়ে যায় তখন তারা পরস্পরকে এই বলে আহ্বান করে যে, তোমরা তোমাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে ছুটে এসো। অতঃপর তারা নিজ নিজ ডানা দ্বারা প্রথম আকাশ পর্যন্ত ঘিরে ফেলে। নবীজি পাক (ﷺ) বলেন- তখন মহান আল্লাহ পাক বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রাখছি যে, তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তখন তাদের এক ফেরেশতা বলেন, ও আমার আল্লাহ পাক! তাদের সঙ্গে এমন একজন ছিল, যে তাদের দলের ছিল না, বরং সে নিজ প্রয়োজনে এসেছিল। তখন আল্লাহ পাক বলেন, তারা একই মজলিসের লোক ছিল সুতরাং সে হতভাগা হবে না।

(সহীহ্ বুখারী শরীফ ৬৪০৮, সহীহ্ মুসলিম শরীফ ৪৮৫৪ নং হাদীস শরীফ)

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ـ البقرة: ١٨٦

অর্থ : যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করে, (আপনি বলে দিন) আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহ্বানকারী/দু'আকারী যখন আমাকে আহ্বান করে তথা দু'আ করে আমি তার দু'আ কবুল করি। *(সূরা আল বাক্বারা: ১৮৬ নং আয়াত শরীফ)*

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ـ

অর্থ : মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি সে রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আর সে আমাকে স্মরণ করলে আমি তার সাথে থাকি। অতএব যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে; আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোনো অনুষ্ঠানে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম অনুষ্ঠানে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়; আমি তথা আমার কুদরত তার দিকে দু'হাত এগিয়ে যায়। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তথা আমার কুদরত তার দিকে দৌঁড়ে যায়। *(সহীহ্ বুখারী শরীফ ৭৪০৫ নং হাদীস, সহীহ্ মুসলিম শরীফ ৪৮৩২ নং হাদীস, আধুনিক প্রকাশনী- ৬৮৮৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৯০১)*

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

إِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَ تِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিরানব্বইটি (এক কম একশত) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলোর সুরক্ষা করবে (মুখস্থ, অর্থ জানা ও আমলের মাধ্যমে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(সহীহ্ বুখারী শরীফ ২৫৩১ নং হাদীস, সহীহ্ মুসলিম ৪৮৩৫ নং হাদীস)*

হযরত নু'মান বিন বাশীর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থ : দু'আই তো হচ্ছে ইবাদত। অতঃপর এই আয়াত পাঠ করেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ غافر: ٦٠

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দু'আ করো, আমি তোমাদের দু'আ কবুল করব। *(সূরা মু'মিন : ৬০ নং আয়াত শরীফ)*

হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ۔

অর্থ : মহান আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা উত্তম কোনো বস্তু নেই। *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীসটি হাসান, সহীহ্ তিরমিযী হাদীস নং ২৬৮৪)*

হযরত সালমান ফারসী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ۔

(قال الألباني : حسن صحيح الجامع ـ ٧٦٨٧

অর্থ : দু'আ ছাড়া অন্য কিছু ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। আর সদ্ব্যবহার ছাড়া অন্য কিছু আয়ু বৃদ্ধি করতে পারে না। *(তিরমিযী, হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামি হাদীস নং ৭৬৮৭, ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার : ৪০ পৃষ্ঠা)*

দু'আ কবুলের শর্তাবলী

(১) দরূদ শরীফ পাঠ করা :

দু'আর আগে-পিছে দরূদ শরীফ না পড়লে কোনো দু'আই কবুল হয় না। সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে-

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ» (صحيح رواه)

অর্থ : সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (ﷺ) হযরত উমর ইবনুল খত্তাব (ﷺ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হুজুর পাক (ﷺ) বলেন, দু'আ আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমাদের নবীর উপর দরূদ-সালাম পড়া ছাড়া কোনো দু'আ'ই আসমান পর্যন্ত আরোহন করে না।

(তিরমিযী হাদীস নং ৪৮৬, হাদীসটি সহীহ্)

হাদীস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ: رَسُولَ اللهِ ﷺ: كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. (حسن ، رواه الطبراني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني الجزء الخامس)

অর্থ : হযরত আনাস (ﷺ) বলেন, হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যতক্ষণ নবীজি পাক (ﷺ) উনার উপর দরূদ-সালাম পড়া হবে না ততক্ষণ দু'আ কবুল করা হয় না। *(ত্বাবারানী: ২০৩৫ হাসান)*

এইজন্যই নামাজে সহ জানাযার ২য় তাকবীরে সকল জায়গায় নবীজি পাক (ﷺ) উনার উপর দরূদ শরীফ রয়েছে।

(২) হালাল পানাহার করা এবং হারাম মুক্ত থাকা:

সহীহ্ মুসলিম ১৬৮৬ নং হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔

অর্থ : হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক পবিত্র, তিনি পাক পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আর মহান আল্লাহ পাক ঈমানদারদের সেই নির্দেশই

দিয়েছেন যেই নির্দেশ রাসূলগণ (عليهم السلام) উনাদেরকে দিয়েছেন। তাই তিনি বলেন,

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون ٥١)

অর্থ : হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার করুন, আর সৎ কাজ করুন, আপনারা যা করেন সে সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপে অবগত। *(সূরা আল মু'মিনূন: ৫১ নং আয়াত শরীফ)*

মহান আল্লাহ্ পাক মু'মিনগণকে সম্বোধন করে বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢)

অর্থ : হে মু'মিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলি খেতে থাকো এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে শোকর করতে থাকো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো। *(সূরা আল-বাক্বারা: ১৭২ নং আয়াত শরীফ)*

অতঃপর নবীজি পাক (ﷺ) এমন এক ধরণের মানুষের কথা উল্লেখ করলেন; যে ছিল দীর্ঘ সময়ের সফর অবস্থায়, তার মাথার চুল ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়, (শরীর) ধুলধূসরিত সে আকাশের দিকে দুই হাত উত্তোলন করে, হে আমার পালনকর্তা! হে আমার পালনকর্তা! বলে দু'আয় রত ছিল। কিন্তু তার খাবার ছিল হারাম, তার পানীয় ছিল হারাম, তার পোশাক ছিল হারাম এবং তার লালন-পালন হয়েছিল হারাম দিয়ে। তাহলে এমন লোকের দু'আ কেমন করে কবুল হবে! *(সহীহ্ মুসলিম শরীফ হা/১৬৮৬)*

(০৩) গুনাহ হতে তাওবাহ করা এবং পুনরায় গুনাহ না করায় দৃঢ় সংকল্প হওয়া:

মহান আল্লাহ্ পাক ঐ সমস্ত লোকের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, যাদের জন্য জান্নাত তৈরী করে রাখা হয়েছে:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (آل عمران ١٣٥)

অর্থ : যারা কোনো পাপ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া গুনাহসমূহের ক্ষমাকারী কেই বা আছে। আর তারা জেনে শুনে নিজেদের (পাপ) কাজের পুনরাবৃত্তি করে না। *(সূরা আল- ইমরান: ১৩৫ নং আয়াত শরীফ)*

(০৩) কোনো নিষিদ্ধ বিষয়ে দু'আ না করা:

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ. مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ

অর্থ : বান্দা যদি তাড়াহুড়া না করে তাহলে তার দু'আ সর্বদা কবুল করা হয় যতক্ষণ কোনো গুনাহের কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার দু'আ না করে। *(সহীহ্ মুসলিম হা/৪৯১৮)*

(০৪) দু'আ কবুল হওয়ায় তাড়া না করা:

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

অর্থ : তাড়া না করলে তোমাদের দু'আ কবুল হয়, যেমন মানুষ বলে, আমি দু'আ করলাম কিন্তু তা কবুল হল না।

(বুখারী হা/৬৩৪০, মুসলিম হা/২৭৩৫, সনদ সহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার : ৪২ পৃষ্ঠা)

মুর্শিদী কদমে আজীবন ইস্তেকামত থাকতে চাই-
মুহাম্মাদ তানজিল আল-আমিন

দু'আ কবুলের কতিপয় (আদব) নীতিমালা

(১) অযু অবস্থায় দু'আ করা:

হযরত আবু মূসা আশআরী (ﷺ) বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) একবার পানি চাইলেন এবং অযু করলেন। অতঃপর দুই হাত উত্তোলন করে দু'আ করলেন: হে আল্লাহ পাক! আবু আমির উবাইদকে ক্ষমা করে দিন। সেই সময় আমি নবীজি পাক (ﷺ) উনার বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। *(সহীহ্ বুখারী হা/৫৯০৪)*

(২) ক্বিবলামুখী হয়ে দু'আ করা :

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আনসারী (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى هَذَا الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَدَعَا وَاسْتَسْقَى ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ

অর্থ : নবীজি পাক (ﷺ) ইসতিসক্বার (বৃষ্টি চাওয়া) ছলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে গেলেন। অতঃপর দু'আ করার সময় ক্বিবলামুখী হলেন এবং চাদর উল্টালেন। *(সহীহ্ বুখারী হা/৫৮৬৭)*

(৩) দুই হাত উত্তোলন করে দু'আ করা :

হযরত সালমান ফারসী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا

অর্থ : তোমাদের রব অত্যন্ত লজ্জাশীল ও দয়ালু। বান্দা যখন তাঁর কাছে কিছু চেয়ে হাত ওঠায় তখন তার হাত খালি ফিরিয়ে দিতে (আল্লাহ্ পাক) লজ্জাবোধ করেন। *(সুনানে তিরমিযী: ৩৫৫৬)*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ.) مسلم شريف ج ا صفه ٢٩٣، فتح الملهم ج ٢ صفه ٤٤٢(

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালিক (ﷺ) বলেন, "আমি হুজুর পাক (ﷺ) উনাকে উভয় হাত মোবারক উঠায়ে দু'আ করতে দেখেছি।" *(মুসলিম শরীফ ১ম জিঃ পৃঃ ২৯৩, ফতহুল মুলহিম ২য় জিঃ পৃঃ ৪৪২ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)*

মালিক বিন ইয়াসার আওফী (ﷺ) হতে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا (تحقيق الألباني صحيح : صحيح الجامع ٥٩٣)

অর্থ : যখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে তখন যেন তোমাদের হাতের ভিতর ভাগ দ্বারা তাঁর নিকট দু'আ করো, আর তোমাদের হাতের বাহির ভাগ দ্বারা তাঁর নিকট দু'আ করবে না। *(আবু দাউদ হা/১২৭১, হাদীসটি সহীহ্)*

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে হাফিয ইবনু হাজার রহমাতুল্লহি আলাইহি ইমাম নববীর বরাতে আলিমগণের উক্তি উল্লেখ করেন যে, বিপদ-আপদ দূর করার যে কোনো দু'আ'ই হাতের বাহির ভাগ আসমানের দিকে এবং ভিতর দিক যমীনের দিকে রাখা সুন্নাত। এছাড়া যখন কিছু চাওয়া উদ্দেশ্য হবে তখন হাতের বাহির ভাগ যমীনের দিকে এবং ভিতর ভাগ আসমানের দিকে রাখা সুন্নাত। *(ফাতহুল বারী ২/৫১৮)*

ইতিক্বাফ-এর ফজিলত

সহীহ্ হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, যে ব্যক্তি রমাদ্বন শরীফ-এর শেষ দশ দিন (সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া) ই'তিক্বাফ করবে, আল্লাহ পাক তাকে দুটি হজ্জ ও দুটি ওমরাহ্ করার সমতুল্য ছওয়াব দান করবেন। আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তার পিছনের গুনাহ্খাতা ক্ষমা করে দিবেন। আরো বর্ণিত আছে, প্রতি একদিনের ই'তিক্বাফের বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে তিন

খন্দক দূরে রাখবেন। প্রতি খন্দকের দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা- সুবহানাল্লাহ!

ইতিক্বাফ-এর হুকুম

ই'তিক্বাফ- এর অর্থ হলো- গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা, অবস্থান করা, নিজেকে কোনো স্থানে আবদ্ধ রাখা, কোণায় অবস্থান করা ইত্যাদি।

শরীয়তের পরিভাষায়-রমাদ্বন শরীফ-এর শেষ দশদিন (অর্থাৎ বিশ তারিখ বা'দ আছর একুশ তারিখ মাগরীবের পূর্ব হতে ঈদের বা শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত) দুনিয়াবী যাবতীয় কার্যকলাপ ও পরিবার-পরিজন হতে ভিন্ন হয়ে, আলাদাভাবে পুরুষের জন্য জামে মসজিদে ও মহিলাদের জন্য ঘরে ইবাদত কার্যে মশগুল থাকাকে ই'তিক্বাফ বলে। এক দিন, তিন দিন, পাঁচ দিন এবং সাত দিন ই'তিকাফ করলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে ক্বিফায়া আদায় হবে না। অর্থাৎ ৩০শে রমাদ্বন-এর ১০ দিন কিংবা ২৯ দিনে রমাদ্বন শরীফ মাস হলে ৯ দিনের এক মিনিট কম হলেও সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে ক্বিফায়া আদায় হবে না। ই'তিক্বাফ তিন প্রকার- ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও নফল। যিনি ই'তিক্বাফ করেন তাকে মু'তাক্বিফ বলা হয়।

প্রত্যেক মসজিদে এলাকার তরফ হতে একজন মু'তাক্বিফ হলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউই ই'তিক্বাফ না করে, তাহলে সকলেরই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ তরক্বের গুনাহ হবে।

ই'তিক্বাফের বর্ণনা

اِعْتِكَافٌ ই'তিক্বাফ শব্দের অর্থ হচ্ছে- গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া, অপেক্ষা করা ইত্যাদি। আর এখানে ই'তিক্বাফের অর্থ হচ্ছে রমাদ্বনুল মুবারকের শেষ দশদিন জামে মসজিদে দুনিয়ার মুহব্বত কাজকর্ম ছেড়ে শব-ই ক্বদর তালাশ এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে অবস্থান করা। এটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদায়ে কিফায়া।

ইতিক্বাফের প্রকার

ইতিক্বাফ তিন প্রকার। যথা :

১। ওয়াজিব ইতিক্বাফ যেমন- মান্নতের ইতিক্বাফ, যদি কেউ ইতিক্বাফ করার মান্নত করে তবে তার উপর ইতিক্বাফ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ইতিক্বাফসহ যে কোনো আমলের নিয়ত করলেই তা পালন করা ওয়াজিব হবে। যেমন নামাজ, রোযা ইত্যাদি।

২। সুন্নাত ই'তিক্বাফ যেমন- রমাদ্বনের শেষ দশদিন ইতিক্বাফ করা।

৩। নফল ই'তিক্বাফ যেমন- উপরোক্ত দুই প্রকার ছাড়া যে কোনো সময় ই'তিক্বাফ করার নিয়ত করা।

ই'তিক্বাফের শর্তসমূহ :

১। ই'তিক্বাফে রোজা রাখা ওয়াজিব। রোজা ছাড়া উহা সহীহ্ হবেনা।

২। যে মসজিদে ইমাম- মোয়াজ্জিন নির্দিষ্ট, অর্থাৎ যাকে আমরা জামে মসজিদ বলে থাকি, এমন মসজিদ হতে হবে।

৩। মেয়েরা তাদের ঘরের কোণে ই'তিক্বাফ করবে।

৪। ই'তিক্বাফ কারীকে মুসলমান ও জ্ঞানবান হতে হবে। ৫। ই'তিক্বাফকারীকে জানাবাত ও হায়েজ নেফাছ হতে মুক্ত হতে হবে।

৬। ই'তিক্বাফে মসজিদে দুনিয়াবী গল্প করা যাবে না। মসজিদে দুনিয়াবী গল্প করলে ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। *(তাফ: আহমদী সহ অসংখ্য কিতাব)।*

৭। বাজার ঘাট পেশাগত কাজ, বিড়ি সিগারেট খাওয়া বা কোনো হারাম কাজ করতে পারবে না। তাহলে ই'তিক্বাফ তো হবেইনা বরং আল্লাহ্ পাক উনার সাথে তামাশা করার কারণে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, অজু ছাড়া ইচ্ছা করে নামাজে দাঁড়ালে আল্লাহ্ পাক উনার সাথে উপহাস প্রমাণ হওয়ার জন্য যেমন ছওয়াবের পরিবর্তে ঈমান নষ্ট হবে তেমনি উপরোক্ত শর্তগুলো ব্যতীত বা মান্য না করে কেউ ই'তিক্বাফের দোহায় দিয়ে মসজিদে অবস্থান করলে আল্লাহ্ পাক উনার সাথে উপহাস করা প্রমাণ হওয়ার জন্য ছওয়াব তো দূরের কথা তার ঈমান থাকবে না। *(কিতাব আল আছার, মুছান্নাফ, ইবনি আবি শায়বা, শামী, আলমগীরিসহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস ও ফতওয়ার কিতাব)*

বর্তমানে যেমন তাবলীগ জামাত শর্ত না মেনেই ই'তিক্বাফের দোহায় দিয়ে নিজের বিবির হক্ব বীর্য স্বপ্ন দোষের মাধ্যমে মসজিদে ঢেলে দিয়ে উহাকে নবীয়ানা কাম বলে নবীজি ﷺ উনার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে

কুফরী করে থাকে। আবার কাঁচা রসুন, পিঁয়াজ কাটা বাছা করে মসজিদে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে থাকে অথচ বুখারী ১/১১৮ পৃষ্ঠায় এসেছে কাঁচা পিয়াজ খেয়ে মসজিদের নিকটে যেতে নবীজি ﷺ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ই'তিক্বাফকারীর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ্ :

১। ই'তিক্বাফকারী পায়খানা- পেশাব, অজু- গোসলের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো কারণে এমনকি জানাযার জন্যও মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না।

২। কারো সাথে গল্প করতে পারবে না।

৩। স্ত্রী সহবাস করতে পারবেনা।

৪। মসজিদে যাতে স্বপ্নদোষ না হয় সেদিকে চুড়ান্ত খেয়াল রাখতে হবে।

৫। ই'তিক্বাফ অবস্থায় পবিত্র কুরআন শরীফ পড়া, পড়ানো, দ্বীনি আলোচনা, তাসবীহ তাহ্‌লীল পড়া ভালো। (আলমগীরি)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতি এক দিন ও এক রাত ই'তিক্বাফ কারীদের, ক্বিয়ামতের দিন তাদের ও দোযখের মধ্যে তিনটি খন্দক বা নদী হবে। প্রত্যেক খন্দকের দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা হবে। (সুবহানাল্লাহ) অর্থাৎ রমাদ্বনুল মুবারকের শেষের দশ দিন ইতিক্বাফকারীগণ আল্লাহ্ পাক চান তো জাহান্নামে যাবে না (যদি ঈমানদার হয়)।

ই'তিক্বাফের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ فِىْ هٰذِهِ الْمَسْجِدِ لِلْعِبَادَةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى

বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতুআন আ'তাকিফা ফী হাযিহিল মাসজিদি, লিল ইবাদাতি, ওয়া তাক্বাররুবান ইলাল্লহি তাআ'লা।

বাংলা নিয়ত : আমি ইবাদত করার জন্য এবং আল্লাহ্ পাক উনার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে এই মসজিদে ই'তিক্বাফের নিয়ত করলাম।

ই'তিক্বাফকারী নিজেকে মৃতবত ধারণা করবে। যেন এটাই আমার জীবনের শেষ সময়।

পবিত্র লাইলাতুল ক্বদর-এর ফাযায়িল-ফজিলত ও তার আমলসমূহ :

'লাইলাতুন' শব্দের অর্থ হচ্ছে রাত বা রজনী। আর 'ক্বদর' শব্দের অর্থ হলো মহিমান্বিত বা মর্যাদা মন্ডিত। এ রাতটি আমাদের এ উপমহাদেশে 'শবে ক্বদর' হিসেবে মশহুর। এ রাতটির ফজিলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

অর্থ: "লাইলাতুল ক্বদর হচ্ছে হাজার মাস থেকে উত্তম।" সুবহানাল্লাহ! *(পবিত্র সূরা ক্বদর : আয়াত শরীফ ৩)*

হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَّمَضَانَ

অর্থ: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযুর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, তোমরা পবিত্র রমাদ্বন শরীফের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে শবে ক্বদর বা লাইলাতুল ক্বদর তালাশ করো। *(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)*

শবে ক্বদর দু'আ কবুলের পাঁচ রাত্রির মধ্যে অন্যতম রাত্রি। এই রাত্রিতে বান্দা আল্লাহ পাক উনার কাছে যা আরজি করে আল্লাহ পাক তাকে তাই দিয়ে থাকেন প্রয়োজন অনুসারে। বান্দার সকল দু'আ এ রাত্রিতে আল্লাহ পাক তিনি কবুল করে থাকেন। কেননা আল্লাহ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন:

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ : "তোমরা আমার নিকট দু'আ করো আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো।" *(পবিত্র সুরা মু'মিন, আয়াত শরীফ-৬০)*

তাই প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ-মহিলার দায়িত্ব-কর্তব্য হচ্ছে, রমাদ্বন শরীফের শেষ দশ দিনের প্রতি বিজোড়

রাত্রিতে জাগ্রত থেকে লাইলাতুল ক্বদর বা শবে ক্বদর তালাশ করা। রাত্রিতে জাগ্রত থেকে বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার করে, ইবাদত-বন্দেগীতে কাটানো এবং সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করা। যার মনে যত আরজি রয়েছে তা আল্লাহ পাক উনার দরবারে পেশ করা।

কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক উনার নিকট চায় না বা দু'আ করেনা আল্লাহ্ পাক তার উপর অসন্তুষ্ট হন। *(তিরমিযী শরীফ)* কাজেই সকলের উচিত আল্লাহ্ পাক এবং উনার হাবীব ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির জন্য, ইসলামের উপর, ঈমানের উপর ইস্তিক্বামত থাকার জন্য সর্বোপরি দুনিয়া এবং আখিরাতের সর্বপ্রকার কল্যাণের জন্য অন্তর থেকে দু'আ করা।

অবশ্যই আল্লাহ্ পাক তাকে এই মহিমান্বিত রাত্রির সম্মানার্থে তা দান করবেনই করবেন। এটা আল্লাহ্ পাক উনার ওয়াদা।

বি:দ্র:- ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি ২৭শে রমাদ্বন শরীফের রাত্রিকে অর্থাৎ ২৬ তারিখ দিবাগত রাতকে শবে ক্বদর হিসেবে অধিক সম্ভাব্য বলার কারণে উনার মাযহাবের অনুসারীগণ আমরা যদিও ২৭ তারিখ রাতে বিশেষভাবে শবে ক্বদর তালাশ করে থাকি তবে খাস সুন্নাত হলো পবিত্র রমাদ্বন শরীফের শেষ দশকের প্রত্যেক বিজোড় রাতেই শবে ক্বদর তালাশ করা।

হাজার হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রাত

একদিন নবীজি পাক (ﷺ) বনী ইসরাঈলের জনৈক আবেদ মুজাহিদ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم) উনাদের সামনে আলোচনা করলেন। কারো মতে ঐ ব্যক্তির নাম ছিল শামউন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম দিনে জিহাদ এবং রাতে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলো এবং নিজেদের অল্প বয়সের কারণে এত বেশী ইবাদতের অক্ষমতার জন্য চিন্তিত হলো। তখন আল্লাহ তাদের শান্ত্বনার জন্য এ সূরা নাযিল করে ঘোষণা করেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর (ﷺ) এ একটি রাতের ইবাদত বনী ইসরাঈলের ঐ আবেদের হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। তাফসীরে আযিযীতে আল্লামা আব্দুল আযিয মুহাদ্দিছ দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদিন নবীজি পাক (ﷺ) নিজের উম্মত এবং অন্যান্য নবীগণের উম্মতের বয়সের তুলনা করেন। অন্য নবীর উম্মতগণ দীর্ঘ জীবনের ফলে তারা অনেক আমল করতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে আমার উম্মতের বয়স কম হওয়ার দরুন অন্যদের মত বেশী আমল করতে পারেনা। এ ভাবনায় নবীজি পাক (ﷺ) উনার চেহারা মুবারক মলিন হয়ে উঠে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবিবের সন্তুষ্টির জন্য সূরা ক্বদর নাযিল করে ঘোষণা করলেন যে, আমি আপনার উম্মতের জন্য হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাত শবে ক্বদর উপহার দিয়েছি। যারা পবিত্র শবে ক্বদরের রাত্রিতে ইবাদত-বন্দেগী করবে, তারা হাজার হাজার মাসের চেয়ে উত্তম মর্যাদা পাবে। সুবহানাল্লাহ্!

শবে ক্বদরের নামাজের বিবরণ

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেন-

لَيۡلَةُ الۡقَدۡرِ خَيۡرٌ مِّنۡ اَلۡفِ شَهۡرٍ

লাইলাতুল ক্বদরি খইরুম মিন আলফি শাহরি।

অর্থ : ক্বদরের রাত্রি হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। *(পবিত্র সূরা ক্বদর আয়াত শরীফ-৩)*

অর্থাৎ ক্বদরের রাত্রের ইবাদত এক হাজার মাস ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। (সুবহানাল্লাহ)। (অর্থাৎ-৮৩ বছর ৪ মাসের নামাজ রোযা)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কবর নূরের জ্যোতিতে আলোকিত করতে হলে শবে ক্বদরের রাত্রে জেগে জেগে ইবাদত করো। *(দায়লামী, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক)*

মুর্শিদী কদমে আজীবন ইস্তেকামত থাকতে চাই-
মুহাম্মাদ নুর আলম সিদ্দীকী

১. রমাদ্বন মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাত্রিকে শবে ক্বদর বলা হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমান নারী পুরুষ সারা রাত্র জেগে মহান আল্লাহ্ তাআ'লার ইবাদতে মশগুল থাকে এবং সূরা ক্বদর দ্বারা নামায পড়ে তার জীবনের সকল গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দিবেন।

২. যে ব্যক্তি পূর্ণ পবিত্রতার সাথে বিসমিল্লাহ সহ নির্দিষ্ট জায়গায় বসে প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় সাতবার সূরা ক্বদর পাঠ করে, সে ব্যক্তি সকলের নিকট সম্মান লাভ করবে।

৩. হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত নামাযে দাঁড়িয়ে শেষ করে তার পিছনের সকল গুনাহরাশি মাফ করে দেয়া হয়। *(বুখারী শরীফ)*

শবে ক্বদরের নামাজের নিয়ম

শবে ক্বদরের নামাজের জন্য বাঁধা ধরা নিয়ম নেই তবে এ রাত্রে জেগে জেগে নফল নামাজ, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, দরুদ শরীফ, ইত্যাদি পাঠে রত থাকাই একান্ত কতর্ব্য। (অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে রাত্রি যাপন করতে হবে ফজর পর্যন্ত)

তবে এই রাত্রে সাধারণ ও সংক্ষেপ নিয়ম এই যে, দুই রাকাআত করে নিয়ত করে প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা ক্বদর এবং দ্বিতীয় রাকাআতে ফাতেহার পরে সূরা ইখলাস তিন বার পাঠ করবে। এই রূপে ৪ রাকাত পর পর মুনাজাত করবে। এই নিয়মেই সাধ্যমত নামাজ পড়বে। তিনবার সূরা ইখলাস পড়লে এক খতম কুরআন শরীফের ছওয়াব হবে। *(মুছান্নাফ, মুসতাদরিক)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ক্বদর তিনবার এবং সূরা ইখলাস ৫০ বার করে পাঠ করবে ৪ রাকাত নামাজ পড়ে দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করবে তার দোয়া আল্লাহ্ পাক কবুল করবেন। *(দারেমী, দারেকুতনী, মুছান্নাফ)*

ক্বদরের নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ اللَّيْلَةِ الْقَدْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতুআন উছল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রকাআ'তাই ছলাতিল লাইলাতিল ক্বদ্‌রি সুন্নাতু রসূলিল্লাহি তাআ'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

সূরা ক্বদর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

বাংলা উচ্চারণ : ইন্না-আংযালনাহু ফি-লাইলাতিল ক্বদ্‌রি। ওয়া মা আদ্‌রোকামা লাইলাতুল ক্বদরি। লাইলাতুল ক্বদরি খইরুম মিন্ আলফি শাহ্‌রি। তানায্‌যালুল মালায়িকাতু ওয়াররুহু ফিহা বিইযনি রব্বিহিম মিংকুল্লি আমরি। সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাঈ'ল ফাজ্‌রি।

অর্থ : অসীম দয়ালু দাতা মহান আল্লাহ্ পাক উনার নামে শুরু করছি।

আমি তা (কুরআন শরীফকে) নাযিল করেছি শবে-ক্বদরে। শবে ক্বদর সম্বন্ধে আপনি জানেন কি? শবে ক্বদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহু অবর্তীণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্। সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা, আমি সৌদি আরবের রিয়াদ শহর থেকে নিয়মিত লাইভে যুক্ত থাকি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন-
মুহাম্মাদ মাহবুব হোসেন শান্ত, সৌদি প্রবাসী।

লাইলাতুল ক্বদর এবং শব-ই-বরাতের আমলসমূহ :

সুন্নাত-নফল অনেক আমলই করা যায়। তবে বিশেষভাবে কয়েকটি আমল করা উচিত। তা হলো:

১. লাইলাতুল ক্বদর ও শবে বরাতের রাতের নিয়তে ৪/৬/৮/১২ ও ১৪ রাকাআত নামায পড়া।
২. দরূদ শরীফ পাঠ করা।
৩. ছলাতুত তাসবীহ-এর নামায আদায় করা।
৪. যিকির-আযকার করা।
৫. কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।
৬. তাহাজ্জুদের নামায পড়া।
৭. বেশি বেশি তওবা ইস্তিগফার এবং মুনাজাত করা। আল্লাহ পাক উনার কাছে রোনাজারি করে কান্নাকাটি করা।
৮. মীলাদ শরীফ, ক্বিয়াম শরীফ পাঠ করত: দু'আ-মুনাজাত করা।
৯. রাত্রি জাগরণ করে ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেওয়া।

صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ
দুই ঈদের নামাজের বিবরণ
ঈদুল ফিতর

রমাদ্বনুল মুবারক শেষ হলে শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে সূর্য দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এই নামাজ পড়া হয়। অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সাথে এই নামাজ পড়তে হয়। ইহা ওয়াজিব। এই নামাজ মোট ২ রাকআত। ইহা বিনা আজান ও ইক্বামতে পড়তে হয়। এই নামাজের শেষে ইমাম দু'টি খুৎবা পড়বে ১ম খুৎবায় ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুৎবায় ৭বার তাকবীর বলবে। ১ম খুৎবা পড়ার পর কিছু সময়ের জন্য বসবে তৎপর ২য় খুৎবা পাঠ করে দোয়া ও মুনাজাত করবে।

ঈদের দিনের তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লহু আকবার আল্লহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লহু ওয়াল্লহু আকবার আল্লহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।

অর্থ : আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ পাক ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, তাঁরই প্রশংসা। এই তাক্ববীরকে তাক্ববীরে তাশরীক বলে।

ঈদুল ফিতরের দিনে যা যা সুন্নাত

১। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা।
২। মেসওয়াক করা।
৩। গোসল করা।
৪। উত্তম পোশাকে শরীয়ত সম্মতভাবে সুসজ্জিত হওয়া।
৫। খুশবু তথা আতর লাগানো। ঈদগাহে যাওয়ার আগে বেজোড় সংখ্যক খোরমা বা মিষ্টান্ন দ্রব্য আহার করা।
৬। ঈদগাহে যাওয়ার আগে ফেত্‌রা আদায় করা।
৭। ঈদের নামাজ খোলা মাঠে অথবা মসজিদে আদায় করা।
৮। পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া।
৯। এক রাস্তায় যাওয়া, অন্য রাস্তায় আসা।
১০। ঈদগাহে যেতে-আসতে ধীরে ধীরে তাকবীর বলা।

ফিতরা আদায়ের হুকুম-আহকাম

ঈদুল ফিতর-এর দিন মালিকে নিছাব-এর উপর শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাপে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে ঈদুল ফিতর-এর দিন নামাযের পূর্বেই ফিতরা আদায় করা। কেননা নামাযের পূর্বে আদায় করাই খাছ সুন্নাত এবং অধিক ফজিলতের কারণ। ছদাক্বাতুল ফিতর আদায় না করলে রোযাসমূহ্ আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুঁলে থাকে। রোযার মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ছদাক্বাতুল ফিতর আদায় না করলে রোযা সমূহ্ আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুঁলে থাকে। রোযার মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে ছদাক্বাতুল ফিতর আদায়ের দ্বারা তা দূর হয়ে যায়। কবর আজাব মাফ হয় এবং মৃত্যুর সময় কলেমা নছিব হয়।

ফিতরার পরিমাণ

যাদের উপর ছদাক্বাতুল ফিতর ওয়াজিব অর্থাৎ ঈদের ছুবহি ছাদিক্বের সময় যাদের নিকট নিছাব পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এর সমপরিমাণ মূল্য) সম্পদ থাকে তাদের প্রত্যেককেই মাথাপিছু নিজ নিজ এলাকা অনুযায়ী "১ সের সাড়ে ১২ ছটাক বা ১৬৫৭ গ্রাম আটা বা এর সমপরিমাণ মূল্য দান করতে হবে।

ঈদুল ফিতর-এর রাত্রির আমল

সহীহ্ হাদীস শরীফ-এর মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, পাঁচ মহিমান্বিত রাত্রিতে বিশেষভাবে দু'আ কবুল হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি রাত্রি হচ্ছে ঈদুল ফিতর-এর রাত্রি অর্থাৎ আমাদের দেশে যে রাত চাঁদ রাত হিসেবে পরিচিত সেই রাত্রি। কাজেই এই রাত্রিতে সকলের উচিত বিশেষভাবে তওবা-ইস্তিফার করা, ইবাদত বন্দেগী করা। অনুরূপ ঈদুল আদ্বহার রাত, রজবের প্রথম রাত এবং শবে বরাত ও শবে ক্বদরের রাত এই পাঁচ রাতে দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

ঈদুর ফিতর-এর হুকুম আহকাম

ঈদ অর্থ খুশি, আনন্দ। পবিত্র রমাদ্বন শরীফ-এর এক মাস রোযার পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ কুল-মুসলিমের জন্য খুশির দিন হিসেবে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব ﷺ হাদিয়া করেছেন।

সর্বপ্রথম ফজর নামাযের পর গোসল করে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরে আতর-সুরমা মেখে খুব সকাল সকাল ঈদগাহে ঈদুল ফিতর-এর দু'রাকাআত নামায আদায় করার মধ্য দিয়েই এই ঈদ শুরু হয়। নামায শেষে মুছাফাহা-মু'আনাকা করে পরস্পরে কুশল বিনিময় করে, যাথাসাধ্য ভালো খাদ্য খেয়ে এদিন মু'মিন-মুসলমানগণ ঈদ উদযাপন করে থাকেন। ঈদুল ফিতরের দিন বিজোড় সংখ্যক খুরমা-খেজুর খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া, তাকবীর বলতে বলতে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং ফিরার সময় অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফেরা খাস সুন্নাত।

সহীহ্ হাদীস শরীফে রয়েছে, ঈদুল ফিতর-এর নামায আদায় করে ফিরার পথে ফিরেশতাগণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে রোযা পালনকারীকে এই বলে ইস্তিক্বাল জানাতে থাকেন যে, "হে আল্লাহ পাক উনার বান্দা! আপনাদেরকে ক্ষমা করা হলো। আপনাদের গুনাহ্খাতা মাফ করা হলো। আপনাদেরকে কবুল করা হলো।" সুবহানাল্লাহ! *(মুসলিম, তিরমিযী)*

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ১২ তাকবীর নয়- ৬ তাকবীরই সুন্নাত :

ঈদ মুসলমানদের একটি পবিত্র ধর্মীয় মহোৎসব। ঈদের মহান দিবসে মুসলমানগণ পরস্পর ভেদাভেদ ভুলে, ইসলামের সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, মাঠে-ময়দানে অথবা মসজিদের চত্বরে সমবেত হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। ঈদের অনুষ্ঠান মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনার এক সুমহান নিদর্শন।

ঈদের নামাযের নিয়ম-কানুন অন্যান্য নামায হতে একটু আলাদা। দুই রাকাত নামাযে ছয় বার অতিরিক্ত তাকবীর বলতে হয়। তাকবীরে তাহ্রীমার পর সূরা ফাতিহা শুরু করার পূর্বে প্রথম রাকাতে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে ক্বিরাত শেষ করার পর রুকু করার পূর্বে তিন তাকবীর বলতে হয়। ঈদের নামাযে এইরূপে অতিরিক্ত ছয়বার তাকবীর বলা ওয়াজিব।

রসূল ﷺ ও সাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম অনুরূপভাবে ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়তেন।

একাধিক সহীহ্ হাদীসগ্রন্থে বহু হাদীস শরীফ এটার প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান। এইজন্যই হানাফীগণ ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায আদায় করে থাকেন।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرِهٖ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَّقَ رواه ابو داؤد

(مشکواة صـ ١٢٦ باب صلواة العيدين)

(১-৫) অর্থ : হযরত সাঈদ ইবনুল আস রহমাতুল্লহি আলাইহি হতে বর্ণিত- তিনি বলেছেন, আমি আবু মূসা رضي الله عنه ও হুযায়ফা رضي الله عنه উনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঈদুল আদ্বহা ও ঈদুল ফিতরের নামাযে রসূল ﷺ কিরূপে তাকবীর বলতেন? অতঃপর হযরত আবু মূসা رضي الله عنه বললেন, জানাযার তাকবীরের ন্যায় (তাকবীরে তাহ্‌রীমাসহ) চারবার তাকবীর বলতেন। তখন হযরত হুযায়ফা رضي الله عنه বললেন, হযরত আবু মূসা رضي الله عنه সত্য কথাই বলেছেন। এই হাদীস ইমাম আবু-দাউদ, বাবু ছলাতুল ঈদাইনে বর্ণনা করেছেন। *(মিশকাত ১২৬ পৃ., মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত ইত্যাদি)*

رُوِىَ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه اَنَّهٗ قَالَ فِىْ التَّكْبِيْرِ فِىْ الْعِيْدَيْنِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ فِىْ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاْءَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ يَبْدَاُ بِالْقِرَاْءَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا مَعَ تَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ وَقَدْ رَوٰى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا وَهُوَ قَوْلُ اَهْلُ الْكُوْفَةِ وَبِه يَقُوْلُ سُفْيَانِ الثَّوْرِىُّ

(ترمذى ص٧٠ ج١)

(৬-৮) অর্থ : হযরত ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত- তিনি উভয় ঈদের নামাযে নয় তাকবীরের কথা বলেছেন। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও রূকুর তাকবীরসহ মোট পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীরসহ ক্বিরাতের পর মোট চার তাকবীর। অর্থাৎ তাকবীরে তাহ্‌রীমার এক তাকবীর এবং দুই রুকুর দুই তাকবীরসহ মোট নয় তাকবীর বলতেন। এই তিন তাকবীর ব্যতীত ঈদের নামাযে মাত্র ছয় তাকবীর অতিরিক্ত বলতেন। রসূল ﷺ উনার একাধিক সাহাবা رضي الله عنه হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। এটাই কুফাবাসীদের অভিমত এবং হযরত সুফিয়ান সাওরীও অনুরূপ কথাই বলেছেন। *(তিরমিযী ১ম খন্ড ৭০ পৃ., মুসনাদ, মুসান্নাফ ইত্যাদি)*

قَالَ مُحَمَّدٌ فِىْ مُؤَطَّا قَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِىْ التَّكْبِيْرِ فِىْ الْعِيْدَيْنِ فَمَا اَخَذْتُ بِه فَهُوَ حَسَنٌ وَاَفْضَلُ ذٰالِكَ مَارَوٰى اِبْنُ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ عِيْدٍ تِسْعًا خَمْسًا وَاَرْبَعًا فِيْهِنَّ تَكْبِيْرَةُ الْاِفْتِتَاحِ وَتَكْبِيْرَةُ الرُّكُوْعِ وَيُوَالِى بَيْنَ الْقِرَاتَيْنِ وَيُؤَخِّرُهَا فِىْ الْاَوَّلِ وَيُقَدِّمُهَا فِى الثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ

(كذا فى حاشئة الترمذى ص٧٠ ج١)

(৯-১৪) অর্থ : ইমাম মুহাম্মাদ রহমতুল্লহি আলাইহি মুআত্তা নামক সহীহ্ হাদীসের কিতাবে বলেছেন- দুই ঈদের তাকবীর সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মতভেদ আছে। আমি যে অভিমত গ্রহণ করেছি তাই উত্তম। হযরত ইবনে মাসউদ رضي الله عنه হতে বর্ণিত- তিনি প্রত্যেক ঈদের নামাযে নয় তাকবীর বলেন। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুসহ পাঁচ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে চার তাকবীর। তাকবীরে তাহ্‌রীমা এবং রুকুর তাকবীরসহ এই নয় তাকবীর। হযরত ইবনে মাসউদ رضي الله عنه প্রথম রাকাতের প্রথমে এবং দ্বিতীয় রাকাতের শেষে তাকবীর বলতেন। আর তিনি প্রথম রাকাতে তাকবীরের পর এবং দ্বিতীয় রাকাতে তাকবীরের আগে ক্বিরাত পড়তেন। সহীহ্ হাদীস শরীফের ভিত্তিতে প্রমাণিত সাহাবা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এই প্রসিদ্ধ মতটিই ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি এর অভিমত। *(মুআত্তা, হাশিয়া, তিরমীযি ১ম খন্ড-৭০ পৃ, মিরকাত, লুমআত, মুসনাদ, মুসান্নাফ ইত্যাদি)*

وَفِى الْحَاشِئَةِ لِاَبِىْ دَاؤُدَ (ص ١١٤ ج ١) وَمِنْهَا فِىْ الْاُوْلٰى ثَلَاثٍ بَعْدَ تَكْبِيْرَةِ الْاِحْرَامِ وَفِى الثَّانِيَةِ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْقِرَاْءَةِ وَهُوَ رَوٰى عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ

مُوْسٰى اَبِىْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىْ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِى وَاَبِىْ حَنِيْفَةَ

(১৫-২৩) অর্থ : সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদের (১ম খন্ড ১১৪ পৃ.) হাশিয়ায় আছে ঈদের নামাযের তাকবীর সম্বন্ধে এটি একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। তাকবীরে তাহ্রীমার পর প্রথম রাকাতে তিন তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে ক্বিরাতের পর তিন তাকবীর। হযরত ইবনে মাসউদ, আবু মূসা ও আবু মাসউদ আনসারী ﷺ হতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে প্রমাণিত সাহাবী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এই প্রসিদ্ধ মতটিই সুফিয়ান সাওরী রহমতুল্লহি আলাইহি ও ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লহি আলাইহি গ্রহণ করেছেন। (আবু দাউদ ১ম খন্ড-১১৪ পৃ.)

وَفِىْ شَرْحِ مَعَانِى الْاٰثَارِ (ص ٣٣٣ ج ٢) اِنَّ الْقَاسِمَ اَبَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِىْ حَدِيْثِه قَالَ حَدَّثَنِى بَعْضَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِه حِيْنَ الصَّرْفِ فَقَالَ لَاتَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِه وَقَبَضَ اَبْهَامِه قَالَ اَبُوْ جَعْفَرَ فَاحْتَمَلَ بِاَنْ يَّكُوْنَ الْاَرْبَعَ سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ

অর্থ : 'শরহে মা' আনিল আছার' গ্রন্থে (২য় খন্ড ৩৩৩ পৃ.) আছে আবু আব্দুর রহমান কাসিম বলেছেন- রসূল ﷺ উনার বেশ কিছু সাহাবী ﷺ আমার নিকট হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন- একদিন নবীজি পাক ﷺ আমাদের সাথে ঈদের সলাত আদায় করলেন। উভয় রাকাতেই নবীজি পাক ﷺ চার তাকবীর বললেন। সলাত শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন তোমরা ভুলে যেও না, ঈদের সলাতের তাকবীর জানাযার সলাতের তাকবীরের ন্যায়। এরপর রসূল ﷺ চার আঙ্গুলীর দিকে ঈঙ্গিত করেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করে ফেলেন। আবু জাফর বলেছেন- প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহ্রীমা ব্যতীত এই চার তাকবীর ছিল।

আমাদের দেশে আহ্লে হাদীস দাবীদার আসলে ওহাবী মাযহাবের ভাইয়েরা ঈদের নামায বারো তাকবীরের সাথে আদায় করে থাকেন। অবশ্য হযরত কাছির ইবনে লাহিয়া মতান্তরে কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত একটি হাদীসে বারো তাকবীরের কথা উল্লেখ দেখা যায়। এই হাদীসটি তাদের একমাত্র সম্বল। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দ্বঈফ দুর্বল হাদীস। কাজেই হানাফীগণ এই দুর্বল হাদীসের তোয়াক্কা না করে উপরিউল্লিখিত সহীহ্ হাদীস সমূহের অবলম্বনে ঈদের সলাত ছয় তাকবীরের সাথে আদায় করেন। তদুপরি কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ্-এর প্রসিদ্ধ ছাত্র বলেন যে, এই হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই সাড়া জীবন ছয় তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়েছেন। (কিতাব আল আছার, তাহযিবুত তাহযীব ৪/৫৮৩ পৃ. ইত্যাদি) হাদীসের উছুল হচ্ছে হাদীস বর্ণনাকারীর আমলের হাদীসের উপর আমল করতে হবে। যদি বর্ণিত হাদীস বর্ণনাকারী নিজেই আমল না করেন তবে বুঝা যাবে যে উক্ত হাদীসের হুকুম অন্য হাদীসের দ্বারা রহিত হয়েছে।

وَفِىْ شَرْحِ مَعَانِى الْاٰثَارِ (صـ ٣٣٣ ج ٢) وَحَدِيْثُ الدَّالِ عَلٰى ثِنْتَيْنِ عَشَرَةِ تَكْبِيْرَةِ اِنَّمَا يَدُوْرُ عَلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لَيْسَ عِنْدَهُمْ بِالَّذِى يَحْتَجُّ بِرِوَايَتِه وَاَمَّا حَدِيْثُ اِبْنَ لَهِيَةَ مُضْطَرِبٌ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ صَاحِبُ الْحَدِيْثِ هُوَ مَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ عَقِيْلٍ وَمَرَّةً عَنْ خَالِدٍ مَرَّةً عَنْ اَبِىْ الْاَسْوَدِ وَحَدِيْثُ فِيْهِ عَبْدُ اللهِ اِبْنِ عَامِرٍ وَهُوَ عِنْدَ هُمْ ضَعِيْفٌ

অর্থ : 'শরহে মা' আনিল আছার গ্রন্থে *(২য় খন্ড ৩৩৩ পৃ.)* আছে- বারো তাকবীর সম্বলিত হাদীসের ২ জন বর্ণনাকারী (রাবী) হলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুর রহমান এবং ইবনে লাহিয়া তাঁরা মুহাদ্দিসগণের নিকট এমন

বিশুদ্ধ ব্যক্তি নন- যাদের বর্ণিত হাদীসটিও ইতস্তত লন্ডভন্ড ও অবিন্যস্ত(مضطرب)। মুহাদ্দিসগণের নিকট ইবনে লাহিয়া একজন দুর্বল বর্ণনাকারী (রাবী) বলে পরিচিত। ইবনে লাহিয়া কখনো আকিল থেকে, কখনো খালিদ থেকে, আবার কখনো আবুল আসওয়াদ থেকে রিওয়ায়েত করেন। উক্ত হাদীসে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমির নামে একজন বর্ণনাকারী (রাবী) আছেন- যিনি মুহাদ্দিসগণের নিকট দ্বঈফ বলে বিবেচিত। যাকে অনেকেই দাজ্জাল ও কাযযাব বলেছেন। *(তাহযিব ৪/৫৮৩ পৃ:, মুসনাদ, মুসান্নাফ, কিতাব আল আছার ইত্যাদি)*

উল্লিখিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বারো তাকবীরের হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল বা দ্বঈফ বিধায় এটি আমলে পরিত্যাজ্য। সুতরাং এটির প্রতি আমল করার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত পদ্ধতির আমল পরিত্যাগ করে দ্বঈফ অনুসারে আমল করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তারা ওহাবী মতবাদী দলীয় স্বার্থে জিদ করে দুর্বল হাদীস মেনে থাকে। ১২ তাকবিরের হাদীস বর্ণনাকারী কাছির ইবনে আব্দুল্লাহ ও ইবনে লাহিয়া সম্পর্কে সকল মুহাদ্দিস একমত যে সেই বর্ণনাকারী ছিল দাজ্জাল ও কাযযাব ইত্যাদি। সুতরাং তার বর্ণিত হাদীস নিঃসন্দেহে জাল দ্বয়ীফ। এটিই ওহাবীরা ১২ তাকবীরের দলীল হিসাবে গ্রহণ করে। ইবনে হাজার রহমাতুল্লহি আলাইহি লিখিত প্রসিদ্ধ কিতাব তাহযিবুত তাহ্যিব ৪/৫৮৩ পৃ.। ওহাবীদের তথাকথিত পীর শায়েখ মুহম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর লিখিত "কিতাবুত তাওহীদ" বই ওহাবী-লা- মাযহাবী মৌ-লোভীরাই প্রায় ৩২-৫০টি হাদীস জাল ও মাওজু প্রমাণ করেছে। *(ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড ৩৮৮ পৃষ্ঠা)*

ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের নিয়ম

এ দিন সূর্যোদয়ের পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্বে জামাআতের সাথে অতিরিক্ত ছয় তাকবীরসহ দু'রাকাআত নামায আদায় করা ওয়াজিব। ঈদের নামাযে খুৎবা পাঠ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলার নিয়ম হলো, প্রথম রাকাআতে তাকবীরে তাহরীমার পর তিন বার আল্লাহু আকবার বলে প্রথম দু'বার হাত ছেড়ে দিবে অত:পর তৃতীয় তাকবীরে হাত বেঁধে যথারীতি প্রথম রাকাআত আদায় করবে। দ্বিতীয় রাকাআতে যথারীতি সূরা-ক্বিরাআত আদায় করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিন তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক তাকবীরেই হাত ছেড়ে দিবে। চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে। এরপর যথারীতি নামায শেষ করবে।

ঈদুল ফিতর নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكَعَتَيْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তাআ'লা রকআ'তাই ছলাতিল-ঈ-দিল ফিত্‌রি মাআ ছিত্তাতি তাকবী-রো-তি ওয়াজি বিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

বিঃ দ্রঃ- ইমাম ওয়াজিবিল্লাহি 'তায়ালা' শব্দের পরে ইমামতের নিয়ত করবে, আর মোক্তাদীগণ ইক্বতেদার নিয়ত করবে, যা 'ফজরের' নামাজের 'ফরজে' বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা নিয়ত : মোক্তাদীদের জন্য- মোক্তাদীগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বে বলবে- আমি ক্বিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পিছনে ছয় তাকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের দু'রাকাআত ওয়াজিব নামাজ পড়ছি। ঈদুল আদ্বহার নামাজে "ঈদুল ফিতরের" স্থলে ঈদুল আদ্বহা বলবে।

ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ার নিয়ম

নিয়ত করার পর, ইমাম ও মোক্তাদী সকলে তাহরীমা বাঁধবে। অর্থাৎ 'আল্লহু আকবার' বলে কানের লতি পর্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুলী স্পর্শ করে হাত উঠায়ে নাভীর নিচে বাঁধবে। তৎপর ছানা পড়বে। ছানার পর পরই তিন বার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। তিন বারই কান পর্যন্ত হাত উঠাবে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বার তাকবীর বলে হাত না বেঁধে ছেড়ে দিবে। আর তৃতীয় বার তাকবীর বলে হাত বাঁধবে। তৎপর ইমাম সাহেব সূরা

ফাতিহা এবং অন্য কোনো সূরা পড়বে। এরপর ইমামের সাথে সকলে রুকু সেজদা করবে। সেজদার পর সকলে উঠে দাঁড়াবে।

এবার দ্বিতীয় রাকাআত : দ্বিতীয় রাকাআতেও ইমাম সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়বে, তারপর রুকুর পূর্বে ইমামের সাথে সকলেই তিনবার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে, তিনবারই কানের লতি স্পর্শ পর্যন্ত হাত উঠায়ে ছেড়ে দিবে, হাত বাঁধবেনা। চতুর্থ বারে তাকবীর বলে সকলেই রুকু করবে তৎপর সেজদা করে উঠে বসবে। বসে সকলেই তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু দরুদ শরীফ, দোয়া মাছুরা পড়বে, অতঃপর ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করবে। এরপর ইমাম দু'টি খুৎবা দিবে মুছল্লিগণ সকলে মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে। তৎপর দোয়া কালাম ও মিলাদ ক্বিয়াম শরীফ পড়ে মুনাজাত করবে। *(তুরিকুল ইসলাম, মুজাহিরে হক্বসহ অসংখ্য নির্ভরযোগ্য কিতাব)*

اَلزَّكٰوةَ

যাকাতের বিবরণ

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেন-

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةِ

তোমরা নামাজ আদায় করো এবং যাকাত দাও।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে ঈমান ও সলাতের পরই যাকাতের স্থান। যাকাত দিলে আল্লাহপাক তাদের সম্পদে বরকত দান করেন। ফলে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কারণ যাকাত শব্দের অর্থই বৃদ্ধি।

যাকাত দেওয়ার পরিমাণ

নিসাব পরিমাণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। এ হিসাবে প্রতি একশত টাকায় যাকাত হয় (আড়াই) টাকা। (প্রতি হাজারে ২৫ টাকা মাত্র)।

যাকাত দেওয়ার খাত : সবাইকে যাকাত দিলে তা আদায় হবে না, শুধু মাত্র ৮ শ্রেণীর লোককে যাকাত দিতে হবে।

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ

১। অভাবগ্রস্ত, ২। সম্বলহীন, ৩। ইসলামে দাখেল হতে পারে এমন সম্ভবনা প্রবণ (বিধর্মী) ব্যক্তি, ৪। মুক্তিকামী দাস, ৫। ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি, ৬। অসহায় প্রবাসী বা পথিক, ৭। আল্লাহর পথে অর্থাৎ ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, ৮। যাকাত আদায়কারী কর্মচারীবৃন্দ। (পবিত্র সূরা নিসা : ৬০ নং আয়াত শরীফ) যাকাত দিলে আল্লাহ্ পাক খুশী হন, মাল পাক হয় এবং বৃদ্ধি হয়। ধনী ও গরীবের মাঝে বৈষম্য দূর হয়। আর যাকাত না দিলে ইহার বিপরীত। অতএব সকল মালদার ব্যক্তিদের পুংখানুপূংখ হিসাব করে যাকাত দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

যাকাতের আহকাম ও মাসায়িল

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের তৃতীয় হচ্ছে যাকাত। যাকাত আর্থিক ইবাদত সমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রত্যেক ধনী মুসলমানের উপর যাকাত আদায় করা ফরয। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

অর্থ : "আপনি তাদের সম্পদ হতে ছদক্বা (যাকাত) গ্রহণ করবেন। এর দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র ও ইছলাহ করবেন। আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। নিশ্চয়ই আপনার দু'আ তাদের জন্য পরম প্রশান্তির কারণ।" *(সূরা তওবা-১০৩)*

যাকাত না দেয়ার পরিণতি

যাকাত আদায় না করার পরিণতি সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "হযরত উমর ইবনুল খত্তাব رضي الله عنه বর্ণনা করেন- হুযুর পাক ﷺ তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, স্থলে এবং পানিতে যেখানেই কোনো সম্পদ ধ্বংস হয়, তা হয় কেবল যাকাত আদায় না করার কারণে।" *(তাবারানী শরীফ)*

হাদীস শরীফে আরো ইরশাদ মুবারক হয়েছে, "যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করেনা।, তার নামায কবুল হয়না।" *(বুখারী শরীফ)*

যাকাত এর সংজ্ঞা

যাকাত শব্দটি আরবী। অর্থ পবিত্রতা বা বৃদ্ধি। শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হলো কোনো মুসলমান স্বাধীন বালেগ বালেগাহ-এর নিকট হাওয়ায়েজে আছলিয়াহ বা নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল-সামানা, বাদ দিয়ে কর্জ ব্যতীত নিজ মালিকানাধীনে সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে ৫২ ভরি রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য যদি পূর্ণ এক বছর থাকে তবে শতকরা ২.৫ তথা ২১/২ টাকা যাকাতের নিয়তে আল্লাহ্ পাক এবং উনার হাবীব হুযুর পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক যাকাত গ্রহণের উপযোগী কোনো মুসলমানের অধিকারে দিয়ে দেয়া।

এ স্থলে দাতা গ্রহীতা থেকে বিনিময়স্বরূপ কোনো ফায়দা হাছিল করতে পারবে না। কোনো সুবিধা হাছিল করলে বা হাসিলের আশা রাখলে তার যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত এর নিছাব

নিছাব বলা হয় শরীয়তের নির্ধারিত আর্থিক নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে অর্থাৎ কোনো মুসলমান স্বাধীন বালেগ বালেগাহ-এর নিকট হাওয়ায়েজে আছলিয়াহ বা নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল-সামানা, বাদ দিয়ে কর্জ ব্যতীত নিজ মালিকানাধীন সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে ৫২ ভরি রৌপ্য বা তার সমপরিমাণ মূল্য পূর্ণ এক বছর থাকা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় একেই 'নিছাবে' বলে। মালের প্রকৃত ধরণ অনুযায়ী বিভিন্ন মালের নিছাব বিভিন্ন।

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

নিম্ন বর্ণিত দশ প্রকার গুণ সম্পন্ন লোকের উপর যাকাত ফরয- (১) মুসলমান হওয়া, (২) বালেগ হওয়া, (৩) জ্ঞানবান হওয়া, (৪) স্বাধীন হওয়া, (৫) নিছাব পরিমান মালের পূর্ণ মালিক হওয়া।

(৬) যাকাতের মালের পূর্ণ মালিকানা থাকা।

(৭) নিছাব পরিমান মাল হাওয়ায়েজে আছলিয়ার অতিরিক্ত হওয়া।

(৮) নিছাব কর্যমুক্ত হওয়া (৯) মাল বর্ধনশীল হওয়া ।

(১০) নিছাবের মালের বৎসর শেষ হওয়া।

(দলীলসমূহ: আলমগীরী, আইনুল হিদায়া, রাহরুর রায়িক, ফতওয়ায়ে আমিনীয়া, বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি।)

যে সব খাতে যাকাত দেওয়া ফরয

নিম্নলিখিত ৮টি খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ফরয:

পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক তিনি বলেন, "যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীন ও যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য অর্থাৎ নও মুসলিম, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে জর্জরিত ব্যক্তিদের ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহ পাক উনার রাস্তায় জিহাদকারী এবং মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ পাক উনার তরফ থেকে নির্ধারিত বিধান এবং আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" *(পবিত্র সূরা তওবা: আয়াত শরীফ: ৬০)*

১. ফকীর: ফকীর ওই ব্যক্তি যার নিকট খুবই সামান্য সহায় সম্বল আছে।
২. মিসকীন: মিসকীন ওই ব্যক্তি যার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি এবং আত্মসম্মানের খাতিরে কারও কাছে হাত পাততে পারে না।
৩. আমিল: যাকাত আদায় ও বিতরণের কর্মচারী।
৪. মন জয় করার জন্য নও মুসলিম: অন্য ধর্ম ছাড়ার কারণে পারিবারিক, সামাজিক ও আর্থিকভাবে বঞ্চিত হয়েছে। অভাবে তাদেরকে সাহায্য করে ইসলামের উপর সুদৃঢ় করা।
৫. ঋণমুক্তির জন্য: জীবনের মৌলিক বা প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য সঙ্গত কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণ মুক্তির জন্য যাকাত প্রদান করা।
৬. দাসমুক্তি: কৃতদাসের মুক্তির জন্য।
৭. ফি সাবীলিল্লাহ বা জিহাদ : অর্থাৎ ইসলামকে কাফির মুশরিকের আক্রমণ থেকে হেফাজত বা বিজয়ী করার লক্ষ্যে যারা কাফির বা বিধর্মীদের সাথে জিহাদে লিপ্ত সে সকল মুজাহিদদের প্রয়োজনে যাকাত দেয়া যাবে।

৮. মুসাফির : মুসাফির অবস্থায় কোনো ব্যক্তি বিশেষ কারণে অভাবগ্রস্ত হলে ওই ব্যক্তির বাড়িতে যতই ধন-সম্পদ থাকুক না কেন তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে।

যেসব খাতে যাকাত প্রদান করা যাবেনা

নিম্নলিখিত খাতে বা ব্যক্তিদের যাকাত দেয়া যাবেনা: দিলে যাকাত আদায় হবে না।

১. উলামায়ে ছু' পরিচালিত মাদ্‌রাসা যারা জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, আল্লাহ পাক ও উনার হাবীব ﷺ উনাদের ব্যাপারে বদ-আক্বীদা পোষণকারী এবং উনাদের শান-মানের বিরোধীতাকারী, কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ইজমা, ক্বিয়াছের বিরোধিতাকারী, হযরত সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم ও আওলিয়ায়ে কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম উনাদের বিরোধিতাকারী, ছবি, ভিডিও, টিভি, ধর্মের নামে গণতন্ত্র, মহিলা নেতৃত্ব, বেপর্দা হওয়া সহ সকল হারাম কাজে মশগুল, হুজুর পাক ﷺ কে নূর অস্বীকাকারী, মিলাদ-কিয়াম এর দুশমনী ও অন্যান্য কুফরী মতবাদের সাথে সম্পৃক্ত সেই সমস্ত মাদরাসাতে যাকাত প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। বরং কুফুরী কাজে সহায়তা করার কারণে কবিরা গুনাহ হবে।

২. নিছাব পরিমাণ মালের অধিকারী বা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৩. উলামায়ে মুতাক্বদ্দিমীন উনাদের মতে, কুরাইশ গোত্রের বনু হাশিম-এর অন্তর্গত হযরত আব্বাস, হযরত জাফর, হযরত আকীল رضي الله عنهم উনাদের বংশধরদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয়। তবে উলামায়ে মুতাআখখিরীনগণের মতে বৈধ।

৪. অমুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৫. যে সমস্ত মাদরাসায় ইয়াতীমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিং আছে সেখানে যাকাত দেয়া যাবে।

৬. দরিদ্র পিতা-মাতাকে, সন্তানকে, স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৭. প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইয়াতীমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিংয়ের জন্য যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত হলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

৮. উপার্জন সক্ষম ব্যক্তি যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে নামায-রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যায় তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। তবে সে যদি উপার্জন না থাকার কারণে যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হয় তবে যাকাত দেয়া যাবে।

৯. বেতন বা ভাতা হিসেবে নিজ কর্মচারী, কর্মচারীনী বা কাজের পুরুষ ও মহিলাদেরকে যাকাতের টাকা দেয়া যাবে না।

১০. কোনো জনকল্যাণ মূলক কাজ বা এরূপ ফান্ডে বা এরূপ প্রতিষ্ঠানে যাকাত ও ফিতরার টাকা কোনটিই দেয়া যাবে না। (মুসনাদ, মুছান্নাফসহ অনেক সহীহ্ হাদীস শরীফ)

বি: দ্র; যাকাত আদায় করার জন্য অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। এটা ফরয ইবাদত, এর নিয়ত করাও ফরয। মুখে উচ্চারণ করা বা যাকাত গ্রহণকারীকে শুনিয়ে বলা প্রয়োজন নেই। তবে মনে মনে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে যে, 'আমি যাকাত আদায় করছি' অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। তা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে।

উশরের বিবরণ

উশর শব্দটি আরবী আশরাতুন হতে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো এক দশমাংশ। শরীয়তের পরিভাষায় কৃষিজাত পণ্য, ফল ও ফসলের যাকাতকে উশর বলে। উশর সম্পর্কে একাধিক আয়াত রয়েছে। মহান আল্লাহ পাক বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জিত হালাল সম্পদ হতে এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমীন হতে উৎপন্ন করেছি তা থেকে দান করো। *(সূরা বাকারা-২৬৭ নং আয়াত)*

তিনি আরও বলেন- وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ

অর্থ : ফসল কাঁটার সময় তার হক্ব আদায় করো। *(সূরা আনআম-১৪১ নং আয়াত)*। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ" :فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" صحيح البخاري

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রসূল পাক ﷺ বলেন, যে জমিতে আসমান বা প্রবাহমান পানি দান করে অথবা যা নালা দ্বারা সিক্ত হয়, তাতে উশর অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ আর যা সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তাতে অর্ধ উশর তথা বিশ ভাগের এক ভাগ। (বুখারী শরীফ)

উশর আদায়ের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। যতবার ফসল উৎপাদিত হবে ততবার উশর দিতে হবে। যে বা যারা ফসলের মালিক হবে সে বা তারাই উশর প্রদান করবে। উশর আদায় করা ফরজ। তাই পরিশ্রম সহ উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ এবং পরিশ্রম ছাড়া ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ উশর আদায় করা ফরজ। অনাদায়ে গুনাহ্গার হবে।

উশর আদায়ের ফজিলত

যাকাত আদায় করলে যেমন সম্পদ পবিত্র হয় তেমনি উশর আদায় করলে ফল ও ফসল পবিত্র হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন প্রকার দূর্যোগ হতে রক্ষা পায়। এছাড়াও অসংখ্য ফজিলত বিদ্যমান।

হাদিসে কুদসীতে আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى :أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ، أُنْفِقْ عَلَيْكَ

অর্থ : হে আদম সন্তান! তুমি দান করো, আমি তোমাকে দান করবো। *(বুখারী ও মুসলিম শরীফ)*

যাকাত নিয়ে ইহুদী-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র !

যাকাত ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি বিষয়। দুনিয়াতে বান্দা যা কিছু উপার্জন করে, ভোগ করে তার সবই দিয়ে থাকেন মহান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন এবং উনার হাবীব ﷺ উনার মাধ্যমে সকলের মাঝে তা বণ্টন করে দেন। যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ মুবারক হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক দিয়ে থাকেন আর নূরে মুজাসসাম, হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক ﷺ তিনি বণ্টন করেন।" *(মুসলিম, মিশকাত)*

আল্লাহ্ পাক তিনিই একমাত্র রিযিক্বদাতা। তাই উনার দেয়া মাল সম্পদ তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই খরচ করাই একজন মু'মিন-মুসলমান মাত্র তার দায়িত্ব-কর্তব্য। সামাজিক ভারসাম্যতা, পারস্পারিক সহনশীলতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি প্রকাশের জন্য, অর্জিত সম্পদের নিরাপত্তার জন্য, পবিত্রতার জন্য, সর্বোপরি তা আল্লাহ্ পাক উনার প্রদর্শিত পন্থায় ব্যয় করে উনার এবং উনার হাবীব ﷺ উনাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই যাকাত ফরয করা হয়েছে। তাই এই যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে, সতর্কতার সাথে, সঠিক পরিমাণে, সঠিক নিয়মে, সঠিক খাতে উপযুক্ত বস্তু দ্বারা প্রদান করাই সকলের একান্ত কর্তব্য এবং নিজ স্বার্থেই অবশ্য করণীয়। কেননা এটা তার ইহকাল-পরকালের কামিয়াবী হাসিলের সহায়ক হবে। আর তাই যাকাত এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য মহান আল্লাহ্ পাক তিনি ইরশাদ মুবারক করেছেন।

"তোমরা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করবেনা অর্থাৎ যে দ্রব্য বা কাপড় অথবা ফসল, ফলাদি বা প্রাণী তা যাকাত দেয়ার জন্য নির্ধারিত করোনা। আল্লাহ্ পাক গণী এবং অভাবমুক্ত।"

অর্থাৎ যাকাত যে মাল বা বস্তু দ্বারা আদায় করবে তা অবশ্যই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতে হবে। তা সকলের জন্য ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। এক কথায় সর্বোত্তম বস্তু দ্বারা যাকাত প্রদান করতে হবে।

অথচ বর্তমানে কাফির-মুশরিক, বে-দ্বীন, বদ-দ্বীনদের একটি হীন চক্রান্ত লক্ষ্য করা যায় যাকাতকে ঘিরে। তা হলো, দেখা যায় দেশের বিভিন্ন দোকান-পাটে, মার্কেটে সাইনবোর্ড, ব্যানারে বড় করে লিখা হয় 'এখানে সুলভমূল্যে যাকাতের কাপড় পাওয়া যায়।' নাউযুবিল্লাহ! যা কিনা ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত কে সূক্ষ্মভাবে হেয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। কেননা এসব দোকানে কম দামে অতি নিম্নমানের কাপড়-বস্ত্রাদি বিক্রয় করা হয়, যে কাপড় যাকাত প্রদানকারী তার এবং তার পরিবারের জন্য কখনোই পছন্দ করবেনা। যাকাত-এর জন্য ইসলামে তো আলাদা বস্তুর কথা বলা হয়নি। যাকাত প্রদানকারী যা ব্যবহার করে, যা পছন্দ করে তার মত তো অবশ্যই বরং তার চেয়ে উত্তম বস্তু দিতে হবে। কেননা এটা আল্লাহ পাক উনার সন্তুষ্টির জন্য প্রদান করতে হয়। যাকাত-এর নামে কম দামী, নিম্নমানের বস্তু প্রদান করলে তা হবে স্বয়ং আল্লাহ পাক উনার সাথে চরম ধৃষ্টতা। যা কিনা ঈমানহারা হওয়ার কারণ।

নামাজ রোযা ও ঈমান নষ্ট করার ষড়যন্ত্র

কাজেই প্রত্যেককে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যেন এরূপ হীনকর্মকান্ড যাকাতকে ঘিরে কেউ ঘটাতে না পারে। সকল মুসলিম দেশের জনগণ এবং সরকারকে এরূপ ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে হবে। কারণ মুসলিমদের ঈমান নষ্টের জন্য কাফিরেরা জীবনের চেয়ে প্রিয় নবীজি ﷺ উনার দুশমনী শিক্ষা দিয়ে প্রথম রুকন ঈমান নষ্ট করলো। নামাজ নষ্টের জন্য জায়নামাযে কা'বা ও মদীনা শরীফের ছবি দিলো যাতে পা দিয়ে মারিয়ে ঈমান নষ্ট হয় এবং মসজিদে তিন চিল্লার নামে দল তৈরী করে স্বপ্নদোষের মাধ্যমে নিজের বিবির হক্ব মসজিদে ঢেলে দিয়ে মসজিদ নাপাক করার কাজকে নবীআলা কাম বলে নবী ﷺ উনার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং তাদের ডাকে সাড়া যারা দেয় তাদের ঈমান নষ্ট করে দিলো এবং সকলের নামাজ নষ্ট করে দিল। রোযা নষ্টের জন্য রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ও ইনসুলিন জায়িয আছে বলে মিথ্যা ফতওয়া দিয়ে রোযা নষ্ট করে দিল। অথবা কয়েক মিনিট পূর্বেই হারাম ছাইরিন বাজিয়ে বা আযান দিয়ে সকলের রোযা নষ্ট করে দিলো। হজ্জ নষ্টের জন্য বেপর্দা, ছবি, টিভি, মহিলা জামাতসহ অসংখ্য কুফরী কাজের ব্যবস্থা করলো। যাকাত নষ্টের জন্য নবী ﷺ কে আমাদের মত, মাটির মানুষ বলে কুফরীকারী তথা ঈমান হারা মৌলভীগুলোর মাদ্রাসায় এবং অল্প দামের শাড়ী লুঙ্গী দানের মাধ্যমে যাকাতকে তুচ্ছ করে যাকাত নষ্ট করে দিল। তাদের চিন্তা হলো ঈমানের নবীজি ﷺ উনার দুশমনি করে এবং উনার মতের দুশমনি করে ঈমান নষ্ট করে দিতে পারলে সকল আমল করেও মুসলমান কোনো উপকার পাবে না। কারণ এক (১) না থাকলে শুণ্যের (০) কোনো মূল্য থাকে না তা সবাই জানে।

শাওয়াল মাসের বিশেষ দিবস সমূহঃ

★ ১লা শাওয়াল: পবিত্র ঈদুল ফিতরের রাত। পবিত্র হাদীছ শরীফের মধ্যে বর্ণিত দু'আ কবুলের বিশেষ ৫ রাত্রির মধ্যে অন্যতম একটি রাত।

★ ৪ঠা শাওয়াল: উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ৪ঠা শাওয়াল (নবুওয়ত প্রকাশের ৪র্থ বছর) সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

★ ১৪ই শাওয়াল: নকশবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দিদিয়া ত্বরীকার ইমাম হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী সিরহিন্দী রহমতুল্লাহি আলাইহি ১৪ই শাওয়াল ৯৭১ হিজরী জুমু'আর দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

★ ২০শে শাওয়াল: উম্মুল মু'মিনীন হযরত যাইনাব বিনতে খুযাইমা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ২০শে শাওয়াল (নবুওয়ত প্রকাশের ১৪ বছর পূর্বে) মঙ্গলবার জন্মগ্রহণ করেন।

★ ২১শে শাওয়াল: নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার বিবাহ মুবারক ২১শে শাওয়াল (নবুওয়ত প্রকাশের ১০ম বছর) সোমবার রাতে, মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত হয়। তখন নবীজি পাক ﷺ উনার বয়স মুবারক ছিল ৪৯ বছর ৭ মাস ৯ দিন আর হযরত

আয়েশা সিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার বয়স ছিল ৬ বছর ১৭ দিন। আর যখন আয়েশা ছিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার বয়স ৯ বছর ১৭ দিন তখন উনাকে হুজরা শরীফে তুলে নেন।

এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাল্যবিবাহ করা খাছ সুন্নত। যারা বাল্যবিবাহের বিরোধীতা করবে তারা সুন্নতের সাথে দুশমনি করার কারণে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

★ ২৪শে শাওয়াল: নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ বিনতে আবী উমাইয়্যাহ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার ২৪শে শাওয়াল ৪র্থ হিজরী, সোমবার রাতে বিবাহ মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। তখন আম্মাজান উনার বয়স ছিল ৩৩ বছর ৯ মাস।

শা'ওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখা

শা'ওয়াল মাসে ঈদের দিন ব্যতীত ছয়টি রোযা রাখা সুন্নাত। পরিভাষায় এগুলোকে ছয় রোযা বলা হয়। এগুলো ধারাবাহিকভাবেও রাখা যায় কিংবা বিরতির সাথেও রাখা যায়। শা'ওয়াল মাসের ছয়টি রোজা ভেঙ্গে রাখা উত্তম। তবে সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং আইয়্যামে বে'যের ৩ দিনের রোজার সাথে মিল করে শা'ওয়ালের ছয়টি রোযা রাখলে বেশি মর্যাদা পাওয়া যাবে। শাওয়ালের রোযার প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী, ইবনে আবি শায়বা ও বায়হাকী রহমাতুল্লহি আলাইহি নিজ নিজ গ্রন্থে সিয়াম অধ্যায়ে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেন-

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اتْبَعَهُ سِتًّ مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

অর্থ : "যে ব্যক্তি রমাদ্বনের রোযা পালনের পর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখবে সে যেন এক যুগ রোযা রাখল। অর্থাৎ এক যুগ রোযা রাখার ছওয়াব পাবে। *(লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ: ৩৫৮ ও মিশকাত শরীফ)*

শাওয়াল মাসে ছয় রোযা রাখলে পুরো এক বছরের রোযার ছওয়াব দেওয়া হয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

অর্থ : "যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে।" (সূরা আনআম: ১৬০) যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে। এই সূত্র মতে রমাদ্বন মাসে এক মাস রোযার সমান হয় তিনশত দিন আর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার সমান হয় ষাট দিন। আর তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর আর ৫ দিন রোযা রাখা হারাম। আর চন্দ্র বছর হয় ৩৫৪ দিনে। সুতরাং রমাদ্বনের রোযার পর শাওয়ালের ছয় রোযা রাখলে মোট এক বছরের রোযার ছওয়াব প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে হযরত সওবান (رضي الله عنه) নবীজি পাক (ﷺ) উনার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন-

صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَ صِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذٰلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ.

অর্থ : রমাদ্বনের রোযা দশ মাসের সমান আর ছয় রোযা হলো দু'মাসের সমান। এভাবে এক বছরের রোযা হয়ে যায়। *(ইমাম আহমদ রহমতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় মসনদ, ৫/২৮০, ইমাম নাসাঈ রহমতুল্লাহি আলাইহি নাসাঈ শরীফে, ২/১৬২, ইমাম ইবনে মাজাহ রহমতুল্লাহি আলাইহি ইবনে মাজাহ শরীফ ১/৫৪৭, ইমাম দারেমী রহমতুল্লাহি আলাইহি দারেমী শরীফ ২/২১, ইমাম ইবনে হিব্বান রহমতুল্লাহি আলাইহি সহীহ্ গ্রন্থে ৫/২৪৮, ইমাম বায়হাকী রহমতুল্লাহি আলাইহি বায়হাকী শরীফ ৪/৪৮৩ সুত্র : ইবনে রজব হাম্বলী রহমতুল্লাহি আলাইহি (৭৯৫ হি.) লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ.৩৬১)*

সহীহ্ হাদীস শরীফে আরো এসেছে,

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ صَامَ سِتَّةً مِّنَ الشَّوَّالِ اَمِنَهُ اللهُ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَ غْلَالِ.

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের মধ্যে ছয়টি রোজা রাখে, আল্লাহ্ পাক তাকে ছালাছেল ও আখলাল হতে শান্তিতে রাখবেন। অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের যিনজীর দ্বারা বাঁধবেন না। নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখে, আল্লাহ্ পাক তার আমলনামায় সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর (ﷺ) ছওয়াব দান করবেন এবং সে বেহেশতে স্থান পাবে। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা রাখে, সে ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে ৪০ জন শহীদের ছওয়াব পাবে।

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বেহেশতে খুব বেশী জাঁকজমকের শহর দান করবেন। যার মধ্যে লাল ইয়াকুত পাথরের বাড়ি থাকবে এবং প্রত্যেক বাড়ির সম্মুখে দুধ ও মধুর নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। ফেরেশ্তা তাকে আসমান হতে ডেকে বলবেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাকে আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন।

শাওয়াল মাসে রোযা রাখা ফরয নামাযের পর সুন্নাতে রাবেতার ন্যায়। কেননা রমাদ্বনের ফরয রোযার কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে শাওয়াল মাসের নফল ছয় রোযার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করা হবে। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন, আমার বান্দার ফরযের ত্রুটি-বিচ্যুতি নফল দ্বারা পূর্ণ করে দাও। তাছাড়া, রমাদ্বন মাসের রোযার পর শাওয়াল মাসে রোযা রাখা রমাদ্বন মাসের রোযা কবুল হওয়ার আলামত। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা যখন বান্দার কোনো আমল কবুল করেন তখন পরবর্তীতে তাকে আরো নেক আমল করার তাওফীক দান করেন। সুতরাং কোনো নেক আমলের পর অন্য কোনো নেক আমল করা প্রথম আমল কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে কোনো নেক আমলের পর যদি সে খারাপ আমল করে তবে পূর্বের আমল প্রত্যাখ্যান হতে পারে তার আলামত। *(ইবনে রজব হাম্বলী রহমতুল্লাহি আলাইহি (৭৯৫ হি), লাতায়েফুল মাআরিফ, ৩৬৩)*

ফতওয়া বিভাগ

হাইয়্যা আলাছ ছলাহ্ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ এর সময় দাঁড়ানোর দলীলসমূহ :

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হানাফী মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণের অভিমত : ইমাম ও মুসল্লিগণ যদি মসজিদে অবস্থান করেন তাহলে মুয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্ বা হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলবে তখন ইমাম ও মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যাবেন। ইক্বামত চলাকালে ইমাম ক্বিব্লার দিক থেকে আগমণ করতে থাকলে মুসল্লিগণ ইমামকে দেখা মাত্রই দাঁড়িয়ে যাবেন।

দলিলসমূহ : হুজুর পাক ﷺ ও সাহাবা رضي الله عنه উনাদের সুন্নতের ভিত্তিতে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আইনী' এর ৪র্থ খন্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

وَاِذَالَمْ يَكُنِ الْاِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ الْجَمْهُوْرُ اِلٰى اَنَّهُمْ لَايَقُوْمُوْنَ حَتّٰى يَرَوْهُ

অর্থাৎ : ইক্বামতের সময় ইমাম যদি মসজিদে না থাকেন তাহলে জমহুর ওলামাদের মত হলো ইমামকে না দেখা পর্যন্ত কেউ দাঁড়াবেন না।

"ফতোয়ায়ে আলমগীরী" গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاِنْ كَانَ الْاِمَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدِ مِنْ قَدَا مِهِمْ يَقُوْمُوْنَ كَمَارَأَوُاالْاِمَامِ

অর্থাৎ : ইমাম যদি মুসল্লিদের সামনের দিক (ক্বিব্লার দিক) হতে মসজিদে আগমন করেন তাহলে মুসল্লিগণ ইমামকে দেখা মাত্র দন্ডায়মান হবেন।

আর ইমাম যদি ক্বিব্লার বিপরীত দিক থেকে মসজিদে আগমন করেন তাহলে ইমাম যে কাতার অতিক্রম করবেন সেই কাতারের মুসল্লিগণ দন্ডায়মান হবেন। "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

فَاِمَّا اِذَا كَانَ الْاِمَامُ خَارِجُ الْمَسْجِدَ فَاِنْ دَخَلَ مِنَ الصُّفُوْفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَالِكَ الصَّفِّ

অর্থাৎ : ইমাম যদি মসজিদের বাহিরে অবস্থান করেন এবং (ইক্বামত চলাকালীন) কাতারের দিক (ক্বিব্‌লার বিপরীত দিক) থেকে মসজিদে আগমণ করেন তাহলে ইমাম যে কাতার অতিক্রম করবেন সেই কাতারের মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যাবেন।

ইক্বামতের পূর্ব থেকেই ইমাম ও মুসল্লিগণ যদি মসজিদে অবস্থান করেন তাহলে মুয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্ বা হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলবে তখন ইমাম ও মুসল্লিগণ দাঁড়িয়ে যাবেন। বুখারী শরীফের সর্বশেষ ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আইনী' এর ৪র্থ খন্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مُحَمَّدٌ يَقُوْمُوْنَ فِى الصَّفِّ

اِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ : ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "মুয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্" বলবে তখন সকলে কাতারে দন্ডায়মান হবেন। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় 'শরহে মুসলিম' গ্রন্থের ১ম খন্ডের ২২১ নং পৃষ্ঠায় বলেন-

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالْكُوْفِيُّوْنَ يَقُوْمُوْنَ فِى الصَّفِّ اِذَا

قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ : ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও কুফাবাসী ওলামায়ে কেরামগণ বলেছেন, "মুয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্" বলবে তখন সকলে দন্ডায়মান হবে। আল্লামা কুস্তোলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় শরহে বুখারী গ্রন্থে বর্ণনা করেন- عَنْ اَبُوْ

حَنِيْفَةَ اَنَّهٗ يَقُوْمُ فِى الصَّفِّ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ : ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম "হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্" বলার সময় দাঁড়াবেন। "শরহে বেকায়া" গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে-

يَقُوْمُ الْاِمَامُ وَ الْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ : ইমাম ও মুসল্লিগণ "হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্" বলার সময় দাঁড়াবে।

অনুরূপ অসংখ্য দলিলের মধ্য থেকে নিম্ন বর্ণিত দলিলগুলো দেখে নিন :

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার রচিত 'মালাবুদ্দা মিনহু' কিতাবের বাংলা তরজমাকৃত গ্রন্থের ৩৯ নং পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মিরকাত" এর ২য় খন্ডের ১৫৪ নং পৃষ্ঠা, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' এর ২য় খন্ডের ১৪৯ নং পৃষ্ঠা, "শরহে বেকায়া" গ্রন্থের ১৩৬ পৃষ্ঠার ১৫ নং হাশিয়া, "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৫৭ নং পৃষ্ঠা, হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফিক্বহের কিতাব হাশিয়ায়ে তাহতাবী গ্রন্থের ১৫১ নং পৃষ্ঠা, হানাফী মাযহাবের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ "ফতোয়ায়ে শামী" এর ২য় খন্ডের ৭১নং পৃষ্ঠা, হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফিক্বহের কিতাব "নুরুল ইজাহ" গ্রন্থের ৫২ নং পৃষ্ঠা, "ফতোয়ায়ে বাযযাজিয়্যাহ এর "কিতাবুস সলাত" অধ্যায়ে, "ফতোয়ায়ে রিজভিয়্যাহ" এর ২য় খন্ডের ৩৯১ নং পৃষ্ঠা, "ফিক্বহে আলাল মাযোহিবে আরবা" এর ১ম খন্ডের ২২৩ পৃষ্ঠা, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আইনী' এর ৪র্থ খন্ডের ২১৫ পৃষ্ঠা সহ অসংখ্য নির্ভরযোগ্য কিতাব।

হাদীস শরীফের বর্ণনায় রয়েছে-

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلَاةِ

قَبْلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهٖ فَقَالَ اَقِيْمُوْا

صُفُوْفَكُمْ وَتَرَا صَوَاقِّ فَاِنِّىْ اَرَا كُمْ مِّنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ

অর্থাৎ : হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নামাজের ইক্বামত দেওয়া হলো তখন নবীজি পাক ﷺ আমাদের দিকে স্বীয় চেহারা মুবারক ফিরিয়ে বললেন, তোমরা পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করো। নিশ্চয়ই আমার পিছনের দিক থেকেও আমি তোমাদের দেখতে পাই। *(বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৩২৪ ও মিশকাত শরীফ ৯৭ পৃষ্ঠা)*। ইমাম বোখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১০০ পৃষ্ঠায় একটি অধ্যায়ের নাম রেখেছেন-

بَابُ تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ عِنْدَ الْاِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

অর্থাৎ : ইক্বামত চলাকালীন বা তারপরে কাতার সোজা করা প্রসংঙ্গে। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার উক্ত বাব বা অধ্যায়ের শিরোনাম দ্বারা বুঝা গেল কাতার সোজা করার বিষয়টি ইক্বামত চলাকালীন সময় বা তার পরে আসবে। যেমনটি আমরা হানাফীগণ ইক্বামত চলাকালীন 'হাইয়্যা আলাচ্ছলাহ্' বলার সময় দাঁড়িয়ে যাই। হাম্বলীগণ "ক্বদক্বা মাতিচ্ছালাহ্" বলার সময় দাঁড়িয়ে যান এবং শাফেয়ীগণ ইক্বামতের শেষে দাঁড়িয়ে যান। আমাদের মাযহাবের অন্যতম ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার সংকলিত "আল মুয়াত্তা" নামক গ্রন্থেও এমন বর্ণনাই করেছেন।

সুতরাং প্রমাণিত হলো বর্তমানে বিভিন্ন মসজিদে প্রচলিত নিয়মটি একটি মনগড়া আবিষ্কার যার মাধ্যমে একটি সুন্নত তুলে দিয়ে মাকরূহ ও প্রকাশ্য বিদআত আমল করা হচ্ছে।

হুজুর পাক ﷺ স্বীয় সুন্নাত পালন করার ফজিলত সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِيْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফিত্না ফাসাদের সময়ে আমার কোনো সুন্নত আঁকড়িয়ে ধরবে বা আমল করবে তাকে একশত শহীদের সমপরিমাণ সওয়াব দেওয়া হবে। *(মিশকাত শরীফ ৩০ পৃষ্ঠাসহ অসংখ্য সহীহ্ হাদিস শরীফ)* অপর দিকে রসূল পাক ﷺ সুন্নত বর্জনকারীর পরিণতি সম্পর্কে বলেন, আমার সুন্নত বর্জনকারীর উপর আমার ও আল্লাহ্ পাক উনার পক্ষ থেকে অভিশাপ বা লা'নত রয়েছে। *(মিশকাত শরীফ ২২ পৃষ্ঠা)।* তিনি আরও বলেছেন,

مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِيْ فَقَدْ اَحَبَّنِيْ وَمَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِيْ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ : যিনি আমার সুন্নতকে ভালোবাসবে তিনি আমার সাথেই জান্নাতে অবস্থান করবেন।" *(তিরমিযি, মিশকাত শরীফের ৩০ পৃষ্ঠা ১৭৫ নং হাদীস শরীফ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস।)* সুতরাং আমাদের উচিত হবে সর্বক্ষেত্রে রসূল পাক ﷺ উনার সুন্নতের উপর আমল করে বিশাল সওয়াবের অধিকারী হওয়া। কোনো সুন্নত বর্জন বা অস্বীকার করে আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল ﷺ উনার লা'নত বা অভিশাপের মধ্যে গণ্য হয়ে ঈমান নষ্ট না করা। *(ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী-১ম খন্ড)*

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ- পর্ব

◈ প্রশ্ন : তারাবীহ্ নামাজ না পড়লে রোজা হবে কি'না?

উত্তর : হ্যাঁ, তারাবীহ্ নামাজ না পড়লেও রোজা হয়ে যাবে। তবে বিষয়টি একটু বিস্তারিত বোঝা প্রয়োজন:

পৃথক ইবাদত: রোজা রাখা হচ্ছে ফরজ ইবাদত, আর তারাবীহ্ নামাজ পড়া হচ্ছে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। একটির সাথে অন্যটির বৈধতা সরাসরি যুক্ত নয়। অর্থাৎ, কেউ যদি কোনো কারণে (অসুস্থতা) তারাবীহ্ না পড়েন, তবে তার রোজা নষ্ট হবে না। তারাবীহ্ নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ । সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ ইচ্ছা করে তরক করলে কবীরা গুনাহ্ হবে। যেমন: ফজরের ফরজ নামাজের আগে দুই রাকাআত সুন্নত, যোহরের ফরজ নামাজের আগে ৪ রাকাআত এবং ফরজ নামাজের পরে দুই রাকাআত সুন্নত, মাগরিব নামাজের দুই রাকাআত সুন্নত, এশা নামাজের দুই রাকাআত সুন্নত। এগুলো হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কেউ যদি ইচ্ছা করে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ তরক করে তবে তার কবীরা গুনাহ্ হবে।

◈ প্রশ্ন : সাহরী খেতে খেতে আযান দিলে করণীয় কি?

উত্তর : ইসলামি শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী, সাহরীর সময় শেষ হয় সুবহে সাদিক বা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে, আযানের সাথে নয়।

আযান শুরু হলে: আমাদের দেশে সাধারণত ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আযান দেওয়া হয়। তাই আযান শুরু হওয়া মানেই হলো খাওয়ার সময় শেষ।

করণীয়: আযান শুরু হয়ে গেলে আর কিছু খাওয়া বা পান করা যাবে না। যদি মুখে কোনো খাবার থাকে, তবে তা ফেলে দিয়ে কুলি করে নিতে হবে।

আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে খাওয়া চালিয়ে গেলে রোজা হবে না।

◈ প্রশ্নঃ বমি হলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

উত্তর : অনিচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি হলেও রোযা ভাঙবে না, কাযাও আদায় করতে হবে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করে তার রোযা ভেঙে যাবে এবং কাযা আদায় করতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.

যার অনিচ্ছাকৃত বমি হয়ে যায় তাকে কাযা আদায় করতে হবে না (অর্থাৎ তার রোযা ভাঙবে না)। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বমি করে সে যেন কাযা আদায় করে (অর্থাৎ তার রোযা ভেঙে যাবে)। (জামে তিরমিযী, হাদীস ৭২০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৭৬; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ১৫৫৭)

সতর্কতাঃ ক্যালেন্ডারে দেওয়া 'সাহরীর শেষ সময়' অনুযায়ী খাবার শেষ করা সবচেয়ে নিরাপদ। আযানের জন্য অপেক্ষা করা ঝুঁকিপূর্ণ।

◈ প্রশ্নঃ শবে কদরের রাত কবে?

উত্তর : ইমামে আ'যম হযরত আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি ২৭শে রমাদ্বন শরীফ-এর রাত্রিকে অর্থাৎ ২৬ তারিখ দিবাগত রাতকে শবে ক্বদর হিসেবে অধিক সম্ভাব্য বলেছেন। এর প্রেক্ষিতে তিনি কুরআন শরীফের আয়াত দিয়েই দলীল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফের সূরা ক্বদরে তিনবার লাইলাতুল ক্বদর উল্লেখ করেছেন। আর লাইলাতুল ক্বদরের মধ্যে ৯টি অক্ষর রয়েছে। ৯ কে ৩ দিয়ে গুণ করলে হয় ২৭। সুতরাং এখান থেকে ২৭শে রাতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এজন্য হানাফী মাযহাবে ২৭শে রাতে শবে ক্বদর পালন করা হয়।

তবে খাছ সুন্নত হলো পবিত্র রমাদ্বন শরীফ-এর শেষ দশকের প্রত্যেক বিজোড় রাতেই শবে ক্বদর তালাশ করা। কারণ হাদীস শরীফে এসেছে-

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

অর্থ : 'আয়িশা ছিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ রমাদ্বনের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন : তোমরা রমাদ্বনের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর [ক্বদর] অনুসন্ধান করো। *(সহীহ্ বুখারী-২০২০ নং হাদীস শরীফ)*

◈ প্রশ্নঃ ঈদের নামাজ মহিলারা পড়তে পারবে কি'না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে- মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত, জুমুআ, ঈদাইন, তারাবীহসহ সর্বপ্রকার নামাযের জামায়াতের জন্য মসজিদ বা ঈদগাহে যাওয়া হারাম ও কুফরী।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا ".

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ্ (﵁) সূত্রে বর্ণিত। নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, নারীদের জন্য ঘরের আঙ্গিনায় সলাত আদায়ের চাইতে তার গৃহে সলাত আদায় করা উত্তম। আর নারীদের জন্য গৃহের অন্য কোনো স্থানে সলাত আদায়ের চাইতে তার গোপন কামরায় সলাত আদায় করা অধিক উত্তম। ***(সুনানে আবু দাউদ শরীফ-৫৭০ নং হাদীস শরীফ)***

অন্য হাদীস শরীফে এসেছে,

"হযরত উম্মে হুমায়িদ رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আমি বললাম ইয়া রসূলাল্লাহু ﷺ আমার মনে চায় আমি আপনার সাথে নামাজ আদায় করি। তিনি বললেন, আমি জানি কিন্তু তোমাদের (মহিলাদের) জন্য মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা বাড়িতে নামাজ আদায় করা শ্রেয়। বাড়িতে নামাজ আদায় করা অপেক্ষা নিজ কক্ষে নামাজ আদায় করা উত্তম, নিজ কক্ষে অপেক্ষা নিভৃত গৃহকোণে নামাজ আদায় করা উত্তম" "মেয়েরা ঘরের প্রকোষ্ঠে নামাজ আদায় করলে (পুরুষেরা জামাতে নামাজ আদায় করে সাতাশ গুণ সওয়াব বেশি পায় তার চাইতে আরও) ২৫ গুণ ছওয়াব তারা বেশি পাবে সুবহানাল্লাহ্ *(মুসনাদে আহমদ ২৭০৯০ নং হাদীস, তিবরানী-৯৪৮৩ নং হাদীস, সহীহ্ ইবনে খুজাইমা-১৬৮৯ নং হাদীস, ইবনে হাব্বান ২২১৭ নং হাদীস সহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)*। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমদের সংখ্যা, অমুসলিমদের নিকটে বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদে ও ঈদগাহে ঋতুবর্তী মহিলাসহ সকলকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর হুজুর পাক ﷺ তিনি হচ্ছেন পুরুষ, মহিলা সকলেরই নবী। কাজেই তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করা মহিলাদের জন্য অনুমতি ছিল। ফরজে আইন ছিল না। যেমন ইসলামের প্রথম দিকে মদ জায়েজ ছিল কিন্তু পরে তা হুজুর পাক ﷺ উনার মাধ্যমেই নাযায়েজ হয়েছে। লক্ষনীয় যে, স্বয়ং নবী-রসূলদের ইমাম হুজুর পাক ﷺ উনার ইমামতিতে মসজিদে নববীতে (যে মসজিদে এক রাকাআত নামাজ ৫০ হাজার রাকাআতের চাইতে উত্তম) সেই মসজিদে মহিলাদেরকে জামাতে নামাজ আদায় করতে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন। বর্তমানে যারা মহিলাদেরকে নিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করে তারা কি হুজুর পাক ﷺ উনার চাইতে বড় ইমাম? নাউযুবিল্লাহ। এবং মহিলাগুলো কি মা আয়েশা সিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা উনার চাইতেও বেশি পরহেযগার ও পর্দানশীলা? নাউযুবিল্লাহ। *(ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড)*

◈ প্রশ্ন: কা'বা শরীফ ও মদিনা শরীফের ছবিওয়ালা জায়নামাজে নামাজ পড়া যাবে কি'না?

উত্তর: মহান আল্লাহ পাক বলেন- وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

(পবিত্র সূরা হজ্ব: ৩০ ও ৩২ নং আয়াত শরীফ)

অর্থ : মহান আল্লাহ পাক যে সমস্ত বস্তুকে সম্মানিত নিদর্শন করেছেন (কা'বা ও রওজা) সেগুলোকে সম্মান করা অন্তরের পবিত্রতার কারণ এবং তাদের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের কারণ।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ

অর্থ : হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহ পাক উনার নিদর্শন সমূহের (কা'বা ও রওজা শরীফ) অমান্য করোনা। (পবিত্র সূরা মায়েদা: ২ নং আয়াত শরীফ)

এক কথায় পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ যেমন পায়ের নীচে রাখা যাবে না- হারাম, তেমনি পবিত্র কা'বা ও রওজা শরীফের ছবিতে পারা দিয়ে জায়নামাজে নামাজ পড়াও হারাম। হুজুর পাক ﷺ বলেছেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক মদীনা শরীফ (ও কা'বা শরীফের) এর নাম দিয়েছেন পবিত্র। *(ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড-)*

✪ ডাচ্ বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং
এজেন্ট: মেসার্স মাহী এন্টারপ্রাইজ
ও
মেসার্স স্বপ্নপূরণ এন্টারপ্রাইজ
মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম
মোবাইল : ০১৭৭৩-৭৪৫৮৫৫
ঠিকানা : পাঠানপাড়া বাজার (শিরট্টি রোড, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট ।

ঘটনা পর্ব :

তিনজন লোভীকে ধ্বংস করলো :

(২য় পর্ব)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

'মহান আল্লাহ্ পাক উনার নির্দেশে জিন্দা হয়ে যাও।' মেষটা আবার জিন্দা হয়ে গেলো। তিনি মেষপালককে মেষটা ফেরত দিয়ে বললেন, 'তোমার থেকে আমি যে মেষ নিয়েছিলাম, তা শোধ করে দিলাম।' সুবহানাল্লাহ! তারপর হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম সেই লোকটিকে বললেন, 'মহান আল্লাহ্ পাক উনার কসম, যে 'মহান আল্লাহ পাক এই মুর্দা মেষটাকে জিন্দা করে দিলেন! তোমার সাথে তো দ্বিতীয় আরেকটা রুটি ছিল। সেটা কোথায় গেলো বলো দেখি?' লোকটি বললো, ' মহান আল্লাহ পাক উনার কসম, আমার সাথে কোনো দ্বিতীয় রুটি নেই।' হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম আর কিছু না বলে চলতে থাকলেন।

হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনার সাথে একটা আছা বা লাঠি মুবারক ছিল। সেই লাঠি মুবারকের গুণাবলী সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক তিনি বলেছেন, "সেই লাঠিটি দিয়ে যদি কোনো মুর্দাকে স্পর্শ করা হতো তাহলে মহান আল্লাহ পাক উনার নির্দেশে সে জিন্দা হয়ে যেত। জন্মান্ধকে যদি স্পর্শ করা হতো, সে চোখ ফিরে পেত। কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করলে সে সুস্থ হয়ে যেত।" সুবহানাল্লাহ! সফর করতে করতে কিছুদূর গিয়ে হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম দেখলেন, একটা লোক মরে পড়ে আছে। তিনি সেই লাঠি দিয়ে মুর্দাকে স্পর্শ করে বললেন, কুম বি ইজনিল্লাহ।

মুর্দা জিন্দা হয়ে গেলো, হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম উনার সাথে সালাম-কালাম করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তখন হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম ঐ লোকটিকে আবার বললেন, 'মহান আল্লাহ পাক উনার কসম, যে মহান আল্লাহ পাক এই মুর্দাকে জিন্দা করলেন! তোমার দ্বিতীয় রুটিটি কোথায়?' লোকটি এবারও অস্বীকার করলো। তারপর হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম সেখান থেকে কিছুদূর গিয়ে একটা জন্মান্ধকে লাঠি দ্বারা স্পর্শ করলেন, সেও সুস্থ হয়ে গেলো। আবার তিনি কসম দিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'তোমার দ্বিতীয় রুটিটি কোথায়?' লোকটি এবারও অস্বীকার করলো।

হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম সফর করতে করতে অনেক দূর চলে গেলেন। একস্থানে গিয়ে দেখলেন, তিনটা স্বর্ণের ইট পরে রয়েছে। ইহুদী বললো, "হুযুর! এই স্বর্ণের ইট তিনটা আমরা নিয়ে নেই। আমাদের কাজে লাগবে।" কিন্তু হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম বললেন, "আমাদের এগুলো দরকার নেই। মহান আল্লাহ পাক কুদরতীভাবে আমাদের সবকিছুর ফায়সালা করবেন। এগুলো যারা দুনিয়াদার তাদের জন্য।" তারপর হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম সেখান থেকে সরে অন্যস্থানে চলে গেলেন। ক্লান্তির কারণে একটি গাছের ছায়ায় উনার লাঠি মুবারক পাশে রেখে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। এই সুযোগে সেই লোকটি লাঠি মুবারক চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেলো। হযরত রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাম যখন সজাগ হলেন, তখন দেখলেন যে, লোকটিও নেই, লাঠিও নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, লোকটিই লাঠিটি নিয়ে পালিয়েছে।

এদিকে লোকটি অনেক দূর চলে গেল। এক এলাকায় গিয়ে দেখে, সেখানকার এক নবাব খুব অসুস্থ। ঘোষণা করা হচ্ছে, 'যে ডাক্তার, কবিরাজ বা হেকিম নবাবকে সুস্থ করে দিবে, তাকে পাঁচ হাজার দিরহাম দেয়া হবে।' ঘোষনা শুনে লোকটি গেল লাঠি নিয়ে, কারণ সে তো মনে করেছে স্পর্শ করলেই সুস্থ হয়ে যাবে। সে বললো, 'আমি যদি সুস্থ করে দিতে পারি, আমাকে কি তোমরা পাঁচ হাজার দিরহাম দিবে?' লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ দিব।' তখন লোকটি লাঠি মুবারক দিয়ে নবাবকে স্পর্শ করলো। মহান আল্লাহ পাক উনার কি কুদরত! সেই নবাব ইন্তেকাল করলো। এটা দেখে লোকেরা লোকটিকে পাকড়াও করলো। তারা বললো, 'তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। কারণ তুমি নবাবকে মেরে ফেলেছো।' **চলমান....**

(তথ্যসূত্র : আম্মাহুজুর আহম্মাদ আকলিমা আশরাফ সিদ্দীকী লিখিত- হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি ১ম খন্ড ৫৫ পৃষ্ঠা)

আওলাদে রসূল (ﷺ) ও হক্কানী অলীদের প্রতি সম্মান :

একবার হযরত ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি তা'লীম বা দর্স দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটা বিষধর সাপ দর্সগাহে প্রবেশ করলো। সেটা হযরত ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার দিকে এগিয়ে আসলো এবং উনার পা মুবারকে দংশন করলো। হযরত ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি এতো অধিক হুযুরী ও আদবের সাথে পবিত্র কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফের তালীম দিতেন যে, একটু নড়াচড়া তো করলেনই না, এমনকি উফ শব্দটা পর্যন্ত করলেন না। এদিকে সাপটা পরপর ছয়বার কামড় দিয়ে তার বিষ উনার শরীরে প্রবেশ করাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। অবশেষে সপ্তমবার সে ক্ষিপ্ত হয়ে খুব জোরে কামড় দিলে, হযরত ইমামে আ'যম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনার শরীরের মধ্যে মহান আল্লাহ পাক এবং উনার রসূল (ﷺ) উনাদের মুহব্বতের যে জযবা ছিল, সেটা সাপের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। ফলে সাপটা নিজেই মারা যায়। সুবহানাল্লাহ!

সেই হযরত ইমামে আ'যম রহমতুল্লাহি আলাইহি উনাকেই আরেকবার দেখা গেল, দর্স দানের সময় বারবার উঠে দাঁড়াচ্ছেন আবার বসছেন। ছাত্র এবং উপস্থিত লোকেরা এতে যারপরনাই আশ্চর্য হলেন। দর্স শেষ হলে, একজন আদবের সাথে উনার কারণ জানতে চাইলেন। তখন হযরত ইমামে আ'যম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে, দর্সগাহের সামনেই কয়েকজন বাচ্চা শিশু ছুটাছুটি করছিল। তাদের মধ্যে একজন বারবার আমার কাছাকাছি চলে আসছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আওলাদে রসূল (ﷺ) হক্কানী অলী। তিনি যখনই আমার কাছাকাছি আসছিলেন, তখনই আমি উনার সম্মানার্থে দর্স দিতে দিতেও বারবার দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলাম।' সুবহানাল্লাহ! হুযূর পাক (ﷺ) উনার আওলাদ ও হক্কানী অলীদের প্রতি অনুসরনীয় ইমাম মুজতাহিদগণ উনারা যেরকম আদব ইহতিরাম প্রদর্শন করেছেন তা অতুলনীয়। আওলাদে রসুল/হক্কানী অলীগণ যে সমস্ত মুহব্বত সন্তুষ্টি নিয়ামতের মূল তা উনারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। *(তথ্যসূত্র : আম্মাহুজুর আহম্মাদ আকলিমা আশরাফ সিদ্দীকী লিখিত- হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি ১ম খন্ড- ৬৯ পৃষ্ঠা)*

পবিত্র দরুদ শরীফ লিখার ফযীলত

হযরত ইমাম আবু যুরআ রহমতুল্লাহি আলাইহি অনেক বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করার পর একজন বুযুর্গ ব্যক্তি উনাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি আসমানের উপর হযরত ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদের ইমাম হয়ে নামাজ পড়াচ্ছেন। উনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে হযরত আবূ যুরআ রহমাতুল্লাহি আলাইহি! আপনি কোন আমলের কারণে এই মর্যাদা-মর্তবা মুবারক হাছিল করলেন?' তিনি বললেন, "আমার জীবনে আমি দশ লক্ষ পবিত্র হাদীছ শরীফ লিখেছি এবং লেখার মধ্যে আমি প্রত্যেকবার '(ﷺ)' স্পষ্ট করে ও সুন্দর করে লিখেছি। নূরে মুজাসসাম হাবীবাল্লাহ হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেছেন, 'আমার প্রতি যে একবার ছলাত পাঠ করবে, মহান আল্লাহ্ পাক তিনি তার প্রতি দশবার রহমত মুবারক নাজিল করবেন।' আমি দশ লক্ষবার ছলাত শরীফ (দরূদ শরীফ) লিখেছি, যার কারণে আমার প্রতি মহান আল্লাহ পাক তিনি এক কোটিবার রহমত মুবারক নাযিল করেছেন এবং উক্ত ছলাত শরীফ লেখার সম্মানার্থে আমাকে হযরত ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম উনাদের ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন।" সুবহানাল্লাহ! সুতরাং পবিত্র হাদীস শরীফ লিখার মধ্যে যারা সুন্দর করে '(ﷺ)' পুরোটা লিখেন

তাদের জন্য সুসংবাদ! আর যারা লিখে না, তাদের জন্য আফসোস!

(তথ্যসূত্র আম্মা হুজুর আহম্মাদ আকলিমা আশরাফ সিদ্দীকী লিখিত- হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলি ১ম খন্ড-৩১ পৃষ্ঠা)

কাসিদা ও কবিতা

কাসিদা :

হামদ

আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান
(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
বুঝেও বুঝে না আপনার শান
বুঝেও বুঝে না নবীজির শান
বুঝেও বুঝে না অলিদের শান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
আপনারই করুণায় ঘেরা সারা দুনিয়া
সে কথা বুঝেনা শুধু বধির রহিয়া ॥
অশেষ ও অসীম অনুপম
হৃদয় সুষমা আপনি, আপনি প্রিয়তম ॥
হৃদয়ও কুঠিরে আপনি ॥ চির মহিয়ান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
কখনও আপনারে যদি ভুলি
হিদায়াতের আলো জেলে নিবেন কাছে তুলি ॥
ঠাঁই দিবেন প্রিয়তম, ঠাঁই দিবেন মহান আল্লাহ
ওগো দয়াবান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
জনমও জনম যদি গাহি,
আপনারই মহিমা গাওয়া শেষ হবে নাহি ॥
ভরে ও ভরে না যেন, সাহারা এ প্রাণ
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
বুঝেও বুঝে না আপনার শান
বুঝেও বুঝে না নবীজির শান
বুঝেও বুঝে না অলিদের শান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥

নাতে রাসূল (ﷺ)

রহমত কুল আলম নবী নূরে মুজাসসাম
(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

রহমত কুল আলম নবী নূরে মুজাসসাম,
সাহাবীগণ আতর বানান নূর নবীজির ঘাম ॥
শুনুন জানুন মানুন আমার কেমন নবীজি,
যাহার আলোয় আলোকিত বিশ্বপ্রকৃতি।
শুনুন জানুন মানুন আমার কেমন নবীজি,
যাহার রহমতে রহমত প্রাপ্ত সারা জগতের বাসি।
শুনুন জানুন মানুন আমার কেমন নবীজি,
যাহার পাগল চন্দ্র,সূর্য, তারকারাজি।
বাবা আরও শুনবেননি ছহীহ বুখারীর বাণী,
সকল আসমানি কিতাবের পাতায় পাতায় লেখা নবীর নাম
॥
আরও শুনবেননি ছহীহ হাদিসের বাণী ॥
সকল বিপদ মুক্তির রহমতের নবী আখেরী নবী
আরও শুনবেননি সহীহ হাদিসের বাণী,
ঈমানের কালেমার ভিতর লেখা নবীর নাম ॥
জান্নাতেরই রুমে রুমে লেখা নবীর নাম,
আরশের পায়ায় পায়ায় লেখা নবীর নাম,
আরশের জমিনের ভিতর নবীর পায়ের ধূলার নাম।
রহমত কুল আলম নবী নূরে মুজাসসাম
সাহাবীগণ আতর বানান নূর নবীজির ঘাম ॥
উস্তনে হান্নানা ছিল মরা খেজুর গাছের নাম,
যাকে ধরে খুৎবাহ দিতেন রাসুলে আকরাম ॥
মিম্বর তৈরি হইলে মরা গাছ কাঁদিতে রহে ॥
হতভাগ হইলেন যত সাহাবায়ে কেরাম। ঐ
নবীর আশেক কুলের আল্লাহর কাছে এই আরাধোনা,
বারবার দেখবো নূরের নবী এই বাসনা।
ডক্টর আশরাফ সিদ্দীকীর আল্লাহর কাছে এই আরাধোনা,
বারবার দেখবো হায়াতুন্ নবী এই কল্পনা।
মোদের মরণের কালে নবী সুপারিশ করিবেন ॥
মোদের কবরের মাঝে লাশ রিসিভ করিবেন,
কেয়ামত মাঠে নবী সুপারিশ করিবেন।
আমরা অধম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানাবো সালাম,
আমরা অধম ক্বিয়াম করে জানাবো সালাম।
রহমত কুল আলম নবী নূরে মুজাসসাম,
সাহাবীগণ আতর বানান নূর নবীজির ঘাম ॥

শানে মুর্শিদী

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের নির্মাণ কাজ

লেখক: মুহাম্মাদ আমান উল্লাহ মাষ্টার (মুক্ত কলম)

৩০-০৯-২০২১ ক্যালেন্ডারের পাতায়, স্মৃতিময় এক তারিখ
অন্যায় আর নীপিড়নের শিকল ছিড়ে,
নিজের সিদ্ধান্তই রাখিলেন ঠিক।
লাখো ভক্তের সিক্ত চোখে, কষ্ট রাখিয়া নিজের বুকে ছাড়িলেন মসজিদ
কোনোদিন আর ফিরিবেন না সেথায়, ভক্ত নিয়ে পালন করিতে ঈদ।
নীড়ের পাখি নীড়ে ফিরিবে, দুঃখ কিসের তাতে
সন্ধ্যা বেলায় অরণ্য ঝোপ, বাগান হইল প্রাতেঃ।
মুর্শিদ ক্বিবলার নির্দেশ পেয়ে, কাজে লাগিল সবাই গিয়ে
জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করলো, দা কুড়াল আর বটি দিয়ে।
করছে যাঁরা নানান কাজ, সবাই আমার মাথার তাজ
কতক দিচ্ছে গা'য়ের শ্রম, কতক করছে কারুকাজ।
পরিষ্কার হলো জঙ্গল ঝোপ, নোংরা আবর্জনা ময়লার স্তুপ
প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতে,
কেউবা করছে খনন কূপ।
কারো মাথায় ইটের বোঝা, কাজের মধ্যেই কেউবা রোজা
মুর্শিদ প্রেমে মত্ত সবাই, দলের স্বার্থে কেউ হয়নি গোঁজা।
কারো মাথায় বালুর ঝুঁড়ি, কারো মাথায় পাথর নুঁড়ি
অবহেলার নেইত লেশ, করছে সবাই তরিঘরি।
ইট চলছে হাতে হাতে, সিদ্দীক্বিয়া দরবারেতে
দূর-দূরান্ত হতে এসেছেন যাঁরা, তাঁদের শ্রম দিনে-রাতে।
কেউবা বাঁধে টিনের চালা, কেউবা গাড়ে বাঁশের পালা
পরিচালনায় আছেন যারা, মুর্শিদ যাদের গলার মালা।
কেউবা টেনে আনছে পানি, ফেলছে তাদের দেহের গ্লানি
সুঁতলি দিয়ে বাঁধছে কেউ, তৈরী করছে ঘরের ছাঁউনি।
কতক জনে ভাঙছে ইট, কেউবা বাঁধছে ঘরের ভিট
কেউবা করছে নর্দমা পরিষ্কার, দমন করতে পোঁকা কীট।
কেউবা দিচ্ছে নানান প্ল্যান, কেউবা টানছে বালুর ভ্যান
কেউবা দিচ্ছে নতুন বুদ্ধি, যাঁদের আছে বিশেষ জ্ঞান।
সবাই দিচ্ছে টাকা কড়ি, মজবুত করতে নিজের বাড়ি
কেউবা মাত্র খবর পেয়ে, দৌঁড়ে আসছে তড়িঘড়ি।
কেউবা কাটছে ইটের নালা, কেউবা ভাঙছে মাটির ঢেলা কেউবা আনে মাথায় করে, কেউবা টানে বালুর ছালা।
যাঁরা আছেন দেশ বিদেশে, তাঁরাও আসবেন পরিশেষে
সিদ্দীক্বিয়া দরবার তৈরী হলো, উত্তরবঙ্গ মঙ্গার দেশে।
করতোয়া নদীর তীরে, মাটিডালী বিমান মোড়ে
সিদ্দীক্বিয়া প্রেম বাগানে, হক্বের নিশান সদায় উড়ে।
ভরবে বাগান ফুলে ফুলে, করতোয়া নদীর কূলে
নবীর পায়ে ছালাম দিবে, ভক্ত গণে সবাই মিলে।
আসবে কোকিল গাইবে গান, সিদ্দীক্বিয়া প্রেম বাগান
সারা জাহানের ইথারে ইথারে, ভাসবে কেবল নূর নবীর শান।
নবী প্রেমিক মুর্শিদ আমার, করেন না ছবি ভিডিও
সার্বজনীন বয়ান শুনাতে, চালু করলেন অনলাইন রেডিও।
চলেন মুর্শিদ হক্বের পথে, বাতিল ফিরক্বার কারখানাতে
নবী প্রেমে জীবন গড়লেন, কুরআন-সুন্নাহর মতের সাথে।

হক্বের পথে যুদ্ধ করেন যিঁনি, জীবন বাজি রাখি
সিদ্দীক্বিয়া দরবারের মুর্শিদ তিনি,
ডক্টর মুহাম্মাদ আশরাফ আলীমুল্লহ সিদ্দীকী।

কবিতা :

.........এসেছে রমাদ্বন.........

লেখক : মুহাম্মাদ চয়ন ইসলাম

এসেছে রমাদ্বন, করিতে সমাধান।
মু'মিনের ঘরে, রোযাদারের তরে।
২০ রাকায়াত তারাবীহ আদায় করে,
তাহাজ্জুদ সাহরী আদায়ের নিয়ত করে।
ঘুমিয়ে যাও তুমি দরূদ পড়ে!

রমাদ্বন এসেছে তাক্বওয়া শিখাতে,
বে-নামাযি নামাযি হবে।
বে-পর্দা নারী পুরুষ পর্দা করবে,
মু'মিন মুত্তাকী অলী হবে।

এসেছে রমাদ্বন গুনাহের ক্ষমা চান!
আল্লাহর অলীর হাত ধরে,
অপরাধির মত করে।
দু'হাত তুলে মালিকের তরে,
ক্ষমা চান ক্ষমা চান ক্ষমা চান।
দিবেন রহমত মাগফেরাত ভরে,
যাবেন গুনাহগারদের নাজাতী করে।

ইফতারের সেই ক্ষণ

লেখক: মুহাম্মাদ ক্বারী সৈয়দ মেহেদী হাসান ছাব্বির

সারাদিনের তৃষ্ণা, নীরব প্রার্থনা,
মাগরিবে ভাসে রহমতের শান।
খেজুর-পানি সাজানো থালা,
আজানের সুরে কাঁপে প্রাণ।

শুকনো ঠোঁটে ধৈর্যের ছাপ,
চোখে ভেসে ওঠে কৃতজ্ঞতা
এক চুমুকে মুছে যায় ক্লান্তি,
মনে নামে শান্তির ব্যাকুলতা।

ইফতার শুধু খাবার নয়,
সংযমের মধুর জয়,
ক্ষুধার মাঝে শিখি আমরা
মানুষ হবার পরিচয়।

পাশে যদি থাকে ক্ষুধার্ত প্রাণ,
ভাগ করে দাও তোমার দান-
রমজান শেখায় ভালোবাসা,
তাকওয়াই হোক জীবনের মান।

সুন্নীয়তের সূর্যসারথী

লেখক: মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম আরিফ

যার আগমনে পালিয়ে বেড়ায়, এই দেশের বাত্বিল
তাঁর আগমন হয় সাথে নিয়ে, হক্বের অন্তমিল?

যার আগমনে পথহারা মানুষ' পেয়েছে সত্যের নিশান
তাঁর চরণ ধরবে যারা, তাঁরাই সৌভাগ্যবান !

যার আগমনে সোনার দেশে, ফোঁটে সুন্নীয়তের ফুল
তাঁর দা'ওয়াতে লাখো মানুষের' ভেঙ্গেছে মনের ভুল?

যার আগমনে বিজয় হচ্ছে' রসূলের জেনুইন ইসলাম
তাঁর খিদমতে হচ্ছে এখন, সুন্নী জামাআতের সুনাম?

যার আগমণে প্রত্যেক জেলায়, সুন্নাহ হচ্ছে জিন্দা
তাঁর বাণীতে বুঝেছে মানুষ, লেবাসধারী'দের ধান্দা?

যার আগমণে সারা বাংলার, বাতিল খাচ্ছে ধরা
তাঁর আগমণ মাহফিলে, ভক্তগণ খুশিতে আত্মহারা?

যার আগমণে প্রমাণ করে, সত্যের এক দিশারী
তাঁর সামনে সাধ্য নাই, করবে কেওও বাহাদুরি !

যার আগমনে গর্জে উঠে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'ত
তাঁর হাতে হাত রাখিয়া, জনতা হয়ে যায় বাইয়াত।

যার আগমণে কবি লেখে, মুহুর্তের মধ্যে শান
তাঁর নূরানী চেহারা দেখে, জুড়িয়ে যায় প্রাণ !

যার আগমনে আনন্দের ঢল, করতোয়ার পাড়
তাঁর সোহবত নিতে যাই, সিদ্দীক্বিয়া দরবার।

কলাম ও মতামত

◈ প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা :

"আল্লাহুম্মা ছল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সায়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ" ﷺ দরুদ শরীফটির অর্থ হলো- "আয় আল্লাহ পাক! আমাদের সর্দার, আমাদের অভিভাবক হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন"। এটি মূলত নবীজি পাক ﷺ -উনার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান জানিয়ে শান্তির বার্তা পাঠানো।

বিশ্লেষণ:

আল্লাহুম্মা (اللهم): আয় আল্লাহ্ পাক।

ছল্লি (صلِّ): রহমত বা দয়া বর্ষণ করুন।

আলা (على): ওপর বা প্রতি।

সাইয়্যিদিনা (سيدنا): আমাদের সর্দার।

মাওলানা (مولانا): আমাদের অভিভাবক (সাহায্যকারী অর্থে)।

ওয়া আলা আলি (وعلى آل): এবং তাঁর পরিবারের ওপর।

কিয়াম করতে গিয়ে আমরা যা বলে থাকি:

ইয়া নাবী সালামু আলাইকা: ও আমার নবী! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা: ও আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা: ও আল্লাহর প্রিয় বন্ধু! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

ছলাওয়া তুল্লাহ আলাইকা: আল্লাহর রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহ আপনার ওপর বর্ষিত হোক।

সংক্ষেপে মূল অর্থ: এটি মূলত নবীজি পাক ﷺ-উনার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য পাঠ করা হয়, যেখানে তাকে নবী, রাসূল ও আল্লাহর প্রিয় হিসেবে সম্বোধন করে তাঁর ওপর শান্তি ও রহমতের দোয়া করা হয়।

যে মিলাদ ও কিয়ামের দ্বারা নবীজি পাক ﷺ উনার উপর শান্তির দোয়া করা হয়, ভালোবাসা প্রকাশ করা হয়, যেখানে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালোবাসা নবীকে দেওয়া ঈমান (সহীহ্ বুখারী শরীফ ১৫ নং হাদিস শরীফ আরবি ভলিউম) সেই মিলাদের বিরোধিতা যারা করে তারা কি নবী প্রেমিক নাকি নবীর দুশমন এই উপরের অর্থ থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه বলেছেন, যে ব্যক্তি মিলাদ কিয়ামের জন্য একটি পয়সাও খরচ করবে সে আমার সাথে জান্নাতের সাথী হয়ে থাকবেন। সুবহানাল্লাহ্ !

হযরত আলী رضي الله عنه বলেছেন, যে বা যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ উনার মিলাদ ও কিয়ামের পক্ষে থাকবে সে বা তারা কখনোই বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না।

শেষ বিচারের দিনে যখন মিজানের পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তখন নবীজি পাক ﷺ উনার উপরে পাঠকৃত দরূদ অন্যের পাল্লার উপরে দিয়ে দিবেন আর তখন অন্যের পাল্লা ভারী হবে এবং আল্লাহ্ পাক ওই দরুদের উসিলা দিয়ে আপনাকে জান্নাত দান করবেন।

যে আমল দ্বারা নাজাত পাওয়ার নিশ্চয়তা আছে

আকুল আবেদন আপনারা না বুঝে মূর্খ মৌ-লোভীদের কথা শুনে সেই বহু কাল আগে থেকে প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের বিরোধিতা করে নবীর দুশমন হয়ে জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা সুগম করবেন না।

আপনাদের কাছে আকুল আবেদন আপনারা ওয়াজ শুনবেন- মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা উনার ছবি ভিডিও মুক্ত হাজার হাজার ওয়াজ ইউটিউবে আছে। সেগুলো শুনুন এবং সঠিক ইসলাম জানুন এবং মানুন এবং অন্যদেরকে মানতে দাওয়াত দিন।

✍ **মুহাম্মাদ প্রফেসর আলমগীর হুসাইন (উপাধ্যক্ষ)**

◈ মহান আল্লাহ্ পাক উনার উপর ভরসা করে এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রসূল হুজুর পাক ﷺ উনার মুহব্বত নিয়ে, আমার প্রাণ প্রিয় মহাসম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী (মুদ্দা জিল্লুহুল আলী) উনার ফয়েজ তাওয়াজ্জুহ, দোয়া ও নেক নজর মুবারকের অছিলায়, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের আকাইদ ও হানাফী মাযহাবকে সামনে রেখে "নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম ও আউলিয়া কিরাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি উনাদের শাফায়াত সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা শুরু করলাম।

বর্তমানে নবী-রসূল عَلَيْهِمُ السَّلَامُ গণের শাফায়াতকে অস্বীকারকারী দেখা যাচ্ছে। তারা বলে বেড়ায় হাশরের ময়দানে নবী-রসূলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ উনারাই ইয়া নাফছী, ইয়া নাফছী বলবে (নাউজুবিল্লাহ্)। অথচ সেটা হবে প্রিয় নবীজি ﷺ উনার শাফায়াতে কুবরা প্রকাশের একটা প্রেক্ষাপট। মূলত এর দ্বারা নবী-রসূল عَلَيْهِمُ السَّلَامُ গণের শাফায়াত অস্বীকার হয়না। তাছাড়া আল্লাহর অলীগণ ও হক্বানী আলিমদের শাফায়াত নিয়েও তাদের ইনকারসূচক কথা রয়েছে। তারা বলে থাকে, পীর-আউলিয়ারাই তো জান্নাতে যাবেন কিনা গ্যারান্টি নেই! মুরীদদের বাঁচাবে কিভাবে? একথা সত্য যে, পীর নামে ভন্ডরা কোনো অবস্থাতেই জান্নাতে যাবে না। যারা ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম আর হারামকে হালাল বলবে তারা তো পীর হতে পারে না তারা অবশ্যই ভন্ড। মনে রাখতে হবে ভন্ড কখনো পীর নয়। আর পীর কখনো ভন্ড নয়। তবে সত্যিকারের আল্লাহর অলীগণ নিশ্চয় জান্নাতে যাবেন ও উনাদের মুহব্বতের মুরীদ (যারা আল্লাহ্ পাক উনার এবং নবীজি পাক ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত, অর্থ, সময়, শ্রম ব্যয় করেছেন) তাদের শাফাআত করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন- সুবহানাল্লাহ ! তাই হক্বানী পীর-আউলিয়াগণের শাফাআত নিয়ে ইনকার করা যাবে না। হাশরের ময়দানে সর্বশেষ একজন মুমিন বান্দাও জান্নাতে যাওয়ার সময় তার আপনজনদের থেকে দুই অথবা তিনজনকে শাফাআত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে-সুবহানাল্লাহ্! এছাড়া আলিম, ফকিহ্, শহীদ, মুয়াজ্জিন, হাজী, ও ছোট শিশুরাও সুপারিশ করতে পারবে।

প্রিয় মুসলীম ভাই ও বোনেরা! এ পর্যায়ে প্রতিটি বিষয় নিয়ে "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকায় কুরআন হাদীসের অসংখ্য দলীল উল্লেখ করছি।

শাফাআতের আভিধানিক অর্থ: اَلشَّفَاعَةُ শব্দটি اسم مصدر তথা বিশেষ্যমূলক ধাতু। এটি বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মূল বর্ণ ش ف ع এবং যা جنس صحيح এর অর্থ- সুপারিশ করা, মধ্যস্থতা করা, উকালতি করা ইত্যাদি। আর যিনি সুপারিশ করেন, তাকে আরবিতে شَافِعٌ شَفِيْعٌ বলা হয়। এটি اسم فاعل এর সিগাহ। যার বাংলা অর্থ সুপারিশকারী, মধ্যস্থতাকারী ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : শাফায়াত সম্পর্কে ইমাম ইবনুল আছির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم- "শাফায়াত হচ্ছে পাপ এবং শাস্তিসমূহ থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা। *(ইবনুল আছির: আন-নিহায়াতু ফি গরিবীল হাদিস ওয়াল-আছার, ২য় খন্ড, ৪৮৫ পৃ:)*

শাফায়াত সম্পর্কে আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

الشفاعة هي التوسط بالقول في وصول الشخص ولو كان أعلى قدراً من الشفيع إلى منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية

"পার্থিব কিংবা পারলৌকিক কোনো সুযোগ সুবিধা বা উপকার লাভের জন্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট দাবি পৌঁছানোর মাধ্যম কে শাফায়াত বলা হয়।" *(আলুসী: রুহুল মা'য়ানী, ৫ম খণ্ড, ৯৭ পৃ:)*

শাফাআত সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আস-সাফারানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, الشفاعة وهي سؤال الخير للغير "অপরের জন্য কল্যাণ কামনা করাই

হলো শাফাআত। *(সাফারানী: লাওয়ামিউল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, ২০৪ পৃ:)*

মোদ্দাকথা হলো, কিয়ামত দিবসে পাপীদের ক্ষমা-মার্জনা এবং পূণ্যবানদের মর্যাদা লাভের জন্য মহান আল্লাহর নিকট নবী-রসূল عليهم السلام এবং নেক বান্দাগণের সুপারিশ করাকে শাফাআত বলে।

শাফায়াতের প্রকার প্রসঙ্গে হাফিজুল হাদিস ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

فَشَفَاعَاتُ نَبِيِّنَا سَبْعَةٌ، فَأَوَّلُهَا شَفَاعَتُهُ الْكُبْرٰى الْعَامَّةُ فِي الْخَلَائِقِ وَ الثَّانِيَةُ شَفَاعَتُهُ إِذْ يَسْجُدُ وَ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَ الثَّالِثَةُ شَفَاعَتُهُ فِيْ دُخُوْلِ سَائِرِ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَالرَّابِعَةُ شَفَاعَتُهُ فِي مَنْ دَخَلَ النَّارَ مِنْ اَهْلِ الْكَبَائِرِ وَالْخَامِسَةُ شَفَاعَتُهُ فِي بَعْضِ اَهْلِ النَّارِ حَتّٰى يُخَفِّفَ مِنْ عَذَابِه وَ السَّادِسَةُ شَفَاعَتُهُ فِيْ قَوْمٍ اِسْتَوْجَبُوْا دُخُوْلَ النَّارَ بِذُنُوْبِهِمْ وَ السَّابِعَةُ يَشْفَعُ فِيْ رَفْعِ دَرَجَاتِ أَقْوَامٍ وَ زِيَادَةِ نَعِيْمِهِمْ.

"আমাদের প্রিয় নবীজী পাক ﷺ উনার শাফাআত হলো সাত প্রকার। যথা: (১ম প্রকার হলো) সমগ্র হাশরবাসীর জন্য তাঁর মহান সুপারিশ তথা শাফাআতে কুবরা। (২য়) যখন প্রিয় নবীজী পাক ﷺ উনার রবকে সিজদা করবেন এবং প্রশংসা করবেন তখন উনার সুপারিশ। (৩য়) জান্নাতবাসীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য উনার সুপারিশ। (৪র্থ) কবীরা গুনাহকারীদের জন্য, যারা (তাদের গুনাহের জন্য) জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৫ম) জাহান্নামের অধিবাসী কিছু লোক তাদের আযাব হালকা করার জন্য। (৬ষ্ঠ) এমন লোকদের জন্য যাদের পাপের কারণে জাহান্নাম অপরিহার্য হয়েছে। (৭ম) জান্নাতীদের মর্যাদা ও নিয়ামত বৃদ্ধির জন্য। *(যাহাবী: ইসবাতুশ শাফাআত, ২০ পৃ:) (অসমাপ্ত- পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)*

মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ সিদ্দীকী

এক জীবন্ত কারামতের অভিজ্ঞতা দাখিল পরীক্ষা ২০২৫

২০২৫ সালের ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার আমার দাখিল পরীক্ষার দিন। আমাদের হলের ১৭ জন পরীক্ষার্থী সকাল থেকেই উৎকণ্ঠায় ছিল। কারোর প্রস্তুতি তেমন ভালো নয়! আর প্রত্যেকের মাথাতেই চিন্তা- উত্তীর্ণ হতে পারবো কি'না! আমিও তাদের দলেরই একজন। আর তেমন মেধাবী ছাত্রও না। সকাল ১০ টায় নৈমিত্তিক পরীক্ষার কাগজ হাতে পেলাম। প্রথম ২০ মিনিটে একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে পারিনি। বাকি ১০ মিনিটে পাশের পরীক্ষার্থীর সহযোগিতা নিয়ে কয়েকটি বৃত্ত পূরণ করলাম, বাকিগুলো নিজের অনুমান অনুযায়ী।

এরপর সৃজনশীল প্রশ্নপত্র হাতে পেলাম। সবকয়টা প্রশ্নই আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। দেড় ঘন্টা কেটে গেলো, আর বাকি ছিল এক ঘন্টা! "হবে নাকি হবে না"- এই চিন্তায় লেখা শুরু করলাম। প্রায় তিনটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিলাম, তবে নিজেও জানি এগুলো ঠিক ছিল না। ঠিক তখনই পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা বাজল। দুঃচিন্তা নিয়ে বাসায় ফিরলাম, রেজাল্টে উত্তীর্ণ হওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন।

পরীক্ষার আগের জুমআ'য় দরবার শরীফে সাক্ষাতের সময় মুর্শিদ ক্বিবলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সালাম জানিয়ে বললাম, "আব্বাজান, আমার আগামী দশ তারিখে দাখিল পরীক্ষা। প্রস্তুতি তেমন নেই, আমার জন্য দোয়া করবেন।"

মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন:

"চিন্তা করবেন না বাবা। আল্লাহ্ পাক রহমত নাযিল করবেন, গয়েবী মদদ করবেন, ইনশা-আল্লাহ্।"

রেজাল্টের দুদিন আগে মনে মনে উৎকণ্ঠায় ছিলাম। ভয় আর উৎকণ্ঠা নিয়েই মুর্শিদ ক্বিবলা উনাকে মেসেজ করলাম- "আব্বাজান, দশ তারিখে দাখিল পরীক্ষার রেজাল্ট হবে। আমার জন্য দোয়া করবেন।"

তিনি উত্তর দিলেন:

"হক্বের দা'ওয়াতের মুজাহিদের জন্য দোয়া রইল। নবীজি পাক ﷺ উনার উছিলায় গয়েবী মদদ নাজিল করবেন- ইনশা-আল্লাহ্।"

এই কথায় আমার মনে হলো, আল্লাহর বরকত সত্যিই অলীদের দোয়ায় রয়েছে। বিশ্বাস স্থির রেখে দরবারে হাদিয়া দিলাম, যাতে মুর্শিদ ক্বিবলার অসীলার খাতিরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি।

মহান আল্লাহ্ পাক সূরা ত্বলাক ৩ নং আয়াত শরীফে বলেছেন:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

অর্থ : আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক উনার উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

হাদিসে কুদসিতেও বলা হয়েছে:

إِنَّ عَبْدِي يَقْرَبُ إِلَيَّ بِالنَّفْلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَأَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِن سَأَلَنِي لأُعْطِيَهُ

অর্থ : "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে; আমি তাকে ভালোবাসলে আমি তার কান হয়ে যাই, চোখ হয়ে যাই, হাত হয়ে যাই, পা হয়ে যাই। যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি অবশ্যই তাকে তা দিই।" (সহীহ বুখারীঃ ৬৫০২, সহীহ মুসলিমঃ ২৬৮৬) পরীক্ষার ফলাফলে ১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শুধুমাত্র আমিই উত্তীর্ণ হলাম বাকী ১৬ জনই উত্তীর্ণ হতে পারেনি ! এটি আমার অহংকার নয়, বরং মুর্শিদ ক্বিবলার জীবন্ত কারামত। যেখানে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরাও ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে আল্লাহ্ পাকের রহমত এবং মুর্শিদের দোয়া আমার জন্য অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে মুর্শিদের অসীলায় পবিত্র দোয়া জীবনের দূর্ভাবনাকেও চমকপ্রদভাবে সফলতায় পরিবর্তন করতে পারে।

✍ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আল মারুফ

বি:দ্রঃ কলাম ও মতামত বিভাগের লেখনীর জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

✪ সিদ্দীক্বিয়া বোরকা হাউস

এখানে সৌদি, দুবাই, ইরানি দেশি-বিদেশি উন্নতমানের বোরকা, খিমার তৈরি করা হিজাব বোরকা, স্কার্প, ওড়না, বোরকার পিছ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

(বিঃ দ্রঃ এখানে জায়নামাজ ও আতর পাওয়া যায়।)

প্রোঃ মুহাম্মাদ মোফাজ্জল হোসেন মুকুল

মোবাইল : ০১৭২৮-১৬২৮৭৮

ঠিকানা : শেরশাহ্ নিউ মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড), রুম নং ৪০/৪১, শেরপুর, বগুড়া।

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ কোন কালিমার জিকির ৭ আসমান ৭ জমীন হতেও ভারী?

উত্তর : নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, ৭ আসমান ৭ জমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয় তবুও

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ ﷺ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (ﷺ) পাল্লাই ওজনে ভারি হবে এবং এর পরিধি আরশের নিচে স্থানও সংকুলান হবে না । *(ফাঃ আঃ)*

❖ কখন প্রতি কদমে ১ বছর নফল নামাজ ও রোজার ছওয়াব হয়?

উত্তর : নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন ১. ভালভাবে জামাকাপড় ধুইবে ২. উত্তমরুপে গোসল করবে ৩. আগে আগে মসজিদে যাবে ৪. পায়ে হেঁটে যাবে ৫. ইমামের কাছাকাছি বসবে ৬. মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনবে ৭. কোন কথাবার্তা না বলবে। জুমার দিন এই ৭টি বিষয়ের উপর আমলকারীদের আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি কদমের বিনিময়ে ১ বছরের নফল নামাজ ও ১ বছরের নফল রোজার ছওয়াব দান করবেন। *(তিরমিযী, মিশকাত)*

❖ কিভাবে ১০০ নফল হজ্বের ছওয়াব লাভ করা যায়?

উঃ নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার

سُبْحَا نَ اللهِ

সুবাহানাল্লাহ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তাকে ১০০ নফল হজ্বের ছওয়াব দান করবেন। *(আহমদ, নাসাঈ শরীফ)*

আল্লাহু আকবার বলার দ্বারা আসমান জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে নুরে ভরপুর করে দেয়া হয় এবং বেশি বেশি পড়ার দ্বারা ইমান তাজা হয়।

❖ কিভাবে ১০ লক্ষ-৭ কোটি ছওয়াব এবং ১ লক্ষ গুনাহ্ মাফ হয়?

উত্তর : নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে এই দোয়া পড়বে আল্লাহ তায়ালা তাকে ১ লক্ষ ছওয়াব দান করবেন ১ লক্ষ গুনাহ্ মাফ করবেন। ১ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, জান্নাতে ১টি বালাখানা তৈরি করে দিবেন।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

রমাদ্বনে ৭০ কদরে ৬০ গুন বেশি-

উচ্চরণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হায়ুল্লাইয়ামুতু। বিয়াদিহীল খইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং কৃদীর। *(তিরমিযী, মিশকাত)*

❖ কোন আমলে অর্ধেক দিন তাছবীহ পড়ার ছওয়াব হয়?

উত্তর : নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি এই তাছবীহ ৩ বার পাঠ করবে সে অর্ধেক দিন তাছবীহ তাহলীল পড়ার চেয়েও অধিক ছওয়াব লাভ করবে।

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

উচ্চারণ : সুবহা নাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী আদাদা খলকিহী ওয়ারিদ্বা নাফছিহী ওয়াজিনাতা আরশিহী ওয়ামিদাদা কালিমাতিহী । *(মুসলিম, তিরমিযী)*

✪ যমুনা বস্ত্র বিতান

এখানে শার্ট পিচ, প্যান্ট পিচ, পাঞ্জাবী পিচ, ব্লেজার পিচ, থ্রী-পিচ, বোরকার পিচ, সালোয়ার কামিজের কাপড় সহ বোরকা, স্কাপ, ওড়না তৈরী এবং যাবতীয় থান কাপড় পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

সত্ত্বাধিকারী :

প্রভাষক মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম ০১৭৪২-৮৬৫৮৩০

প্রভাষক মুহাম্মাদ সুজাত আলী- ০১৭৪৪-৬৬৪৮৭৬

পরিচালনায় : মুহাম্মাদ সোহান- ০১৩০৮-০৭৭৫৯৭

ঠিকানা : শেরশাহ্ নিউ মার্কেট, আন্ডারগ্রাউন্ড, রুম নং-২৮/২৯, শেরপুর, বগুড়া।

মাসআলা-মাসায়েল

নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ :

✪ ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া পড়তে হয় :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ۞

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লহি।

অর্থ : মহান আল্লাহর নামে বের হয়ে, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। *(তারগীব, হিসনে হাসীন)*

✪ নিজের চেহারা আয়নায় দেখার সময় এ দোয়া পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ ۞

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাসসাংতা খলক্বী ফাহাস সিন খুলুকী।

অর্থ : ও রব্বুল আলামীন আপনি আমার আকৃতি এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন। *(তারগীব, হিসনে হাসীন)*

✪ কবরের উপর মাটি দেবার সময় এ দোয়া পড়তে হয় :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ۞

উচ্চারণ : মিনহা খলাক্বনাকুম ওয়া ফীহা নুয়ি'দুকুম ওয়ামিনহা নুখরিজুকুম তারোতান উখরো।

অর্থ : যা হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তোমাদের ফিরায়ে নেয়া হবে পুনরায় তা হতে দ্বিতীয়বার বের করা হবে। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ সিদ্দীক্বিয়া গার্মেন্টস

এখানে ছোট-বড় ছেলেদের উন্নতমানের শার্ট, প্যান্ট, গেঞ্জি, ট্রাউজার সহ যাবতীয় তৈরি পোশাক বিক্রয় করা হয়।

প্রো. মুহাম্মাদ মিরাজ

মোবাইল : ০১৭৭২-৯২৮৫৮৪

ঠিকানা : রেলওয়ে, কড়িতলা হকার্স মার্কেট, বগুড়া।

✪ কবর যিয়ারতের দোয়া :

কবর স্থানে গিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে হয়।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ وَالْمُؤْ مِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُ لَّنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَارِ ۞

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাতি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম। আংতুম সালাফুল্ লানা ওয়া নাহনু বিল আছার।

অর্থ : আপনাদের প্রতি আমাদের সালাম হে কবরবাসী মুমিন নর- নারীগণ, হে মুসলিম নর-নারীগণ আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দিন আমাদের ও আপনাদের গুনাহ্সমূহ। আপনারা আমাদের আগে গমণকারী এবং আমরা আপনাদের অনুসরণকারী। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ কোনো বিপদে পড়লে এ দোয়া পড়তে হয় :

কোন বিপদে পড়লে বা বিপদের আশঙ্কা দেখলে নিম্নের দোয়া পাঠ করবে।

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ۞

উচ্চারণ : হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিমাল ওয়াকীল্ আলাল্লহি তাওয়াক্কালনা।

অর্থ : আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্তম কার্য নির্বাহক এবং তার উপরই আমাদের ভরসা। *(তারগীব, হিসনে হাসীন)*

✪ ইনকিলাব বুক বাইন্ডিং

এখানে স্কুল, কলেজের বই, গাইড, খাতা, থিসিস বই, মেডিকেল বই সহ সকল প্রকার মোটা বই খন্ড আকারে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে বাঁধাই করা হয়। বিঃ দ্রঃ এখানে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরের ব্যাটারী চেঞ্জ করা হয়।

প্রো : মুহাম্মাদ শিপন শেখ

মোবাইল : ০১৯২৭-৪৯৩২৫৬

ঠিকানা : পলাশ পেপার, ২নং রেলগেট, তালুকদার মার্কেট, বগুড়া।

ফযীলতপূর্ণ দরূদ শরীফ

দরুদে হাজারীর ফযীলত

১। বিশ্ব বরেণ্য আলেমে রব্বানী, আশেকে রাসুল ﷺ, ওলিয়ে কামেল মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ দরূদ শরীফটি নিয়মিত এবং অত্যন্ত মহব্বত সহকারে পাঠ করতেন। এ দরূদ শরীফ এর বরকতে তিনি প্রায় সময় প্রিয় নবী ﷺ উনার দীদার লাভ করতেন।

২। আল্লামা সাখাভী রহমাতুল্লহি আলাইহি "দুর্‌রে মুনাজ্জাম" নামক কিতাবের উদ্বৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন- যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফটি নিয়মিত মহব্বত সহকারে পাঠ করে, তিনি প্রিয় নবী ﷺ কে স্বপ্নে দর্শনে ধন্য হবেন, তাঁর সুপারিশ লাভ করবেন, হাউজে কাউসারের পানি পানে তৃষ্ণা নিবারণে সক্ষম হবেন, দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবেন এবং বেহেশততে দাখিল হবেন। উল্লোখ্য যে, 'হারামাঈন শরীফাঈন' এর মধ্যে এ দরূদ শরীফটি বহুলভাবে প্রচলিত ছিলো।

৩। পুর্ণ মহব্বতের সাথে ৩ বার এই দরূদ শরীফ কবরস্থানে পাঠ করলে, আল্লাহ তা'আলা তার বরকতে ৮০ বৎসরের কবর আযাব ঐ কবর স্থান হতে উঠিয়ে দেন, ৪ বার পাঠ করলে, কেয়ামত পর্যন্ত আযাব উঠিয়ে দিবেন।

৪। যদি কেউ ২৪ বার এ দরূদ শরীফ পাঠ করে তার সাওয়াব মৃত পিতা-মাতাকে দান করেন, তবে তিনি যেন পিতা-মাতার সমস্ত দাবী পূর্ণ করলেন। মহান আল্লাহ তা'আলা তার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের কবর যিয়ারতের জন্য ১০০০ (এক হাজার) ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন, তারা কেয়ামত পর্যন্ত উক্ত কাজে নিয়োজিত থাকবেন। আমলকারীর এ আমলের বরকতে তার দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত সমস্যার সমাধান আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে করে দিবেন।

৫। সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া জন্য দৈনিক বা'দে নামাযে ফজর এবং বা'দে এ'শা কম

পক্ষে চার বার মহব্বত সহকারে এ দরূদ শরীফ পড়ে এর উসিলায় দো'আ করবেন।

৬। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যাদের স্মরণ-শক্তি কম বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে ঐ নিয়মে পাঠ করে সেই পানিতে ফুঁক দিয়ে নিয়মত পান করবেন।

৭। ক্যান্সার, কিডনী, পাথর, জরায়ু, প্রস্রাবের রোগ অথবা যে কোন দূরারোগ্য রোগ নিয়ে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তারা আশু নিরাময়ের জন্য অথবা শারিরীক কষ্ট কমে যাওয়ার জন্য নিয়মিত বা'দে ফজর এবং বা'দে এ'শা পূর্ণভক্তি সহকারে ৪ বার এ দরূদ শরীফ পাঠ করে পানিতে, সম্ভব হলে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ কর ফুঁক দিয়ে সেই পানি পান করবেন কমপক্ষে ৪০ দিন। সারা জীবন পান করলে আরো বেশি উপকৃত হবেন।

৮। গর্ভবতী মহিলারা গর্ভকালীন সময়ে এ নিয়মে দরূদ শরীফ পাঠ করলে মা ও সন্তান ইনশা-আল্লাহ নিরাপদে থাকবেন।

৯। মানসিক অশান্তি অথবা মামলা-মোকদ্দমায়, অর্থ কষ্টে জর্জরিত শোকে কাতর, উৎপীড়িত ব্যক্তিরা একই নিয়মে এ দরূদ শরীফ পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে সমস্যার সমাধান হবে এবং শান্তিতে থাকবেন।

১০। নিয়মিত ভাক্তি সহকারে দুরূদে হাজারী শরীফ পাঠকালীন জীবনের অন্ধকারপথ আলোকিত হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ।

১১। যে কোনো কাজে যাওয়ার পূর্বে মহব্বতের সাথে ৪ বার দুরূদে হাজারী শরীফ পাঠ করে গেলে আপনার ঐ কাজ সুসম্পন্ন হবে ইনশা-আল্লাহ।

১২। পিতা-মাতা সহ অন্যান্য মুরব্বীগণের (যারা ইন্তেকাল করেছে) ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে আপনি ২৪ বার এ দরূদ শরীফ পাঠ করলে আপনার জীবনের সকল আশা পূর্ণ হবে ইনশা-আল্লাহ।

১৩। মনে রাখবেন, দরূদে হাজারী শরীফ আপনি যতবার ঈমানদার কবর বাসীদের জন্য পড়ে যাবেন, তার সমপরিমাণ বরকত ও সাওয়াব আপনার মৃত্যুর পর মেহেরবান আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মেহেরবানী করে দান করবেন।

১৪। উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করার পরে আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য সূরা তওবার শেষ দু'টি আয়াত ৭ বার পড়বেন। ইমাম ছিররে ছখতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ আয়াত দু'টি মহব্বতের সাথে তিলাওয়াত করার কারণে প্রিয় নবী ﷺ তার মুখে চুম্বন দিয়েছিলেন।

সূরা তওবার শেষ আয়াত দু'টি :

"লাক্বদ জা-আকুম রাসুলুম্ মিন আনফুসিকুম আযীযুন আলায়হি মা আনিত্তুম হারীসুন আলাইকুম বিল মু'মীনীনা রাওফুর রাহীম। ফা-ইন তা- ওয়াল্লাউ ফা-কুল হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলায়হি তা-ওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম"।

১৫। যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করে, তখন ঐ দু'আ এবং আকাশের মাঝখানে একটি পর্দা পড়ে থাকে, যা ভেদ করে দো'আ উপরে উঠতে পারে না যতক্ষন না সে নবীজি পাক ﷺ এবং তার বংশধরদের জন্য দরূদ শরীফ পাঠ না করে। দরূদ শরীফ পাঠ করলে ঐ পর্দা ছিন্ন হয়ে যায় এবং দু'আ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়। দরূদ শরীফ পাঠ না করলে দো'আ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

১৬। নিয়মিত মুহব্বত সহকারে দরূদ শরীফ পাঠকারীর জন্য রয়েছে চারটি বিশেষ রহমত

ক। ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়, খ। মৃত্যুও যন্ত্রণা সহজ হয়, হিসেব-নিকেষ সহজ হয়, ঘ। বেহেশত নসীব হয়।

নিয়তিম দরূদে হাজারী শরীফ পাঠকারীর আমলনামায় বেশি বেশি "বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম" পাঠ করার বরকত হাসিল হয়। দরূদে হাজারী শরীফ "বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহিম" আছে মোট ২৫ (পঁচিশ) বার। যে ব্যক্তি বেশি বেশি "বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম" পাঠ করে, আল্লাহ তার মৃত্যু যন্ত্রণা ও মুনকার নকীরের সওয়াল-জওয়াব সহজ করে দেন। তার কবর আলোকিত এবং প্রসস্থ করে দেন।

১৭। এ আমলের বরকতে কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা সত্বর মুক্তি পায় বিদেশে আটকে পড়া ব্যক্তিরা দেশে ফিরবার উপায় হয়ে যায়। বিরহ দগ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়ে যায়, অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের বিবাহ হয় এবং বেকার লোকদের চাকুরীর ব্যবস্থা হয়ে যায়। পরীক্ষার

আশাতীত সফলতা লাভ করা যায় এবং আখেরাতের প্রত্যেক কাজে বরকত লাভ হয়।

১৮। হাশরের ময়দানে যাদের আমলনামায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) বার "বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম" পাওয়া যাবে তাদেরকে আরশের নীচে ছায়াদান করা হবে। সুতরাং এ দরূদ শরীফ পাঠে ৪০,০০০ বার দরূদ পড়ার সাওয়াব হাসিল হয়।

মোটঃ উল্লেখ্য যে, দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার যিকিরও বিদ্যমান। কেননা, অধিকাংশ দরূদ শরীফের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মুবারক নাম "আল্লহুম্মা" শব্দটি বিদ্যমান, যা আল্লাহ তাআ'লার যাত (সত্ত্বা) এবং সিফাত (গুনাবলী) এর আয়না স্বরূপ।

১৯। হযরত হাসান বসরী রহমতুল্লাহি আলাইহি এবং অন্যান্য বুযুর্গানেদ্বীন হতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে "আল্লাহুম্মা' শব্দ দিয়ে স্মরণ করে, তিনি তার সমুদয় "আসমায়ে হুসনা' (সুন্দর গুনবাচক নাম সমূহ) সহকারে স্মরণ করলেন। মুহব্বত সহকারে নিয়মিত দরূদ শরীফ পাঠ করলে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মজীদে দরূদ শরীফ পাঠের যে আদেশ করেছেন তা পালন করা হয় নিঃসন্দেহে।

২০। পাক ভারত উপমহাদেশের বুযুর্গানেদ্বীন এবং উলামায়ে কেরাম দরূদে হাজারী শরীফকে কবরস্থানের দরূদ শরীফ বলে অবহিত করে থাকেন। কবর যিয়রতের সময় পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা সমুহের সাথে দরূদে হাজারী শরীফ পাঠ করাকে অতি উত্তম বলে মনে করে থাকেন।

২১। "বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রহীম" সমৃদ্ধ এ দরূদ শরীফকে দুরূদে আজম নামেও অভিহিত করা হয়।

✪ সরকার ফাস্ট ফুড কসমেটিক্স ও ভ্যারাইটি ষ্টোর

প্রো. মুহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ

মোবাইল: ০১৯০৪-৮১৬১১৩

ঠিকানা: মসজিদ মার্কেট, কালাই, জয়পুরহাট।

দরূদে হাজারী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الصَّلٰوةُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিম মা'দামাতিছ ছলাত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الرَّحْمَةُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিম মা'দামাতির রহমাত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ مَّادَامَتِ الْبَرَكَاتُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিম মা'দামাতিল বারোকাত।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى حَقِيْقَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْحَقَائِقِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা হাক্বিক্বতি সায়য়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল হাক্বায়িক্ব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نُوْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْاَنْوَارِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা নুরি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল আনওয়ারি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْاَرْوَاحِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা রুহি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল আরওয়াহ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى صُوْرَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الصُّوَرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা ছুরাতি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিছ ছুয়ার।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رَأْسِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الرُّؤُسِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা রা-সি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফির রুয়ুস।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى شَعْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الشُّعُوْرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা শা'রি সায়য়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিশ শুয়ুর।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى جَبْهَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الْجِبَاهِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা জাবহাতি সায়য়িদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল জিবাহ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى عَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الْعُيُوْنِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা আইনি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল উয়ুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اُذْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاٰذَانِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা উজ্নি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল আযান।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى وَجْهِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الْوُجُوْهِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা ওয়াজহি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল ওজুহ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى صَدْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الصُّدُوْرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা ছদরি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিছ ছুদুর।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى نَفْسِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى النُّفُوْسِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা নাফসি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিন নুফুস।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى قَلْبِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُلُوْبِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা কলবি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল কুলুব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা জাসাদি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল আজসাদ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى اِسْمِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ فِى الْاَسْمَاءِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা ইসমি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল আসমা'।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْقُبُوْرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা ক্ববরি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল কুবুর।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى تُرْبَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ فِيْ التُّرَابِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা তুরবাতি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিত তুরাব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى رَوْضَةِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الرِّيَاضِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা রওদ্বাতি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফির রিয়াদ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى دَارِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الدُّوَرِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা দারি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিদ দুওয়ার।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَسْجِدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْمَسَاجِدِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা মাসজিদি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল মাসাজিদ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى بَلَدِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ فِيْ الْبِلَادِ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আ'লা বালাদি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিং ফিল বিলাদ।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَ نُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَبِيْهِ وَ اُمِّهٖ وَاٰلِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَ اَجْدَادِهٖ وَ جَدَّاتِهٖ وَ اَزْوَاجِهٖ وَ ذُرِّيَاتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَحْبَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ : ওয়া ছল্লাল্লাহু তাআ'লা আ'লা খইরি খলক্বিহি ওয়া নুরী আরশিহি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আবিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আলিহি ওয়া আহলি বাইতিহি ওয়া আজদাদিহি ওয়া জাদ্দাতিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আহবাবিহি আজমাইন বি-রহমাতিকা ইয়া আর-হামার র-হিমীন।

✪এশিয়া গার্মেন্টস এন্ড বয়েজ গ্যালারী ও সিদ্দীক্বিয়া ফ্যাশন

এখানে যাবতীয় গার্মেন্টস সামগ্রী ও ছেলেদের সকল প্রকার তৈরি পোশাক পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম সিদ্দীকী

মোবাইল: ০১৭৯৬-৮৮৩৭০১, ০১৭৭৫-৭৩৮৭৫১

দোকান নং-১,২ এবং দোকান নং-৯, ১০, তালুকদার নিট মার্কেট, অগ্রণী ব্যাংকের সামনে হাসপাতাল রোড, কালাই, জয়পুরহাট।

✪ গ্রামীণ যুব সমাজ কল্যাণ সংস্থা

শিবগঞ্জ শাখা

ব্যবস্থাপক: মুহাম্মাদ জহুরুল ইসলাম

মোবাইল : ০১৭৬০-৪৩০১৭৬

সমাজসেবা নিবন্ধন নং- বগুড়া-৬৭১/২০০০

সনদ নং-২১১২-০১১৯৭-০০৮৪০

প্রধান কার্যালয় : রহবল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

দরূদে তুনাজ্জিনা-এর ফজিলত

১. কোনো ব্যক্তি চাকুরী হারানো বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে বা মোকদ্দামায় জয়ী হবার আশা না থাকলে খাছ নিয়তে এক হাজার বার দরূদে তুনাজ্জিনা পাঠ করে দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন।

২. ফজর ও মাগরিবের নামাযান্তে এ দরূদ নিয়মিত পাঠ করলে সে ব্যক্তি সকল প্রকার বিপদ হতে মুক্ত থাকবে।

দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰي اٰلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ
وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ
جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلٰي الدَّرَجَاتِ
وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصٰى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي
الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

✪ কাজী মমতাজ ফার্নিচার গ্যালারী

প্রো. কাজী মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আল মাসুম

মোবাইল : ০১৬০১-৫৯২৭৩৮

ঠিকানা : গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

✪ আল-মদিনা ক্লথ ষ্টোর

এখানে সকল প্রকার শাড়ী, লুঙ্গী সহ থান কাপড় সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ দুলু মিয়া

মোবাইল : ০১৭৩৩-২৮৬৪৬৩

ঠিকানা : কাপড়পট্টি, ঝাড়বাড়ী হাট, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ছলাতান্ তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীয়িল্ আহ্ওয়ালি ওয়াল্ আফাতি, ওয়া তাক্বদী লানা বিহা জামীয়িল্ হাজাতি, ওয়া তুত্বহ্হিরুনা বিহা মিন্ জামীয়'স্ সাইয়্যিআতি, ওয়া তার্ফাউনা বিহা ই'ন্দাকা আ'লাদ্দারাজাতি, ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্ছাল্ গয়াতি মিন্ জামীয়িল্ খইরাতি ফিল্ হায়াতি ওয়া বা'দাল্ মামাতি। ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বদীর্। বিরহ্মাতিকা ইয়া আর হামার রহিমীন।

✪ হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া ফার্নিচার

প্রো. মুহাম্মাদ শাহ্ আলম

মোবাইল : ০১৯০২-৫৭৯২২৩

ঠিকানা : পূর্ব দপনিয়া, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

✪ কাজী মমতাজ মেডিকেল হল

প্রো. মুহাম্মাদ মাসুদ

মোবাইল : ০১৭১৫-২৫৮৩৭৮

ঠিকানা : তাতকুড়া বাজার, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।

আসসালামু আলাইকুম- প্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা, আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি তবে বাস্তবে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আপনার লেখা কিতাবগুলো পড়ি। অতিশীঘ্রই আপনার দরবার শরীফে আসবো ইনশা-আল্লাহ্ । আমার জন্য খাছ করে দোয়া করবেন।

মুহাম্মাদ ক্বারী ফরজ আলী (ফয়েজী)

আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

হক্বের দা'ওয়াত ফেসবুক পেজের এডমিন

মুহাম্মাদ ফরিদুল ইসলাম

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এ টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (১০ম গ্রেড) পদে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ক্বদমে দোয়া চেয়েছেন।

সম্পাদকীয়

৯ম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে নবীজি ﷺ ও অলী-আউলিয়াদের অধ্যায় বাদ, সমকামীতা প্রতীক অন্তর্ভুক্ত : শিক্ষাজগতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংকট

সম্প্রতি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ৯ম শ্রেণির ইংরেজি বই এবং আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে দুটি বিষয় শিক্ষাজগতে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে-যা শুধু শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন নয়, বরং জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার প্রশ্ন উত্থাপন করছে।

প্রথমত, আলিয়া মাদ্রাসার ৯ম-১০ম শেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ উনার রওজা শরীফ, ইলমে তাসাউফ এবং পীর-অলীদের অধ্যায় বাদ দেওয়ার ঘটনা বিদ্বেষমূলক কৌশল হিসেবে দেখা যাচ্ছে। নবীজি পাক ﷺ উনার প্রতি এবং অলী-আউলিয়াদের প্রতি গভীর বিদ্বেষকে স্বীকৃতি দিয়ে পাঠ্যপুস্তক সাজানো হয়েছে।

রসুলুল্লাহ ﷺ উনার রওজা শরীফ মুসলিমদের হৃদয়ের সবচেয়ে পবিত্র কেন্দ্র। তাসাউফের শিক্ষা নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ প্রতিটি ইবাদতের অন্তর্নিহিত গঠনকে পূর্ণতা দেয়। পীর ও অলী-আউলিয়াদের ইতিহাস ও চর্চা শিক্ষার্থীদের আধ্যাত্মিক গাইড হিসেবে কাজ করে। এই অধ্যায়গুলো বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের থেকে ইসলামের অন্তর্নিহিত শিক্ষা, ইতিহাস এবং ভালোবাসার পাঠ কেটে ফেলা হয়েছে।

এটা থেকে স্পষ্ট- কথিত আহলে হাদীস ও সালাফি চক্রের ষড়যন্ত্রই এই সংস্কারের মূল কারণ। এটি শুধু পাঠ্যক্রম নয়, নবীজি পাক ﷺ উনার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশের সরাসরি নিদর্শন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا

অর্থ : নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব। (সূরা আহযাব-৫৭ নং আয়াত শরীফ)

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

অর্থ : যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত নয়। (সহীহ্ বুখারী-৫০৬৩ নং হাদীস)

আল্লাহ্ পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন,

مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

অর্থ : আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ্ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোনো অলীর সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।*(বুখারী-৬৫০২)*

দ্বিতীয়ত, অন্যদিকে হাইস্কুলের ৯ম-১০ম শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের কিছু অংশে এলজিবিটি বা সমকামীতা সম্পর্কিত প্রতীক এবং ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও তীব্র সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামী আচরণ হারাম এবং কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট নিন্দার আওতায়-যেমন পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক বলেন:

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ : "আর (প্রেরণ করেছি) লূত عليه السلام কে। যখন তিনি তাঁর কওমকে বললেন, 'তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকূলের কেউ করেনি'? *(সূরা আল-আ' রাফ ৮০ নং আয়াত শরীফ)*

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

অর্থ : 'তোমরা তো নারীদের ছাড়া পুরুষদের সাথে কামনা পূর্ণ করছো, বরং তোমরা সীমালজ্ঘনকারী জাতি'। *(সূরা আল-আ' রাফ ৮১ নং আয়াত শরীফ)*

নবীজি পাক ﷺ সতর্ক করেছেন যে, এমন কাজ কবিরা গুনাহ।

সরকারের প্রতি আহবান :

পাঠ্যবইয়ে সমকামীতা বা এলজিবিটি সম্পর্কিত প্রতীক শিক্ষার্থীদের কাছে "স্বাভাবিক" বা "গ্রহণযোগ্য" হিসেবে উপস্থাপন করা হলে এটি ইসলামের নৈতিক শিক্ষা এবং প্রজন্মের নৈতিক বিকাশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার জন্য আমরা নবনির্বাচিত নবীপ্রেমিক প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের শিক্ষা প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি- ২০২৬ সালের হাইস্কুলের ৯ম শ্রেণির ইংরেজি বই অবিলম্বে সংশোধন করে বিতর্কিত প্রতীক ও অধ্যায় প্রত্যাহার করা, আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে পূর্বের ন্যায় মুহাম্মাদ ﷺ উনার রওজা শরীফ, ইলমে তাসাউফ এবং পীর-অলীদের অধ্যায় যুক্ত করা, আগের বই দ্রুত অপসারণ করে সংশোধিত বই দ্রুত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে পাঠ্যবই প্রণয়নে হক্বানী অলী-আউলিয়া, আলেম-ওলামা, নৈতিকতা বিশেষজ্ঞ ও অভিভাবক প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

◈নবীজি পাক ﷺ ও অলী-আউলিয়াদের প্রতি বিদ্বেষমূলক পদক্ষেপ এবং সমকামীতা/এলজিবিটি প্রতীক শিক্ষাজগতে এক গভীর অশনী সংকেত। এই বিষয়গুলো দ্রুত সংশোধন না করলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমজনতা সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুলবে। শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র জ্ঞান নয়, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক স্থিতিশীলতা রক্ষার মাধ্যম- এটি নিশ্চিত করতে হবে।

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"আখেরী নবীজি ﷺ ও হক্বানী অলীদের দুশমনদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোনো বাড়াবাড়ি নেই" (সূরা বাকারা- ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (সূরা আলে ইমরান- ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘণ্য অপরাধ" (সূরা বাকারা- ১৯১ এবং ২১৭)।

আল্লাহপাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও সমস্ত নবী রসূল عليهم السلام গণ ও আওলাদে রসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণ ও হক্বানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগাভাগি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সু ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টায় মিথ্যা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত-

অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন :
ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি তথা "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস" গণতন্ত্র করা, তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে বলা, ভাস্কর্য হারাম আর ছবি-ভিডিওকে হালাল বলা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফুরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুঁড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি-ভিডিও ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রামের ভিডিও পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারণের ইজ্জত নষ্ট করা, সারা দেশ অচল করে দেবো বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা,

নবীগণ ভুল করেছেন বলা, সাহাবীগণ মূর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌ-লোভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং তাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি পাক ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল রুমাল ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নাত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নাতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাঁধা দিয়ে কুফরী করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ্

হুজুরপাক ﷺ ও হক্বানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করা এবং মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার কোনো আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন প্রকাশ্য ময়দানে বাহাসে বসে।

তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে-"সাহাবায়ে কেরাম ﷺ গণের যুগে মিলাদ" সহ উনার দলীলভিত্তিক লিখিত অসংখ্য কিতাব গুলো এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।"
"হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকারও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)* ।

বাহাসের প্রাথমিক শর্তসমূহ :

১। বাহাসের শুরুতেই উভয় পক্ষ নিজেদের আক্বীদা ও আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাস করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে না ।

২। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ তাদের পেশার নাম ও দলের নাম ঠিকানাসহ নিজ হাতে স্বাক্ষর করবে। বাহাসের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনেরো দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট রিসিভ কপিভিত্তিক দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষকে জেলা প্রশাসকের ও পুলিশ সুপারের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারণ দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাস বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনা মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা সন্ত্রাসী-জঙ্গী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৪। ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অথবা প্রতি জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাস হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা সন্মানিত জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, এসপি সাহেবের রুমে, ইউএনও-ওসির রুমে অথবা অন্য কোনো সংকুচিত পরিসরে বাহাসে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে)

৫। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করে বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে, সারাজীবন তাদের সত্য মত-পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আমাদের সাথে বসলে প্রকাশ্য ময়দানেই বসতে হবে কোনো বদ্ধ পরিসরে আমরা বাহাস করিনা।

৬। বাহাস কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ডিসি, এসপি বা থানা রুমের বদ্ধ জায়গায় হবে না। বাহাসের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতীত কোনো তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলীলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমাণিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাস অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি-ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে এটি হারাম। *(বুখারী শরীফ ২২২৫ ও মুসলিম শরীফ-২১১০ নং হাদীস শরীফ)*

৭। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাসের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাসের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাসে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী করে পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা করলে তারা আইনে সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৮। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোরও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেওয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২, ২৩ ও **১১১**নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টা ও ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার কুদরত ব্যতীত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত প্রমাণ করা। কারণ তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহ্ ওয়ালা তৈরীর লক্ষ্যে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ পাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" *(সূরা বাক্বারা : ৪২ নং আয়াত শরীফ)* "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম" *(সূরা মায়িদা : ৩ নং আয়াত শরীফ)* "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরণ করলে তা কবুল হবে না । তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" *(সূরা আলে ইমরান: ৮৫ নং আয়াত শরীফ)* "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" *(আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব)* "মুমিনগণ জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" *(সূরা নূর : ৫৫ নং আয়াত শরীফ)* অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোনো অমুসলিমের নিয়মনীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা কোনো ক্রমেই জায়েয নেই।

"ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্বানী অলী আওলীয়াদের নেক সহবতে এসে **সারা জগতে সহীহ্ ভাবে হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ পাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।**

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।)

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাতিলপন্থী তথা, ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, দৈনিক আল্ ইহসান, মাসিক আল বাইয়্যিনাত সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাছের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করে **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার** কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পারো, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে 'সূ' তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গীদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হিফাজতে সহায়তা করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনোদিন শোনো নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনোদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"। *(মুসলিম, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)*